মোহনায় দাঁড়িয়ে

শুজা রশীদ

সৃজনী প্রকাশনী

এক

শৈবাল

বিয়ের পর তিন মাসের মধ্যে মোট ছ'খানা চিঠি পেলাম তার। প্রতি দু'সপ্তাহে একটি। ধবধবে সাদা কাগজে নীল কালিতে লেখা ছোট ছোট চিঠি। মার্জিত ভাষা, বিষয়বস্তু পরিষ্কার, উদ্দেশ্য রহস্যময়।
সে আমার পরিচিত নয়, তাকে আমি কখনো দেখিওনি, তার কথাও কারো মুখে শুনিনি, তবু সে অতি আপনজনের মতো আমাকে স্মরণ করে, অন্ত রঙ্গ ভাষায় তার মনের কথা বলে।
ইদানীং তাকে আমার আর অপরিচিত মনে হয় না। তার মনস্ত ত্ব আমি বুঝতে পারি, চেহারাটা কল্পনা করে নিই।
সে চিঠি পাঠায় আমার অফিসের ঠিকানায়। হলুদ খামের উপর নীল রঙের চমৎকার হস্ত াক্ষর দেখলেই আমি বুঝতে পারি, তার চিঠি। আজও বুঝলাম। হাতে অনেক কাজ জমেছিল, সেগুলো আপাতত সরিয়ে রেখে চিঠিখানা বের করলাম। সেই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন, সেই চোখ জুড়ানো লেখার ধরন।

প্রিয় শৈবাল,

গত কয়েকটি দিন ধরে মনের মধ্যে একটি কথা খুব ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি? পরস্পরের কাছে আমরা অচেনা, অজানা কিন্তু একটি বিন্দুতে আমাদের দু'জনার অঁজভাই সমভাবে গ্রথিত। অনত মর্মবেদনার রাজ্যে আমার বসবাস।
রাশি রাশি কোমল নিঃসঙ্গতাবোধ আমাকে পিষে ধরতে চায়। অথচ আমার ইচ্ছে হয় হাসি কান্নার সমুদ্রে পাল তুলে আমি আবার আপনাদের একজন হই। পারি না। এক অসহনীয় যন্ত্রণা আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে, ভস্মীভূত করে। তবু আমি জীবনের স্বপ্ন দেখি, উজ্জ্বল সূর্যের স্বপ্ন দেখি, পাখি ডাকা নির্মল ভোরের স্বপ্ন দেখি। আপনি আমার সেই অবুঝ স্বপ্নের সাথী। যে নিষ্ঠুর পার্থিবতা আমাকে রিক্ত করেছে, তারই দয়ার্দ্র হাত আপনাকে পূর্ণতা দিয়েছে। আপনার মাঝে নিজেকে কল্পনা করতে আমার ভালো লাগে।
আমি যেন নিরন্ত র তার সুলভ স্পর্শ পাই, আবেগঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি, কণ্ঠের মাধুর্যে প্রতিধ্বনিত হই। তাকে ভালবাসবেন আপনার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে। তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখবেন। আমি সেই পূর্ণাঙ্গ প্রেমের সুরভিত পু হয়ে বেঁচে থাকব। আজ এখানেই শেষ করছি।

-রাতুল

রাতুলের লেখায় কখনো কোনো অভিযোগ থাকে না, ক্ষোভ থাকে না, শুধু তার অসহায়ত্বের বর্ণনা থাকে। নিজের অজান্তে ই তার প্রেমিক হৃদয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠেছে। আমি কি রাতুলের জন্য কিছু করতে পারি?

লিপিকে আমি চিঠিগুলো দেখাই না। ওকে অযথা অস্বস্তি তে ফেলে দিয়ে কি লাভ? আমাকে ও কখনো ওর প্রথম যৌবনের এই প্রেমিকটির কথা বলেনি। আমিও জানতে চাই না।

সদ্য বিবাহিতা একটি মেয়ের আবেগনিবিড় অনুভূতিতে আঘাত হানার ইচ্ছে আমার কখনো হয় না। তাছাড়া রাতুল তো লিপিকে দোষারোপ করে না, বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে না। তাহলে আমিই বা অকারণে আমার সাংসারিক জীবনকে অশান্তি ময় করে তুলব কেন?

তবু এক ধরনের ঈর্ষাবোধ আমার মধ্যে জন্মে। স্ত্রীকে একান্ত করে পাবার যে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আমার মধ্যে লালিত ছিল তা হঠাৎ এক মূর্খের বিলাসিতায় পরিণত হয়। আমি যেন লিপির অন্ত রের গহীনতম প্রদেশে অন্য একটি পুরু ষের অতৃপ্ত স্পর্শের ইঙ্গিত পাই। লিপি আমার স্ত্রী, অথচ সে শুধু আমার নয় এই দ্বিধান্বিত ভাবনা প্রায়ই আমাকে গ্রাস করে। তবে কি রাতুল মার্জিত ভাষার পরতে পরতে বিষের জ্বালাময়ী প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে? রাতুল কি এমনি কিছু চায়? কিন্তু আমাকে এই সূক্ষ্ম যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ করে তার কি লাভ?

আমি তো তাকে চিনতাম না, তার কথা জানতামও না। তাহলে সে আমাকে কেন শাস্তি দিতে চায়? আমি মনে মনে তার একটি ছবি দাঁড় করিয়ে ফেলেছি। সম্ভবত সে বেশ লম্বা, সাধারণের চেয়ে বেশি একহারা গড়ন, তীক্ষ্ণ নাক, ভাসা ভাসা দু'টি চোখ, মাথায় এলোমেলো ঈষৎ কোঁকড়ানো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রাতুলকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে আমার সাথে দেখা করতে চায় না।

অফিস সেরে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরলাম। মা জানালেন, লিপি ওদের বাসায় গেছে। আমাকেও যেতে হুকুম করে গেছে। আমার যেতে ইচ্ছে হল না। আমি হাত মুখ ধুয়ে চা-নাস্ত া খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একটা সিগারেট খেতে পারলে ভালো হত, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। লিপির জন্য আমাকে ধূমপান ছাড়তে হয়েছে। ওর কাছে আমি এখন একতাল কাদা ছাড়া আর কিছু নই, ইচ্ছে মতো গড়ছে পিটছে। এই নিয়ে মায়ের সাথে আমার মনোমালিন্য হয়। মা আমার এই ভেজা ভেজা চেহারা সহ্য করতে পারেন না।

আমিও নিরু পায়, লিপির অপূর্ব সুন্দর মুখের সামান্য কাঁপনও আমাকে আলোড়িত করে। টেলিফোন বাজতেই বুঝলাম, লিপি।

'হ্যালো?'

'শৈবাল?'

'হ্যাঁ বলছি।'

'তোমার গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন?'

'কেমন শোনাচ্ছে?'

'ভারী ভারী। আচ্ছা শোনো, তুমি এক্ষুনি আমাদের বাসায় চলে এসো। বড় দুলাভাই সবাইকে চাইনিজে নিয়ে যাচ্ছেন। তুমি খামোখা দেরি করো না, রেডি হয়েই রওনা দাও। কালো ট্রাউজার আর বু-শার্ট পরবে, ধূসর রঙের ছোপ ছোপ দেয়া টাইটা ওয়াড্রোবে আছে। ইস্ত্রি করে নিও। রাস্ত ার মোড়ে বেশ কয়েকটা বুট পালিশওয়ালা বসে, ওখান থেকে বুটটা ভালো করে পালিশ করাবে। খবরদার পনেরো মিনিটের বেশি যেন দেরি না হয়। শুনছ?'
'শুনলাম।'
'আসছ তো?'
'না।'
পাক্কা পনেরো সেকেন্ড কোনো কথা বলল না লিপি, বুঝলাম ভেতরে ভেতরে ধাক্কা খেয়েছে। বিয়ের পর এই প্রথম না বললাম।
'শৈবাল, বাজে কথা বলো না। তুমি অবশ্যই আসছ। আমি সবাইকে তাই বলেছি। এখন না এলে বাসার প্রত্যেকেই রাগ করবে। চলে এসো পিজ।'
পিজটা এত আবেদনের সুরে বলল যে আমার হৃৎকম্পন বেড়ে গেল। এরপর আর ঋণাত্মক কিছু বলা সম্ভব না। 'ঠিক আছে, আসছি।'
'সত্যি তো?'
'সত্যি।'
'বিশ মিনিটের মধ্যে?'
'হুঁ।'
'থ্যাংস। রাখি কেমন?'
এই হচ্ছে লিপি। আমার স্ত্রী। স্রষ্টা ওকে কোনোভাবেই খাটো করেননি। অফুরন্ত দৈহিক সৌন্দর্য এবং প্রচুর বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী লিপি। ওর তুলনায় আমি নিতান্ত ই নগণ্য।
আমার শ্বশুরবাড়ির পরিবেশটি ঠিক আমাদের বাসার মতো নয়। আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত প্রাণখোলা, হাসিখুশি মানুষ, সারাদিন হৈ-চৈ চিৎকারে সবাইকে মুখরিত করে রাখতেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যেও এক ধরনের সহজলভ্য প্রগলভতা আছে। বাসার ভেতরে সবাই চেঁচিয়ে কথা বলে। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েও তুমুল ঝগড়া করে এবং দু'দিন কথা বন্ধ থাকে। তারপর আবার সন্ধি, আবার ঝগড়া॥সব মিলিয়ে খুবই পরিবর্তনশীল আবহাওয়া।
কিন্তু লিপিরা তেমন নয়। ওদের পারিবারিক পরিবেশ উন্মত্ততার চেয়ে স্নিগ্ধিতার সমাবেশ বেশি, অপূর্ব এক অন্ত রঙ্গ শীতলতা ঘিরে রাখে সবাইকে। ওরা কথা বলে বিশুদ্ধ ভাষায়, স্পষ্ট উচ্চারণে, মেপে মেপে; কখনো গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে না, হৈ চৈ করে না, ওদের প্রতিটি ব্যবহারেই আভিজাত্যের স্ফুরণ ঘটে। ঐ পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ কষ্ট হয় আমার। সহজ হতে পারি না, যে কারণে তেমন যেতেও ইচ্ছে করে না। তবু যাই, যেতে হয়, সেটাই নিয়ম এবং ভদ্রতা।

আমাকে রিক্সা থেকে নামতে দেখেই প্রায় ছুটে এল লিপি। ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, বড় সুন্দর করে সেজেছে আজ। সব লাল, পায়ের স্যান্ডেল থেকে কপালের টিপ পর্যন্ত ।
'এই তোমার বিশ মিনিট!' আহত কণ্ঠে বলল।
'খুব টায়ার্ড ফিল করছিলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়েছি।'
'তোমার না কোনো সেন্স নেই। সবাই কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছে।'
'চলে গেলে না কেন? ঠিকানাটা রেখে গেলেই তো আমি যেতে পারতাম।'
'যাহ্, তাই কখনো হয় নাকি! চলো, ভেতরে চলো।'
পা ছুঁয়ে সালাম করার ক্রিয়াটি আমাকে করতেই হয়। যথেষ্ট আধুনিক হলেও কিছু কিছু প্রাগৈতিহাসিক নিয়ম এরা ঠিকই মেনে চলেন।
সালাম পর্ব সারা হতে শালা-শালীদের প্রত্যেককেই পৃথক পৃথকভাবে বলতে হল, কেমন আছ? ভালো তো?' এই সময় বেশ চওড়া দেখে একখানা হাসি দেয়াটা বাধ্যতামূলক। সুতরাং দাঁত বন্ধ করলে চলে না।
ওপক্ষের প্রতিক্রিয়া অবশ্য বেশ ঠাণ্ডা, ভালো। আপনি কেমন? আসেন না কেন? বলার জন্যেই বলা। বস্তুত আমার ভালো মন্দ নিয়ে ওদের তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য, শালা-শালীরা আমাকে একবারেই পছন্দ করে না। সম্ভবত আমার অভিজাতহীন চলাফেরা কথাবার্তাই এর জন্য দায়ী। আমি অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না।
আমি আমার বাবার মতো প্রাণখোলা মানুষ না হলেও সহজ সরল জীবন পদ্ধতি আমার কাছেও স্বস্তি কর। মেপে মেপে পা ফেলে কি জীবনের অনিশ্চিত পথে চলা যায়? অনেকে পারে, আমি পারি না। আমি ওদের অপছন্দের তরলে বিধৌত হয়ে গাড়িতে চড়ি, গাড়িটি মসৃণ গতিতে ছুটে যেতে থাকে।
আগে থেকে কিছুই ঠিক ছিল না, সুতরাং কেবিন পাওয়া গেল না। সব মিলিয়ে মোট আটজন আমরা, দুটো ছোট টেবিল বুক করা হল। লিপি, আমি, নীপা এবং সাজেদ ভাই বসলাম একটাতে। অন্যটাতে শালা-শালীরা।
নীপা ভাই-বোনদের মধ্যে একটু বেশি ছটফটে, প্রাণবন্ত ।
সাজেদ ভাই আবার খুবই রাশভারী ধরনের। না বললেই নয় তাই মাঝে মাঝে দু'চারটি বাক্য বর্ষণ করেন। তাকে আমার একেবারেই সহ্য হয় না। ঘনিষ্ঠ মানুষদের সঙ্গকালে সবারই সহজ ব্যবহার করা উচিত।
রেস্ত রাঁয় ভীড় বেশ কম। সবুজাভ তন্দ্রালু আলোর ছড়াছড়ি। অত্যন্ত মৃদুলয়ের বাজনা, বিশালাকৃতি একুইরিয়ামে রু পালি মাছের ছুটোছুটি, বেয়ারাদের নিঃশব্দ পদচারণা, টুকটাক কথা, হাসি বেশ আবেগঘন পরিবেশ; আমার ভালো লাগছে।
নীপা খুক্ খুক্ কাশল। 'শৈবাল, তুমি কি কবিতা টবিতা লেখো নাকি?'
'কবিতা? কই না তো!'
'মিথ্যে বলো না। আমার কাছে মিথ্যে বলে কেউ পার পায় না।'

‘বিশ্বাস করেন নীপা আপা, আমাকে দিয়ে আর যাই হোক, ঐ কবিতা-টবিতা লেখা হয় না। আমি হলাম প্রাকটিক্যাল মানুষ।
‘প্রাকটিক্যাল? একটু সবুজ আলো আর একুইরিয়াম দেখেই যার মুখে আবেগ ফুটে উঠে সে আবার প্রাকটিক্যাল হয় কি করে?'
আমি বেশ জানি ও কিছুই দেখেনি, এতো কম আলোয় কারো মুখের সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরা মোটেই সম্ভব নয়। এটা আসলে নীপার একটা খেলা। অন্যকে হঠাৎ হঠাৎ অপ্রস্তুত করে আনন্দ পায় মেয়েটা।
বয়েস বোধহয় আমার মতোই, খুব বেশি সেজেগুজে থাকে সব সময়, চলাফেরার ভঙ্গীটাও ঠিক সভ্য-সভ্য নয়, তবে ভীষণ চালাক। কথাবার্তায় ওকে কখনো ফাঁদে ফেলা যায় না।
লিপি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, ‘খামোখা ওর পেছনে লেগেছিল কেন আপা? আমি জানি, ও কবিতা লেখে না।'
‘সত্যি? ওর প্রাইভেট ডায়েরি হাতিয়েছিস কখনো?'
‘কি আশ্চর্য! ওর ডায়েরিতে আমি হাত দেব কেন?'
‘সুযোগ পেলে দেখিস। নির্ঘাৎ এক ডজন কবিতা বের হবে।'
সাজেদের বোধ হয় এই কবিতা প্রসঙ্গটি ভালো লাগছিল না, কারণ সে নিজে বেশ ছড়া-কবিতা লিখে থাকে। ভরাট গলায় বলল, ‘ব্যাপার কি, কখন অর্ডার দিয়েছি। এখনো কিছু আনে না কেন?'
‘কেন, পেটুক মহাশয়ের আর তর সইছে না বুঝি?'
‘নীপা, পিজ।'
‘আহা রাগছ কেন? পেটুক হওয়া বুঝি খারাপ কিছু।'
লিপি হাসতে লাগল। ‘আপা তোর এই অভ্যাসটা আর গেল না। সবার পেছনে লেগে থেকে কি এত মজা পাস তুই?'
নীপা কিছু বলল। খেয়াল করলাম না। একজন বেয়ারা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।
‘আপনি মি. শৈবাল?'
‘হ্যাঁ। কেন?'
‘এই চিঠিটা আপনার।'
‘চিঠি?'
‘জি।'
বর্গাকার ছোট এক টুকরো কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিল সে। আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘কে পাঠালো?'
‘তিনি তো চলে গেছেন। যাবার সময় আমাকে এটা দিয়ে বললেন, ‘মিনিট পাঁচেক পরে যেন আপনার হাতে পৌঁছে দিই।'
রাতুল! রাতুল এখানে ছিল। আমি দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। লিপি বিস্মিত হয়ে বলল, ‘কি হল শৈবাল? কি ওটা?'
‘কিছু না।'

'যাচ্ছ কোথায়?'
'এক্ষুনি আসছি।'
আমি দ্রুত পায়ে রেস্ত রাঁর বাইরের প্রাঙ্গণে চলে এলাম। কেউ নেই। গেট পেরিয়ে রাস্তায় চলে এলাম। অজস্র মানুষ কি করে বুঝব কে রাতুল? অথবা সে হয়তো আদৌ এখানে নেই। অথবা হয়তো আছে, এই মুহূর্তে গভীর কৌতূহল নিয়ে আমাকে দেখছে। আমি চিরকুটটা চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

প্রিয় শৈবাল,

তোমাদের দুজনকে পাশাপাশি এত অপূর্ব দেখাচ্ছে! মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলাম। তুমি অনেক সুদর্শন। লিপির পাশে তোমাকে অদ্ভুত আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে। ভীষণ! কেন তোমার সব কিছুই আছে অথচ আমার কিছুই নেই। ঠাট্টা করলাম, কিছু মনে করো না। আপনি বলিনি, তুমি বলেছি, সে জন্যেও কিছু মনে করো না। সুখে থেক, সুন্দর থেক।

-রাতুল

রাতুল আমাকে হিংসা করে। আমাকে! সে জানে না আমার এমন কিছুই নেই যাকে হিংসে করা চলে। নেই? আছে, লিপি আছে। কিন্তু লিপি যতটা আমার, ততটা রাতুলেরও। আমি পেয়েছি ওর পরিণত অবয়ব, যখন ও সংযত ধীরস্থির! রাতুল পেয়েছিল তারুণ্যে ওর প্রদীপ্ততা, উচ্ছলতা, হাস্যমুখরতা। রাতুল আমার চেয়ে ভাগ্যবান।
লিপি রেস্ত রাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে। আমি কান খাড়া করে সেই ডাক শুনলাম। কি আছে এই কণ্ঠে? প্রেম? অনুরাগ? নির্ভরশীলতা? অধিকার? উদ্বেগ? ধরতে পারলাম না। এইসব সূক্ষ্ম ব্যাপার বোঝার ক্ষমতা আমার নেই।
আমি খুবই স্থূল ধরনের মানুষ। সাধারণ জাগতিক ব্যাপারগুলো বেশ ভালো বুঝি, তার বেশি কিছু নয়। রাতুল নিশ্চয় আমার মতো নয়। হয়তো আমার ঠিক বিপরীত। সেজন্যেই কি লিপি তাকে দিয়েছে ওর যৌবনের উন্মাদনা আর আমাকে দিচ্ছে স্নিগ্ধ কোমলতা?
'শৈ-বা-ল!'
মিষ্টি একটা কণ্ঠস্বর বাতাসে আলোড়ন তুলছে। আমি চিরকুটটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে আলগোছে মাটিতে ফেলে ফিরতি পথ ধরি।
রাতুল আমাকে হিংসে করে; আমাকে!

দুই

লিপি

কোনো কারণ নেই, এমনিই ঘুম ভেঙে গেল। ইদানীং প্রায়ই এমনটি হচ্ছে। বিছানায় চিৎ হয়ে সবুজ ডিম লাইটটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। ভদ্র দূরত্ব রেখে শুয়ে আছে শৈবাল, উল্টোদিকে কাত হয়ে। ওর শোয়ার ভঙ্গিটা সুন্দর, ঘুমের মধ্যে গায়ের উপর হাত-পা রেখে বিরক্ত করে না।

মানুষটা ভালো, আমার পছন্দ হয়। মোটামুটি সুদর্শন, স্বাস্থ্যটা বেশ ভালো; এত চওড়া কাঁধ সাধারণত দেখা যায় না।

কিন্তু কথাবার্তায় তেমন পটু নয়, গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না। নিজের দুর্বলতাটা বেশ বোঝে, যেজন্যে সহজে মুখ খোলে না।

বাসায় বাবা-মা ছাড়া ওকে আর কেউ পছন্দ করে না, নীপা আপুটাও বড্ড জ্বালায়। নীপা ওর নাম দিয়েছে উজবুক। এমন শয়তান সবক'টা।

ঘড়ি দেখলাম। তিনটে। উঠে পড়লাম। ব্যালকনির দরজাটা খুলতেই স্নিগ্ধ ফর্সা আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আহ্, কি সুন্দর জ্যোৎস্না! সাদা সাদা মেঘগুলো ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে, আর তাদের মাঝে উজ্জ্বল একখানা পদ্মের মতো ফুটে আছে চাঁদখানা। উপমাটা বোধ হয় ভালো হল না। না হোক।

আমি তো আর কবি নই। আমার রাতুলের কথা মনে পড়ছে। রাতুল!

কবে পরিচয় ওর সাথে? সম্ভবত স্কুল জীবনে। এইট কি নাইনে পড়ি। একটা ছেলে বড্ড বিরক্ত করত। ঢ্যাংগা মতোন, মাথা ভর্তি ভীষণ কোঁকড়ানো চুল। একদিন আমার ওড়না ধরে টান দিল। বাসায় ফিরেই রাশেদ ভাইকে বলে দিলাম। রাশেদ ভাই তখন উঠতি মাস্তান।

খালাতো বোনের অপমান তার সহ্য হল না। বেধড়ক পেটালো ছেলেটাকে। পরের এক সপ্তাহ কোঁকড়া চুল লাপাত্তা ভাবলাম বিপদ কেটে গেল; কাঁহাতক আর এই লজ্জার মাথা খেয়ে ঢ্যাঙ্গা আবার হাজিরা দিতে লাগল, অবশ্য সাহস করে আর কাছে আসে না, দূর থেকে করুণ চোখে চেয়ে থাকে। কেমন মায়া হল। একদিন নিজেই ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'আচ্ছা আপনি কি বলুন তো? এত মার খেয়েও আপনার লজ্জা হল না?'

মুখ ফুলিয়ে ফেলল ঢ্যাঙ্গা। 'মারতে ইচ্ছে হয় তুমি নিজে মারতে। রাশেদ ভাইকে বললে কেন?'

'আপনি আমার ওড়না ধরে টানলেন কেন?'

'তুমি আমার সাথে কথা বলো না কেন?'

'কথা না বললেই বুঝি ওড়ন-টোড়না ধরে টানাটানি করতে হবে?'

'ভুল হয়ে গেছে। আর কখনো করব না।'

মাফ চাওয়ার ভঙ্গিটা বড় ভালো লাগল। ফস্ করে বলে বসলাম, 'আপনার নাম কি?'

'রাতুল, তেজগাঁও স্কুলে পড়ি। ক্লাশ টেনে।'

'পড়েন না ছাই করেন। পড়াশোনা করলে মেয়েদের স্কুলের সামনে ডিউটি দেবার সময় পেতেন?'
'কি করব, তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না যে।'
তখন বয়স কম, এই ধরনের কথাও প্রথম শুনলাম, শরীরের গভীরে ঝিন ঝিনিয়ে একটা বাজনা বেজে উঠল যেন। রাতুল খুব গদগদ স্বরে বলল, 'তুমি খুব সুন্দর।'
ব্যস, সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেল। কোঁকড়ার প্রেমে মশগুল হয়ে গেলাম। অবশ্য রাতুলের অনেক গুণ ছিল। একটু বোকা-বোকা ধরনের হলেও খুব কাব্যি করে কথা বলত, কোত্থেকে বিরাট বিরাট গোলাপ এনে দিত, পাঁচ লাইনের উদ্ভট সব কবিতা লিখে এনে বলত॥তোমাকে নিয়ে রু বাইয়াৎ লিখেছি, আবার রাশেদ ভাইকে দেখলেই গা ঢাকা দিত।
আশ্চর্য? একটু একটু করে কেমন মিশে গেলাম ওর সাথে। দশটা বছর॥খুব কম সময় নয়। কখনো ভাবিনি আমাদেরকে এভাবে দূরে সরে যেতে হবে, দুজনার কেউই না।
আমার বিয়ের ঠিকঠাক হচ্ছে, ও বেকার, কাজকর্ম করার তেমন ইচ্ছেও দেখি না। দিনভর রু বাইয়াৎ লিখছে, মাঝে মাঝে দু'চারটে ছোট গল্প, পত্রিকাতেও ছাপা হয়, তাতেই খুশি। পরিপূর্ণ স্বপ্নের জগতে বসবাস। অথচ ওদের বাসার অবস্থা খারাপ, যথেষ্ট খারাপ। বাবা নেই, ওর মায়েরও অবসর নেবার দিন ঘনিয়ে এসেছে, সঞ্চয় খুবই কম, ভাইবোন অনেকগুলো।
আমার বিয়ের কথা শুনেই হাসতে লাগল, যেন আমার বিয়ে হতেই পারে না।
'হেসো না রাতুল; সত্যিই আমার বিয়ে ঠিকঠাক হচ্ছে।'
'যাহ্, ইয়ার্কি মেরো না তো।'
'ইয়ার্কি মারছি না। এই রকমের একটা সস্ত া ঠাট্টা করার জন্য কেউ ভরদুপুরে রমনা পার্কে আসে না। কি বলছি বুঝতে পারছ? আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে।'
বোকার মতো চোখ পিটপিট করল। 'কার সাথে?'
'আর যার সাথেই হোক, তোমার সাথে হচ্ছে না। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে তোমাকে।'
'আমি কি করব?'
'কি করবে মানে? ঝটপট একটা চাকরি জোগাড় করো। তোমাকে বিয়ে করলে আমার আর বাসায় থাকা হবে না। তখন বৌকে খাওয়াবে কি? গোলাপ শুঁকে আর রু বাইয়াত শুনে তো পেট ভরবে না। ঠিক না?'
'তা তো ঠিক। কিন্তু আমি চাকরি পাব কিভাবে? আমার তো কোনো মামা-চাচা নেই। জানাশোনা কেউ নেই। তাছাড়া শুধু বি.এ. পাশ। আমার তো চাকরি হবে না। ওদিকে তোমার বিয়ে। লিপি, আমি এখন কি করব বলো তো?'
কল্পনার স্বর্গ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসে একেবারেই অসহায় রাতুল। এক একটা দিন যায়, ওর অসহায়ত্ব ততো বাড়ে। শুধু আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। 'লিপি, তুমি বলে দাও আমি কি করব; আমার মাথায় তো কিচ্ছু আসে না।'

ভীষণ রাগ হয়ে গেল একদিন। চোখ গরম করে বললাম, 'তোমার মতো পুরু ষের আমার দরকার নেই। নিজে কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই, সারাক্ষণ লিপি-লিপি। আমি কি করব? তোমার হাত ধরে রাস্ত ায় নামব, বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়াব? কতদিন ধরে বলছি কিছু একটা করো, কানে নাওনি কেন তখন...' শেষে গলা ভেঙে যায়, চোখে আঁচল চাপি।
রাতুল অনেকক্ষণ বিমুড়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড়িয়ে কিছু বলে চলে যায়। বড্ড পিছু ডাকতে ইচ্ছে হল, ডাকলাম না। ভরসা হল, এবার হয়তো কোমর বেঁধে লাগবে।
তিন দিন পর টেলিফোন এল। 'লিপি?'
'হ্যাঁ বলছি।' রাতুলের কণ্ঠস্বর কান্না জড়ানো। আমার বুক কেঁপে উঠল। 'কি হয়েছে, রাতুল?'
'লিপি, তুমি বিয়ে করে ফেল। আমি একটা গাধা, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।'
'রাতুল বোকার মতো কথা বলো না। এই রাতুল, রাতুল...' ফোন রেখে দিয়েছে ও। পরের ক'টা দিন পাগলের মতো খুঁজলাম ওকে, কোথাও পেলাম না।
বিয়েতে বিরাট একটা গোলাপ এল, অপূর্ব সুন্দর। এত সুন্দর গোলাপ কখনো দেখিনি। সেই ফুল শুকিয়েছে, পাপড়িগুলো মুড়মুড়ে হয়ে গেছে, তবু সযত্নে রেখে দিয়েছি; রাতুলের শেষ উপহার।
আঁচলে চোখের কোণ মুছলাম। একটু লজ্জাও পেলাম। পুরানো প্রেমিকের কথা ভেবে কেমন নাটক করে কাঁদছি? এই বয়সে এসব মানায় নাকি? স্বামী, নিজের সংসার॥সব মিলিয়ে একটা পুনর্জন্ম। এখন কি আগের কথা ভাবলে চলে।
শৈবালের সাথে আমার সম্পর্কটা একটু অদ্ভুত। অমন শক্ত-সামর্থ একজন পুরু ষ॥অথচ আমার সামনে এলেই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায়। বিয়ের পর কিছুদিন কি সব পুরু ষই এরকম থাকে? সাজেদ ভাই অবশ্য এতটা ছিলেন না, কথাবার্তা কম বললেও প্রথম থেকেই জেদী তিনি, নিজে যা বলেন সেটা মোটামুটি করেই ছাড়েন।
নীপা আপুর তেমন কোনো প্রভাব আছে বলে মনে হয় না। শৈবাল তেমন নয়। এই বাসায় কারোর ওর শাসন খাটে না। সবার কাছেই ও 'মাই ডিয়ার' ধরনের, ছোট ভাইবোনদের কাছেও যখন-তখন বকুনি খায়। আমার শাশুড়িও ওর ব্যাপারে সবসময় উদ্বিগ্ন। ছেলে বড় হয়েছে ঠিকই কিন্তু কতটা পরিণত হয়েছে সে ব্যাপারে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে বোঝা যায়।
বাসর রাতের কথা মনে পড়ে। আমি প্রথম থেকেই বিয়ের প্রসঙ্গে খুব উদাসী আচরণ করেছি, ছেলে দেখে ভালো খারাপ কিছুই বলিনি, মতামত জানতে চাইলে চুপচাপ থেকেছি, মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে সবাই ব্যবস্থা করেছেন। আগেই ঠিক করে রাখলাম বাসর রাতে ঠাণ্ডা হয়ে থাকব।
এই শরীর রাতুলের ছিল, এর প্রতিটি কণার উপর ওর অধিকার আছে, সামান্য একটা আনুষ্ঠানিকতার জোরে কেউ যদি সেই অধিকার খর্ব করে, তাহলে তাকে স্বেচ্ছাচারী হয়েই তা করতে হবে।

আমার শরীর সে নিক, হৃদয় পাবে না। যেমনটি হবে বলে ভেবেছিলাম আদৌ তেমন কিছুই হল না। বাসর ঘরে ঢুকে স্বামী ভদ্রলোকের রক্তিম মুখ দেখে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে পড়ল। কথা বলার জন্য তিনবার মুখ খুলেও খুক্ খুক্ করে কেশে চুপ করে থাকল। আধঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষে নিতান্ত নিরু পায় হয়েই বিছানার এক কোণে ঝুপ করে বসে পড়ল। আরো কতক্ষণ নিঃশব্দে কাটল কে জানে? অবশেষে অনেক সাহস করে যে কথাটা বলল, তা শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবেই পেলাম না। বলে কিনা, 'তোমার কি খুব ঘুম পেয়েছে?'

দাঁতে দাঁত চেপে হাসি ঠেকালাম। ভদ্রলোক আবার ভয়ে ভয়ে বলল, 'তোমার বোধহয় ঘুম পেয়েছে। শুয়ে পড়বে?' বুঝলাম, না ঘুমিয়ে রেহাই নেই। আর কিছুক্ষণ এভাবে বসে থাকলে ও লোকই মূর্ছা যাবে। লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম দুজন। মাঝে একহাত ব্যবধান। ও পক্ষ থেকে ফারাক কমানোর কোনো প্রচেষ্টা দেখলাম না। ঘণ্টাখানেকের মাথায় হাল্কা নাক ডাকার শব্দ কানে এল।

আমার অসঙ্গত অভিমানবোধটা অনেকখানি কেটে গেল। এইরকম নিরীহ একজন মানুষকে বঞ্চিত করা কি ঠিক। আমি নিজ থেকে যত দিন না প্ররোচিত করলাম ততদিন পর্যন্ত আমাকে ছোঁয়াইনি শৈবাল।

কিছু জানে না; কিচ্ছু না। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়েছে। সব মিলিয়ে একটু একটু করে ভালো লাগতে শুরু করেছে ওকে। অমন চওড়া কাঁধের একজন মানুষ, অথচ কি নরম! ভাবাই যায় না।

এই বাসায় আমার খারাপ লাগে না। কলেজে পড়ুয়া দুটো ননদ আছে, মোটামুটি খাতির হয়ে গেছে। জ্বালা হচ্ছে রু বেলটা। বাইশ তেইশ বছরের ধাড়ি ছেলে, সারাক্ষণ ভাবী ভাবী করছে, যখন-তখন টাকার জন্য হাত পাতছে, আবার সুযোগ পেলেই চুল টেনে পালাচ্ছে। শাসন করতে গেলে চোখ রাঙাবে জানো, আমি তোমার কে হই? দেবর। অর্থাৎ

'তোমার মাথা।'

গলা ফাটিয়ে হাসবে। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে দু'চারটে কিল বসিয়ে দিই, তাতে হাসির বেগ বাড়ে। দুই ভাই একদম দুরকম। দুজনকেই ভালো লাগে। একজনকে আমি জ্বালাই, তার প্রতিশোধ নেয় অন্যটা। এই জীবনের অন্যরকম তৃপ্তি আছে।

তবু আমি রাতুলকে ভুলতে পারছি না।

নিউমার্কেটে দেখা হল একদিন। সেই হালকা পাতলা শরীর, মাথাভর্তি মিশমিশে কোঁকড়া কালো চুল। কিন্তু অনেক বদলেছে, মাত্র ক'মাসেই অচেনা হয়ে গেছে যেন! সমস্ত মুখের পেশীতে যন্ত্রণার স্পষ্ট ছাপ দেখলাম, ভাসা ভাসা চোখজোড়ায় পূর্ণ হতাশা। অনেকক্ষণ দুজন দুজনকে দেখলাম, দুহাতে মুখ ঢেকে দ্রু ত সরে গেল। শৈবাল আমার কাঁধ ধরে ধাক্কা দিল। 'কি হল লিপি? শরীর খারাপ লাগছে?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না, একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লাম। রাতুল খুব কষ্টে আছে। ওকে কঠিন পার্থিবতায় আছড়ে ফেলে আমি পালিয়ে এসেছি। নিঃসঙ্গ জীবনতরীর হাল ধরে ক্রমাগত অজানা দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে ও।

আমাকে ওর প্রয়োজন, অথচ আমি বন্দী হয়ে আছি এই চওড়া কাঁধের নিরীহ মানুষটার কাছে।

সে রাতে অনেক কাঁদলাম! অনেক স্মৃতি রোমন্থন করলাম! জ্যোৎস্নার সমুদ্রে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে 'রাতুল' 'রাতুল' বলে চিৎকার করলাম। শৈবাল কিছুই দেখল না, কিছুই জানল না।

আমি কি শৈবালের প্রতি কোনো অবিচার করছি? নীতিবোধ বলে, হ্যাঁ, হৃদয় বলে, না। আমি এই হ্যাঁ-না-এর দ্বন্দ্বে যেতে চাই না। সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে একজনকে বিন্দু বিন্দু করে জেনেছি গ্রহণ করেছি, নিজের সমস্ত বৈভব তিল তিল করে বিলিয়ে দিয়েছি এই দেয়ার একনিষ্ঠ অভ্যেস কি এত সহজে বিস্মৃত হওয়া যায়?

হয়তো একদিন শৈবাল তার নীরব অনুরাগে আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করবে, তবু নিশ্চয় জানি, রাতুল আমাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে, অন্ত রের প্রতিটি প্রান্ত র থেকে প্রান্ত রে, চিরকাল।

একটি স্নেহে হাতের ছোঁয়ায় মগ্নতা ঝরে পড়ে!

'কি এত ভাবছ, লিপি?'

'কই, কিছু না তো। ঘুম আসছিল না, তাই॥'

'জ্যোৎস্না রাতে সব কিছু কি মায়াময় লাগে!'

'হু।'

'এই রকম রাতেই বোধহয় কবিরা কবিতা লেখেন।' হেসে ফেললাম। 'উহু।' কবিরা হচ্ছেন পাগল। তারা ভর দুপুরে পীচ গলা রাস্ত ায় দাঁড়িয়েও পূর্ণিমার কথা ভাবতে পারেন।'

হাসলো ও। 'আমারও মাঝে মাঝে পাগল হতে ইচ্ছে করে।'

'কেন বলতো?'

'এমনিই। পাগল হবার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে বোধহয়।'

'কি আবোলতাবোল কথা বলছ?'

'আবোলতাবোল? আচ্ছা, তাহলে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। একজন সুস্থ মস্তি ষ্কের মানুষকে অনেক মানবিক ঝামেলা পোহাতে হয়। ইচ্ছে থাকলেও সে নিজের সব আশাকে বাস্ত বে রূপ দিতে পারে না অনেক রকম প্রতিবন্ধকতার কথা তাকে ভাবতে হয়। কিন্তু একজন পাগলের সে সব চিন্ত া নেই। তার যদি রাত দুপুরে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে সে তাই করবে। অন্যে কি ভাবল না ভাবল তা ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না।'

'তোমার বুঝি এখন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে?'

'করছে। তোমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।'

আমরা দুজনই হাসতে লাগলাম। অন্ত রঙ্গ সখ্যের এই মুহূর্তগুলো বেশ লাগে, অন্ত রের কোথাও মাধুর্যের হাল্কা প্রলেপ বুলিয়ে যায়। শৈবাল হঠাৎ হাসি থামালো। 'একটা কথা বলব, লিপি?'

'বলো না!'

'আচ্ছা ধরো, আমাদের বাসায় যদি একটি ছোট্ট মানুষ থাকে, সে যখন ইচ্ছে তখন হাসবে, আবার যখন ইচ্ছে তখন কাঁদবে কেউ সেই কান্না থামাতে পারবে না, কিন্তু যেই তুমি

দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে তুলে নেবে, অমনি সে কান্না ভুলে খিলখিল করে হেসে উঠবে। কেমন হয়, লিপি?'

'তুমি বাচ্চার কথা বলছ?'

'নিশ্চয়। মা ইদানীং প্রায়ই বলছেন। তার হাতে তেমন কাজও নেই। একটি বাচ্চা পেলে বর্তে যেতেন। আমাদের নিজেদের জন্যেও তো একটি শিশুর প্রয়োজন।'

আমি কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়ি। জীবনে ঐ একটি ব্যাপারকেই আমার ভয়। প্রসূতিকালের ঐ সুতীব্র যন্ত্রণা কি আমি সহ্য করতে পারব? কত মেয়েই তো সন্ত ান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে, আমারও যদি তেমন কিছু হয়? তাছাড়া গর্ভবতী কালের বিরক্তিকর অবস্থার কথাটাও না ভেবে পারা যায় না। সব মিলিয়ে এই শিশু সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ডটি আমার কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে শৈবাল বেশ অবাক হল। 'লিপি, তুমি চাওনা আমাদের কোনো ছেলেমেয়ে হোক?'

'না মানে, এখনই না হয় থাক! আরো কয়েকটা দিন যাক না। সংসারটা আগে ভালোমতো গুছিয়ে নিই, তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে।'

শৈবাল বেশ মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে। ও বেশ কিছুক্ষণ দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল। আমার একটি বাচ্চার খুব সখ ছিল।'

'ব্যস, অভিমান হয়ে গেল। সখ পূরণ হবে না তা কি কেউ বলেছে। কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরো।'

'এখনই বা অসুবিধা কোথায়? সংসার গোছানোর দোহাইটা তেমন যুতসই নয়।'

'কি ব্যাপার, শৈবাল, তুমি হঠাৎ বাচ্চা-বাচ্চা করে ক্ষেপে গেলে কেন? আমাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র কয়েক মাস। এত তাড়াতাড়ি কেউই বাচ্চা-কাচ্চার জন্য ট্রাই করে না। নীপা আপুকেই দেখো না, কত বছর বিয়ে হয়েছে, বাচ্চার প্রসঙ্গই কেউ তোলে না।'

'প্রয়োজন হয় না, তাই তোলে না।'

'আমাদের এমন কি জরু রি প্রয়োজন পড়ল?'

হতাশাব্যঞ্জক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'ঠিক আছে, ওসব কথা বাদ দাও। তুমি না চাইলে কিছুই হবে না। কারণ সম্পূর্ণ কষ্টটা তোমাকেই ভোগ করতে হবে। তবু অনুরোধ থাকল, ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখো। বাড়িটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগে।'

ও কিছুক্ষণ ইতস্ত ত করে শুতে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। শৈবালের কথাবার্তায় কি অন্য ইঙ্গিত ছিল? তাই বা কি করে হয়? ওর তো কিছুই জানার কথা নয়। নাকি স্বাভাবিক মনেই এই প্রসঙ্গ তুলেছে ও? পরিষ্কার করে কিছুই বুঝতে পারলাম না। বিছানায় ফিরে দেখলাম, শৈবাল উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমায়নি। আমি আলতো করে ওর পিঠে একটা হাত রাখলাম। ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকল। বুঝলাম, সত্যি সত্যিই অভিমান হয়েছে। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আগামী বছর। ঠিক আছে?'

ঝট করে মুখ ফিরিয়ে হাসল। 'ঠিক তো?'

'তিন ঠিক।'

তিন

শৈবাল

রু বেল কখনো আমার অফিসে আসে না। ওকে দেখে তাই বেশ অবাকই হলাম। গম্ভীর মুখ, থমথমে দৃষ্টি। 'কিরে, তুই।'
'একটা কথা ছিল ভাইয়া।'

'খুব ইম্পর্ট্যান্ট কথা মনে হচ্ছে ।'
'ভাইয়া একটা খুব বাজে কথা শুনলাম ।'
'কি কথা?'
'ভাবীর সম্বন্ধে তুমি কতটা জানো?'
'কি শুনেছিস তাই বল ।"
'বিয়ের আগে ভাবীর একটা গভীর প্রেম ছিল ।'
'তাতে কি হয়েছেরে বোকা! এরকম তো প্রায় সব ছেলেমেয়েরই থাকে ।'
'তুমি বুঝতে পারছ না ভাইয়া । ওদের মধ্যে সব ধরনের সম্পর্ক ছিল ।'
'কার কাছে শুনলি?'
'ভাবীর দুঃসম্পর্কের এক খালাতো ভাইয়ের কাছে ।'
আমি দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকলাম । এই সম্ভাবনার কথা আমার আগেই মনে হয়েছিল । স্পর্শকাতর ব্যাপার, তাই এসব নিয়ে কারো সাথে ভুলেও আলাপ করিনি । রু বেল অন্য ধাঁচে গড়া ওর ভালোবাসার মানুষদের কোনো ক্র টি বিচ্যুতিও একেবারেই সহ্য করতে পারে না ।
আমি শীতল গলায় ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'রু বেল তুই যার কাছে যা শুনে থাকিস না কেন, সেটা পুরোপুরি সত্য নাও হতে পারে । আর যদি সত্যি হয়ও, তাহলেও এটা নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি করা আমাদের উচিত হবে না । কারণ তাতে দু'পক্ষেরই মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে । যা হওয়ার হয়ে গেছে । আসলে বিয়ের আগে আমাদের উচিত ছিল আরো খোঁজ খবর নেয়া । তা যখন নিইনি দোষটা আমাদেরও কিছুটা । তুই এসব কথা কাউকে বলতে যাস না ।'
'নাহ্, এটা কি বলে বেড়ানোর মতো কথা । কিন্তু এবার থেকে ওর মুখ দেখলে দু'বার করে থুথু ফেলব! বিশ্বাসঘাতক! এই কথা বিয়ের আগে কেন জানায় নি?'
'রু বেল তুই দুঃখ পেয়েছিস বুঝতে পারছি । কিন্তু ওর দিকটাও ভেবে দেখো । ওর বাবা-মা কিছুটা চাপ দিয়েই বিয়েতে রাজী করিয়েছিলেন ওকে, আমরাও সেটা আঁচ করে ছিলাম, তবু তো পিছু হটিনি ।'
'ভাইয়া, তুমি ওর হয়ে ওকালতি করো না ।'
'ওকালতি করছি না, গাধা, তোকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছি । দয়া করে ওর সামনে এমন কিছু করিস না যাতে ও দুঃখ পায় ।'
রু বেল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করল । 'মা ঠিকই বলে, ঐ মেয়েটা তোমাকে যাদু করেছে ।'
চলে গেল রু বেল । আমি আনমনে হাসলাম! আমার ভেতরের যন্ত্রণা ওরা বুঝবে কি করে? বিয়ের মাত্র দু'সপ্তাহের মাথায় রাতুলের চিঠি পেলাম, কিছুই বুঝতে বাকি থাকল না! এতদিনে পরিস্থিতি অনেক সহনীয় হয়ে উঠেছে! এখন আর লিপিকে দেখলেই একটি দীর্ঘদেহী পুরু ষের ছবি আঁকার চেষ্টা করি না, কষ্টের সেই তীব্রতাও অনুভব করি না । চলুক না যেভাবে চলছে ।

এবারের চিঠিখানা সংক্ষিপ্ত। ভেবেছিলাম পড়ব না, ওতে কি লেখা আছে সে তো জানিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের জয় হল।

প্রিয় শৈবাল,

আজ মনে হচ্ছে, আমি ভুল করেছি। কষ্টের অনলে আমি দিবানিশি দগ্ধীভূত হচ্ছি, নিজের অজান্তে ই তোমাকেও বোধহয় সেই অগ্নিতেই আহ্বান করেছি। আমাকে ক্ষমা করো, বন্ধু! এতদিন যা বলেছি, মনে কর, সে সব প্রহেলিকার আলাপ। লিপি তোমার, তাকে ছায়ার মতো জড়িয়ে রাখ। তার হৃদয়ে আঁধারের প্রদীপ হয়ে থাকো। আমি তোমাদের জীবন থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। বিদায়। সুখে থেক, ভালো থেক।
-রাতুল
সম্পূর্ণ চিঠিখানাই আমার কাছে রহস্যময় মনে হল! রাতুলের এই হঠাৎ পরিবর্তন কেন? মাত্র আট দশ দিনের ব্যবধানে কি এমন ঘটল যে রাতুল আমাকে মুক্তি দিতে চায়? আমি হৃদয়ে কোনো অজানা সংকেত পাচ্ছি। রাতুলের সাথে দেখা হওয়া প্রয়োজন খুব শিঘ্রই।
বিকেলে বাসায় ফিরে দেখি, লিপি মুখ ভার করে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে আলতোভাবে হাসল।
'বেগম সাহেবার মন খারাপ মনে হচ্ছে।'
হ্যাঁ। রু বেল আমার সাথে আজ খুব খারাপ ব্যবহার করেছে! দুপুরে খাবার সময় ডাকতে গেলাম, এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল ও!
অনেক কষ্ট করে হাসলাম। 'তোমাদের দুজনার ব্যাপার, তোমরাই মিটমাট করে নিও।'
'না শৈবাল, রু বেলের ব্যবহার আমার একদম ভালো লাগে নি। ও আমাকে একটা বাজে গালি দিয়েছে।'
'তুমিও একটা যুতসই গালি দিয়ে দিতে।'
'দিতাম যদি বুঝতাম ও ঠাট্টা করছে। ও সিরিয়াসলি বলেছে।'
অত্যন্ত নাজুক অবস্থা। রু বেলের রাগ তীব্র ওকে সহজে ঠাণ্ডা করা যায় না। বেশ কিছুদিন এরকম বলবেই। তারপর হয়তো নিজের থেকেই শান্ত হবে। আমি লিপিকে এড়ানোর জন্যে টয়লেটে ঢুকলাম।
সে রাতে লিপি ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিত হয়ে বিছানা ছাড়লাম। রাতুলের ঠিকানাটা আমার প্রয়োজন। লিপির ডায়েরি ঘাটলে পাওয়া যেতে পারে! কাজটা খারাপ হচ্ছে নিঃসন্দেহে কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। একান্ত আবশ্যক না হলে তৃতীয় কাউকে রাতুলের কথা জিজ্ঞেস করতে নারাজ আমি।
ঘরের বাতি জ্বাললাম না। ডায়েরিটা নিয়ে ডাইনিং স্পেসে চলে এলাম। অনেক কিছু লিখেছি লিপি, সবই সাংকেতিক ভাষায়, যতদূর মনে হল শর্টহ্যান্ড। সমস্ত ডায়েরি ঘেটে এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। নিরাশ হয়ে সেটাকে জায়গামতো রেখে বিছানায় ফিরলাম।

লিপি অঘোরে ঘুমাচ্ছে। স্লিপিং গাউনটা এলোমেলো হয়ে শরীরের উপরদিকে উঠে এসেছে, নিম্নাঙ্গের অনেকটাই অনাবৃত। ঢেকে দিলাম। মুখের উপর চুল পড়েছিল, সরিয়ে কপালে চুমু খেলাম। এই সুন্দর মেয়েটার উপর হঠাৎ ভীষণ মায়া হচ্ছে। আমার চেয়ে ওর নিজের যন্ত্রণাও কি খুব কম?

কতদিন গভীর রাতে ওর কান্না শুনেছি, চাঁপা ওথলানো কান্না। পৃথিবীর সব মানুষই বোধহয় দুঃখী। রাতুলের ঠিকানাটা কিভাবে পাওয়া যায়? নীপার সাথে কথা বলতে হবে, ও হয়তো সাহায্য করতে পারে।

পরদিন অফিস থেকে নীপাকে ফোন করলাম। নীপা একটু অবাক হল। 'কি ব্যাপার, শৈবাল? খারাপ॥'

'জি না। আপনার সাথে লিপির ব্যাপারে কিছু আলাপ করতে চাই। আপনি কি এখন ফ্রি আছেন?'

'হ্যাঁ। লিপির কিছু হয়েছে নাকি?'

'নাহ্ আমি॥মানে, আপনি কি রাতুলকে চেনেন?'

'রাতুল!'

'জি।'

নীপা অনেকক্ষণ নিঃশব্দ থাকল। 'হঠাৎ এই কথা জানতে চাইছ কেন?'

'নীপা আপা, আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা আসলে তা নয়। আমি একটা ব্যক্তিগত কারণে তাকে খুঁজছি। আপনি কি ওকে চেনেন?'

'খুব ভালো করে। উড়নচণ্ডী একটা। লিপির সাথে ওর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।'

'জি না। আচ্ছা, রাতুলের বাসার ঠিকানাটা আপনার জানা আছে?'

'কেন, বাসার ঠিকানা দিয়ে কি করবে?'

'ওর সাথে একবার মুখোমুখি হতে চাই। স্রেফ কৌতূহল।'

'লিপি কি॥'

'জি না, সে সব কিছু নয়। স্রেফ কৌতূহল।'

'কাঁঠাল বাগান বাজারে গিয়ে যে কোনো দোকানে ওর নাম বললে বাসা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু শৈবাল, ওর সাথে দেখা করে তোমার কি লাভ?'

'আপা, আমার চারপাশে একটা অনাবশ্যক জটিলতা পাকিয়ে উঠছে। আমি সেটা চাই না। সেজন্যেই রাতুলের সাথে আমার দেখা করা দরকার। কিন্তু আপনি অযথা দুঃশ্চিন্তা করবেন না, লিপিকে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিনি।'

'বলো না, ও কষ্ট পাবে।'

কাঁঠাল বাগানে যে বাসাটি রাতুলদের বলে আমাকে জানানো হল সেটার দুর্দশা দেখে আমি যথেষ্ট দমে গেলাম। রাতুলের কথা যতবারই ভেবেছি, কখনো ওকে কোনো দিক থেকে দরিদ্র করিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ভুল করেছি। এই রকম পলেস্তারা খসা, কার্নিশ

ভাঙা, জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট একতলা বাড়িটিতে যে রাতুল বাস করে, তার সাধ্য কি সে বনানীর আলীশান দালান থেকে লিপিকে ছিনিয়ে আনে ।
আমি দুরু দুরু বুকে ভাঙা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম ।
সুশান্ত পরিবেশ, মাঝে মাঝে একটি কিশোরী মেয়ের গলা ভেসে আসছে, রান্নাঘর থেকে বাসন-কোসন নাড়াচাড়ার ঠুং-ঠাং শব্দ । ব্যস, আর কোনো শব্দের বাহুল্য নেই ।
বিকেলে শেষ ক্ষণে এই পরিবেশটাকে বড় মধুর মনে হল । আমি যথেষ্ট দ্বিধা সংকোচ নিয়ে 'রাতুল' 'রাতুল' বলে ডাকলাম ।
একটি মেয়ে দরজা খুলল, বয়স বোধহয় পনেরো-ষোলো হবে, বেশ সুশ্রী মায়াময় মুখখানা ।
'ভাইয়া তো বাসায় নেই ।'
গলা শুনেই বুঝলাম, এই মেয়েটিই পড়েছিল । 'কখন আসবেন?'
'তার তো কোনো ঠিক নেই । হয়তো আজ আর এলোই না ।'
'মানে॥তাহলে থাকেন কোথায়?'
'বাহ্ বন্ধুদের বাসায় । আপনার নামটা বলে যান, ভাইয়া এলে বলব ।'
আমি বোঝার চেষ্টা করি এই মেয়েটির কাছ থেকে কিছু জানা সম্ভব কিনা । চেহারা দেখে এই ধরনের তথ্য বের করা যায় কিনা জানি না, আমি পারলাম না । আমাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা অবাক হল । 'আপনি কি ভাইয়ার বন্ধু?'
'নাহ্, ঠিক বন্ধু নই, আবার বন্ধুও । আচ্ছা তুমি লিপিকে চেন?'
'লিপি আপা? হ্যাঁ চিনি তো । কেন?'
'আমি লিপির স্বামী । আমার নাম শৈবাল ।'
মেয়েটা দু'চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকল । 'আপনি॥মানে আমাদের বাসায়॥ভাইয়াকে খুঁজছেন কেন?'
'আমি তোমার ভাইয়ার সাথে আলাপ করতে এসেছিলাম । একটা কাজও ছিল অবশ্য । তোমার ভাইয়া গত চার-পাঁচ মাসে আমাকে বেশ কিছু চিঠি লিখেছেন, সেগুলো পড়ে মনে হল মানসিকভাবে তিনি খুব কষ্টের মধ্যে আছেন, তাই॥'
'ভাইয়া আপনার কাছে চিঠি লিখেছে? এসব কি বলছেন আপনি? ভাইয়া তো আপনার নাম শুনলেও ক্ষেপে যায় । ও কখনো আপনাকে চিঠি লিখতে পারে না ।'
'কিন্তু আমি তো ওর নটা-দশটা চিঠি পেয়েছি ।'
'একটা চিঠি দেখাতে পারবেন আমাকে? ভাইয়ার লেখা দেখলেই আমি চিনতে পারব ।'
আমি চিঠিগুলো সাথে করে এনেছি । সেগুলো বাড়িয়ে দিলাম । একবার চোখ বুলিয়েই মেয়েটা দৃঢ়স্বরে বলল, 'উহু, এতো ভাইয়ার লেখা না ।'
'তুমি শিওর ।'
'ওভার শিওর । নিশ্চয় অন্য কেউ আপনার সাথে ঠাট্টা করার জন্য এগুলো লিখেছে । আপনি যদি আমার কাছে একটা চিঠি রেখে যান তাহলে আমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি ।'
আমি সবগুলো চিঠি ওকে দিয়ে দিলাম । 'পড়ো, বেশ মজা পাবে । আচ্ছা তোমার নামটা তো জানা হয় নি ।'

'সম্পা ।'
'সম্পা, আমি যদি মাঝে মাঝে আসি তোমরা রাগ করবে?'
'না তো । কেন রাগ করব । আপনি আবার আসবেন ।'
ফিরতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম । 'সম্পা, তোমাকে আর দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'
'করু ন না ।'
'লিপি কি তোমাদের বাসায় কখনো এসেছে?'
সম্পার দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে পড়ল । 'আপনি একথা জানতে চাইছেন কেন?'
'সম্পা, তুমি যা ভাবছ তা নয় । আমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই । লিপি এখনো আমার স্ত্রী, ওর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে হয় । সব কথা তো ওকে জিজ্ঞেস করা যায় না, যায়?'
'নাহ্ । লিপি আপা প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতো আমরা তাকে॥'
'থামলে কেন বল । আমি কিছু মনে করব না ।'
'আমরা তাকে ভাবী বলে ডাকতাম ।'
'আচ্ছা! নিশ্চয় আমার উপর তোমাদের উপর খুব রাগ ।'
'না তো । আপনার কি দোষ । আপনি তো কিছু জানতেন না । ভাইয়াই তো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল । ভাইয়াটা যা ভীতু না; বসে বসে গল্প-কবিতা লিখতে পারে, আর কিছু না ।'
'তোমার ভাইয়াকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে ।'
'আপনি আরেকদিন বিকালে চলে আসুন না । ঠিক দেখা হয়ে যাবে । ভাইয়া কিন্তু দেখতে আপনার মতো সুন্দর না ।'
আমি হেসে উঠলাম । 'আচ্ছা! তাহলে, আমি সুন্দর ।'
'নিশ্চয় । সিনেমায় নামলে আপনি নির্ঘাত খুব নাম করতেন ।'
'ধ্যুৎ! সিনেমায় বুঝি শুধু চেহারা দেখালেই চলে । সেখানে নাম করতে গেলে তুখোড় অভিনেতা হতে হয় । ঐ একটা কাজ আমি একেবারেই পারি না ।'
সম্পা চোখে-মুখে লজ্জা করে হাসতে লাগল । 'না পারলেই বা কি? আপনি তো আর কোনোদিন সত্যি সত্যিই সিনেমায় নামতে যাচ্ছেন না ।'
আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লাম । 'সিনেমা নাটক না করলেও অভিনয় করতে হয় সম্পা । বেঁচে থাকাটা খুব দীর্ঘ ভূমিকার অভিনয় । যে যত ভালো অভিনেতা সে তত উপরে ওঠে ।'
'হাহ্ আপনি কি যে সব আবোল-তাবোল কথা জানেন ।'
এমন সময় প্রায় চার-পাঁচ জনের একটি ছেলেমেয়ের দল গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল । সম্পা বলল, 'আমার ভাইবোন । পাশের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল । আসেন আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই ।'
আমি দ্রু ত বাঁধা দিলাম । 'না না । তার দরকার নেই ।'
'কেন শৈবাল ভাই! ওরা আপনাকে অপছন্দ করবে না ।'
'তবুও থাক । আমার পরিচয়টা শুধু তোমারই জানা থাক । ওদেরকে বলবেও না ।'
'কেন, বললে কি হবে?'

'আমি তোমার উপর রাগ করব ।'
সম্পা হাসতে লাগল । ছেলেমেয়েগুলো আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে । একটি মেয়ে চাঁপা গলায় জানতে চাইল, 'কে রে সম্পা ।'
সম্পা অসহায়ের মতো আমার দিকে চাইল । 'বলা যাবে না ।'
আমি গেটের দিকে পা বাড়ালাম । 'যাই, সম্পা ।'
'আবার আসবেন তো?'
'আসব একদিন ।'
'অবশ্যই আসবেন । চিঠির ব্যাপারটা আমি দেখব ।'
'দেখো ।'
গেট পেরিয়ে দ্রু ত রাস্ত ায় নামলাম । ঠিক সে সময়ে পেছনে ছোটখাটো একটি আশ্চর্যধ্বনি কানে এল, সম্মিলিত কণ্ঠে । বুঝলাম সম্পা পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছে । ওরা আমার উপস্থিতিকে কিভাবে গ্রহণ করবে? রাতুলের সাথে আজ দেখা হল না! হয়তো কোনোদিন হবেও না । হতে পারে, যখনই আমি রাতুলের খোঁজে আসব তখনই নিয়তির অমোঘ নির্দেশে সে বাসায় থাকবে না । কিন্তু তবু আমার আসার উদ্দেশ্য বৃথা যায়নি । অন্ত তপক্ষে একটি ব্যাপার আমি আজ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম, স্বার্থপরের মতো লিপিকে ঐকান্তি কভাবে নিজস্ব করে রাখা আমার উদ্দেশ্য নয়, যদি তাকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করতে পারি, আত্মীয়ের মতো কাছে টানতে পারি তাহলে এই বাড়িতে প্রবেশের অধিকার লিপির জন্য পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণযোগ্য ।
রাতুল কি এ কথা বুঝতে পারবে?

চার

লিপি

দুপুরটা বড্ড বিরক্তিকর । শৈবাল অফিসে থাকে, মা যান ঘুমাতে, ননদ দুটি ভি.সি.আর. নিয়ে বসে । আমার ছবি দেখতে ভালো লাগে না । আমি এই সময় সাধারণত ঝুল বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার নিয়ে চুপচাপ বসে থাকি, অলস তপ্ত দুপুরের ক্লান্ত পরিবেশ দেখতে দেখতে কত কথা ভাবি : রাতুলের কথা, বাসার কথা, বান্ধবীদের কথা, শৈবালের কথা । কোনো একভাবে সময়টা কাটিয়ে দেয়া আর কি!

প্রথম দিকে ঘুমানোর চেষ্টা করেছি, আসে না; অযথা বিরক্তি লাগে। গল্পের বই-টই পড়তেও তেমন মন বসে না। তার চেয়ে এই বসে থাকাটা তবু স্বস্তি কর। এরকম বসে থাকতে থাকতেই একদিন রাতুলকে দেখলাম। নিঃসঙ্গ ফুটপাথে একাকী দাঁড়িয়ে, সেই ঢ্যাঙ্গা শরীর, কোঁকড়ানো চুল, ঠোঁটে সিগারেট। নীল রংচটা জিনসের উপর খদ্দরের পাঞ্জাবী পরেছে, দু'চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি। আমার হৃদ্‌কম্পন অস্বাভাবিক বেড়ে গেল। ও কি সত্যিই রাতুল! বিশ্বাস হতে চায় না। রাতুল ছেলে মানুষের মতো অনেকগুলো দাঁত বের করে হাসল। রাতুল! এমন করে আর কেইবা হাসবে?

আমি ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে হাতের ইশারায় ডাকলাম। ও এল না, তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল। আবার ইশারা করলাম; তবু এল না। আমি যেন হঠাৎ আমার খোলসটাকে বিস্মৃত হলাম। ভুলে গেলাম রাতুলের সাথে কি দুস্ত র ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন ঐ পুরু ষটি নিতান্ত ই অন্তীয় হয়ে গেছে। সিঁড়ি ভেঙে যখন নিচে নামছি তখন মনের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের খেলা চলছে, রাতুল থাকবে তো?

নিশ্চয়ই থাকবে। নয়তো চলে যাবে। বার কয়েক হোঁচট খেয়ে দরজা খুলে যখন বাইরে এলাম ততক্ষণে ফুটপাথ শূন্য। রাতুল সত্যিই চলে গেল! আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না। ও চলে যেতে পারল!

চলেই যদি যাবে তাহলে এল কেন? প্রচণ্ড অভিমান বোধ আমাকে উন্মত্ত করে তুললো। ঘরে ফিরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কেন আমি ঐ শয়তানটার মায়া ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারছি না।

কেন ওকে হৃদয় থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারছি না? অজস্র কেন'র কোনো উত্তর আমার জানা নেই। আমি কাঁদতে কাঁদতে বিছানা বালিশ ভিজিয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

শৈবাল বাসায় ফিরে আমাকে ডেকে তুলল। ওর চোখে অবাক দৃষ্টি। আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। 'ওভাবে কি দেখছ?'

'তুমি কাঁদছিলে? কেন?'

'কাঁদছিলাম? কই না তো?'

'না না কে কি বলবে? আসলে বেশ গরম পড়েছে তো তাই ঘেমে নেয়ে গেছি।'

শৈবাল কিছু বলল না। গম্ভীর হয়ে কাপড় পাল্টাতে লাগল সারা মুখে শুকনো অশ্রু র চিহ্ন।

রাতে খাবার সময় একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটল। রু বেল গত কিছুদিন ধরে কেন যেন আমার সাথে বেশ খারাপ ব্যবহার করছে। কথা বললে জবাব দেয় না, আগের মতো ইয়ার্কি ঠাট্টা করে না। সারাদিনে একবারও ভাবী বলে ডাকে না। ও খুব বদমেজাজী ধরনের আমিও তাই সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। ভেবেছি হয়তো কোনো কারণে ওর মেজাজ খারাপ। কিন্তু আজ যে ঘটনাটা হল এ জন্যে আমি আদৌ প্রস্তু ত ছিলাম না।

শৈবালকে তরকারি দিয়ে আমি রু বেলকে দেব বলে এগিয়ে গেছি, রু বেল ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'মা ওকে দিতে বারণ করো।'

'কেন রে, লিপির সাথে তোর হঠাৎ কি হল? দু'জনে এত খাতির ছিল॥'
'তুমি ওকে আমার পাশ থেকে সরে যেতে বলো ।'
আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম । শৈবাল বলল, 'লিপি, চলে এসো ।'
'কেন আসব? ওর সাথে কি করেছি যে ও এই রকম ব্যবহার করবে? এটাই প্রথম না, গত কয়েকদিন ধরে ও আমার সাথে জঘন্য ব্যবহার করছে । কেন?'
'আরে ধুর, ওর কথা বাদ দাও তো । তুমি খেতে বসো ।'
'না বাদ দেব না । আজ ওকে জবাব দিতে হবে ।'
রু বেল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমার মতো মেয়ের সাথে এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আবার কি করব?'
'আমার মতো মেয়ে মানে? কি বলতে চাও তুমি?'
'কি বলতে চাই বুঝতে পারছ না? আমার ভাইয়াকে তুমি ঠকাওনি?'
'আমার মাথা ঘুরে গেল । রু বেল এসব কি বলছে? কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে ও? তবে কি কোনোভাবে সব কিছু জেনে গেছে ও?'
শৈবাল উঠে এসে রু বেলকে একটা চড় বসিয়ে দিল । রু বেল গট্ গট্ করে হেঁটে বেরিয়ে গেল । মা বেশ আশ্চর্য হয়েছে । তিনি সংযত কণ্ঠে বললেন, 'শৈবাল, রু বেল কি বলছিল?'
'কিছু না মা । ঐ পাগলের কথায় কান দিও না ।'
'কিন্তু ও তো কখনো এমন করে না ।'
'ওর স্বভাব তো জানোই । মেজাজ বিগড়ে গেলে কাউকে সহ্য করতে পারে না ।'
মা চুপ করে গেলেন । ননদ দু'টিও আমার দিকে একটা সন্দেহের চাহনী দিয়ে নিঃশব্দে সরে যেতে লাগল । আমার ভীষণ কষ্ট হতে লাগল । স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ওরা সবাই আমাকে সন্দেহ করছে । যদি রু বেল সত্যিই কিছু জেনে থাকে তাহলে এরাও সবাই জানবে । শৈবাল জানবে । বুক ফেটে কান্না এল, সব পেয়েও কি হারাতে চলেছি? শৈবাল নরম স্বরে বলল, 'খেতে বসো ।'
আমি বসলাম না । দ্রু ত ওদের সামনে থেকে সরে এলাম । নির্জন ঘরে ঝরঝরিয়ে কেঁদে মনটাকে হাল্কা করতে চাইলাম । বুঝতে পারছি, সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে । কি করে ঠেকাবো তাকে? স্বেচ্ছায় যে অপরাধ করিনি তার কঠিন শাস্তি একাই বহন করব? রাতুলের উপর প্রচণ্ড রাগ হল । ওরই কাপুরু ষতার জন্য এই ফাঁদে ধরা দিয়েছি । কেন ও তখন পালিয়ে গেল? যাকে ভালবাসে তাকে বরণ করে নেবার সাহস ওর কেন হল না? ভাঙনের খেলা শুরু হয়ে গেছে, আর বোধহয় অভিনয় চলবে না । শৈবাল আমাকে ক্ষমা করবে জানি, কিন্তু অন্যেরা করবে না, ওরা সবাই মিলে নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবে । এখন থেকে প্রতিটি ক্ষণ আঘাতের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে ।

রাতুল প্রতিদিন দুপুরে আসে, সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে থাকে । আমি উদাসীন চোখে ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি না, হাতছানি দিয়ে ডাকি না । শুধু ভাবি, একজন মানুষের কি অপরিসীম শক্তি! আর কিছু না হোক, স্রেফ স্মৃতি দিয়েই সে অন্য

একজন মানুষকে কাতর করতে পারে, ধ্বংস করতে পারে। রাতুল আমাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছিল, নিজের মূল্য বুঝতে শিখিয়েছিল, পরিবর্তে নিয়েছেও অনেক কিছু, আরো নেবে। অবশেষে একদিন ও নিজেই আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি 'যাব না' 'যাব না' করেও নিচে নেমে এলাম। কতদিন কথা হয়নি দুজনে। ওর সেই ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে বড় ভালো লাগত। হয়তো সেটুকুর লোভেই। নয়তো অন্য কিছু, নিজেও জানি না।

রাতুল গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই হাসল। ঝরঝরে স্নিগ্ধ হাসি। আমিও হেসে ফেললাম। ওর হাসিটা এমন ছোঁয়াচে! উঠোন পেরিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেক শুকিয়ে গেছে রাতুল। চোখের কোণে কালি। ভেতরটা হু-হু করে উঠল। এই শিশুর মতো মানুষটার উপর রাগ করে কি লাভ? দশ বছর ধরে ওকে দেখেছি, ওর চরিত্রের প্রতিটি কোণ আমার জানা।
চোখে চোখ রেখে বলল, 'কেমন আছ, লিপি?'
'তুমি কেমন আছ?'
'ভালো না। খুব নেশা করি। কিন্তু তোমার কথা ভুলতে পারি না।'
'বোধহয় তেমনভাবে চেষ্টা করোনি। একটা মানুষের কথা ভোলা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়।'
'তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ?'
হেসে ফেললাম। 'ভুলে গেলে চিনলাম কি করে?'
রাতুলও হাসল। 'বাসায় কেউ নেই?'
'থাকবে না কেন? শৈবাল ছাড়া আর সবাই আছে। কেন?'
'না, ওরা যদি দেখে ফেলে?'
আমি শুকনো হাসি হাসলাম। 'ওরা সব জেনে গেছে, রাতুল। জানো সবাই মিলে এতো খারাপ ব্যবহার করে যেন আমি একটা দাগী আসামী।"
'তোমার স্বামীও?'

'না, না। ও সেরকম মানুষই না। এসব নিয়ে ও আমাকে কখনো কিছু বলে না, কিছু জানতেও চায় না।'
'তুমি বাসায় চলে যাচ্ছ না কেন?'
'কি হবে বাসায় গিয়ে? বাবা-মাকে অনেক জ্বালিয়েছি। বিয়ের পরও যদি জ্বালাই তাহলে নিজের সম্মান বলে আর কি থাকল রাতুল? তুমি তখন কেন পালিয়ে গেলে বলো তো? নইলে কখনো এমন হত না। আমি তোমাকেই বিয়ে করতাম।'
রাতুল সজল কণ্ঠে বলল, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে লিপি। আবার কি সব আগের মতো করা যায় না?'
'তাই কি হয়?'
'কেন হবে না? তুমি দেখে নিও আমি খুব ভালো স্বামী হব!'

আমার কান্না এসে গেল। এই ছেলেমানুষটা পৃথিবীতে চলবে কি করে? 'বোকার মতো কথা বলো না রাতুল। আমার স্বামী আছে। সে আমাকে ভালবাসে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে এসব চিন্ত া আমাদের মানায় না। তুমি চলে যাও।'

'আর আসব না?'

'এখানে এসো না। যদি আমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে তাহলে নীপা আপুকে দিয়ে খবর পাঠিও। আমি যাব। কিন্তু এভাবে আর কখনো নয়।'

রাতুল ক্লান্ত ভঙ্গীতে হেঁটে চলে গেল। প্রখর রোদ ওর শরীরটাকে ঘিরে দূরে সরে যেতে থাকল। আমি গেটে হেলান দিয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম। এই মানুষটাকে আমি কেন ভালবাসি কি আছে ওর মধ্যে? কেন ওকে ভোলা যায় না?

রাতগুলো কেটে যায় নির্জীব মধ্যাহ্নের মতো। শৈবাল আমাকে স্পর্শ করে না। সারাদিনের সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারের যবনিকায় যে উদ্দাম অভিমান লুকিয়ে থাকে রাতের অলস মুহূর্তে একান্ত সঙ্গোপনে তা আমাদের দুজনার সম্পর্ককে নিয়ে লুকোচুরি খেলে। ও স্বভাবজাত পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে, অন্য দিকে মুখ; আমিও ওর কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে যথাসম্ভব দূরে সরে থাকি। ব্যবধান বাড়ছে, উত্তরোত্তর বাড়ছেই। জানি না কোথায় এর শেষ।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে। অনুভব করলাম নিদ্রার অবচেতন মুহূর্তে নিজের অজান্তে ই শৈবালের শরীরে আশ্রয় নিয়েছি, ওর মুখ ঢেকে গেছে আমার দীর্ঘ চুলের রাশিতে! আমাকে সরিয়ে দেয়নি শৈবাল, একহাতে আলতো করে ধরে আছে। ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে বুঝতে পারলাম না।

সরে যাব? কিন্তু যেতে তো ইচ্ছে হচ্ছে না। রাতুলের স্পর্শে আমার যৌবন জেগেছিল, উন্মোচিত হয়েছিল কত রহস্যের দ্বার, শৈবালের ভেতর সেই উদ্দামতা নেই, উন্মত্ততা নেই। ও হচ্ছে কবোষ্ণ কুয়াশার মতো, ধীরে ধীরে গ্রাস করে নেয় সমস্ত অস্তি ত্বকে, সেই অনুভূতির আলোড়নও যে স্বেচ্ছায় বর্জন করতে পারি না। অকারণেই গলা ভারী হয়ে এল, চোখ ভিজে উঠল।

আসলে আমি কি চাই? কেন বুঝতে পারি না কাকে চাই? কেন কোনো বাঁধনই ছিঁড়তে ইচ্ছে করে না? শৈবালের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম; এই কাজটা আমি বেশ ভালোই পারি। কতক্ষণ কেটেছে জানি না, চুলে শৈবালের স্পর্শ পেয়েই সংবিত ফিরল। চকিতে সরে যেতে চাইলাম, ও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। 'লিপি, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে? তুমি কি আজো রাতুলকে ভালবাস?'

'জানি না শৈবাল! আমি সত্যিই জানি না।'

'তুমি কি আমাকে ভালবাস?'

'বাসি।'

'আমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে?'

'না।'

ও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। কিছু বলল না। আমার কান্নার জোর বেড়ে গেল। এত চেষ্টা করছি থামাতে, কিছুতেই পারছি না। আমার অনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এত কম কেন? আমি শৈবালের মতো হতে পারি না? সব মেয়েই কি আমার মতো?
শৈবাল একান্ত আপনজনের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকল।

নীপা আপু খুব ছোট্ট করে জানিয়েছে, রাতুল আমার সাথে দেখা করতে চায়। সেই পুরনো জায়গায়, রমনা লেকের বাঁকে। যেখানে দু'টি কৃষ্ণচূড়া গাছ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।
নীপা আপু সবশেষে যোগ করল, 'যা করবি বুঝে শুনে করিস। এমনিতেই ও বাড়ির সবাই ব্যাপারটা জেনে গেছে। এখন বেচাল কিছু করা ঠিক হবে না। নাকি তুই সব ভেঙে-চুরে দিতে চাস?'
'আপু, আমি কি চাই তা নিজেও জানি না।'
'জানিস না, জানার চেষ্টা কর। শৈবাল তোকে ভালবাসে, তাকে দুঃখ দেয়াটা তোর উচিত হবে না।'
'আমি তো ওকে দুঃখ দিতে চাই না।'
'আর ন্যাকামী করতে হবে না। বিয়ের পরও রাতুলের সাথে সম্পর্ক রেখেছিস আবার বলছিস॥'
নীপা আপু রাতুলকে কোনোদিনই পছন্দ করেনি। নইলে এমন কথা ও বলতে পারত না। ওর নিজের চরিত্রও কি খুব পরিষ্কার। দুলাভাই কি কিছুই জানে না?
অবশ্য ওর সমস্যা কম, দুলাভাইয়ের নিজেরও দু-একটা প্রেমিকা আছে। কিন্তু শৈবাল! একেবারেই পবিত্র একটি চরিত্র। ওকে আঘাত দেবার আগে অনেকবার ভাবতে হয়।
অথচ রাতুলের ডাক এলে আমি ভাবাভাবির ঊর্ধ্বে চলে যাই। আমার হৃদয়ের তখন পাখা গজায়, উড়াল দিতে ইচ্ছে হয়। কি আছে রাতুলের মাঝে?
সকালে শৈবাল অফিসে যেতেই আমিও বাসার কথা বলে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক চেষ্টা করেছি সংবরণ করতে, পারিনি। নিঃসন্দেহে বুঝেছি এই মায়াজাল ছেঁড়ার ক্ষমতা আমার নেই।
পাকে পাকে এই রহস্যময় খেলায় জড়িয়ে গেছি, সরে যাবার কোনো পথ রাখিনি।
সেই জোড়া কৃষ্ণচূড়ার নিচে নিঃসঙ্গ সাধকের মতো একাকী বসে আছে রাতুল। যেন সমস্ত দেহমন দিয়ে তপস্যা করে চলেছে প্রেমের। আমাকে দেখেই উদাস দৃষ্টিতে ঝলকিত আনন্দেরা খেলে গেল।
যে হাতে বহুদিন স্বঅধিকারে বলীয়ান হয়ে হাত রাখেনি, অসম্ভব আবেগে সেই হাত দুটিকেই শক্ত করে চেপে ধরে অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিল। 'আমি জানতাম তুমি আসবে, লিপি।'
'না এসে পারলাম না। তুমি কেন ডাকলে বলো তো?'
'দেখতে ইচ্ছে করছিল যে।'
'মিথ্যে বলো না। বলো ছুঁতে ইচ্ছে করছিল।'

রাতুল দু'চোখ ভরা অশ্রু নিয়েও শব্দ করে হাসতে লাগল। 'ইস্ তুমি যেন অন্ত র্যামী!'
'সবার নয়, আমি তোমার অন্ত র্যামী।'
আমরা খুব কাছাকাছি বসলাম, বহু বছর ধরে যেমনটি বসতে বসতে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। রাতুল ক্লান্ত ভঙ্গিতে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, আমি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম।
'লিপি।'
'বলো।'
'একটা রু বাইয়াৎ লিখেছি। শুনবে?'
'উহু।'
'কেন?'
'শুধু রু বাইয়াতে আমার মন ভরে না, একটা খুব বড় টকটকে লাল গোলাপ দরকার।'
'তুমি সত্যি সত্যিই আসবে বিশ্বাস হচ্ছিল না, সেজন্যেই আনি নি। পরেরবার ঠিক আনব, অনেকগুলো আনব।'
আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমার বয়স বাড়বে কবে বলো তো?'
রাতুল হঠাৎ বলল, 'ও হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলাই হয়নি। শৈবাল ভাই সেদিন বিকেলে আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন। সম্পা বলল উনি নাকি আমাকে খুঁজছিলেন।'
আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। শৈবাল রাতুলের খোঁজে গেছে! রাতুলের সাথে দেখা করে ওর কি লাভ? রাতুল বলল, 'শৈবাল ভাই সম্পার কাছে কতকগুলো চিঠি রেখে এসেছেন। সেগুলো আমার নাম করে কেউ তাকে অনেক দিন ধরে পাঠিয়েছে! কে পাঠিয়েছে বুঝতে পারলাম না। লেখাটা অপরিচিত।'
আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল। তাহলে শৈবাল সেই প্রথম থেকেই সব জানে! অথচ কখনো কোনোভাবেই কিছু বুঝতে দেয়নি আমাকে। একজন সাধারণ মানুষের এত সহিষ্ণুতা কি করে থাকে? রাতুল আর শৈবাল কি অদ্ভুত দূরের দুটি মানুষ। একজন সহজ সরল প্রাণবন্ত। অন্যজন চাপা নিঃসঙ্গ ধৈর্য্যের অবতার; আর কি আশ্চর্য, এই দুজন মানুষের অফুরন্ত ভালবাসাই আমি পেয়েছি!
বিদায়ের সময় রাতুল করু ণ স্বরে বলল, 'লিপি আবার দেখা হবে তো?'
'কেন হবে না! নিশ্চয় হবে।'
'কবে?'
'যেদিন তুমি বলবে।'
রাতুল খুব আলতো করে আমার কপালে চুমু খেল। দু'দিন বাদে ছোট্ট একখানা চিঠি পেলাম। সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা।

লিপি,

গৃহবধূর বারবনিতার প্রকৃতি মানায় না। এখনো সময় আছে, সতর্ক হোন। রাতুলের মতো সহজ, সরল একটি ছেলেকে নিয়ে অনেক খেলা খেলেছেন, আর নয়। ওকে মুক্তি দিন। নইলে আপনার দুর্ভাগ্যই আপনার হয়ে কথা বলবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

পাঁচ

শৈবাল

অফিস থেকে বাসায় না ফিরে আমি সোজা রাতুলদের বাসায় চলে গেলাম। সেদিন বাসাটাকে খুব নিস্ত ব্ধ মনে হয়েছিল, আজ দেখলাম রীতিমতো হাট-বাজার।
বাসার সামনের ছোট উঠোনে তিনটি কিশোর বয়সী ছেলে অত্যন্ত কসরত করে ফুটবল খেলছে, একটু দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে ছোট বড় কয়েকটি সুশ্রী দর্শন মেয়ে চিৎকার করে গল্প করছে, উচ্চকণ্ঠে হাসছে। আমি একটু ধাঁধায় পড়ে গেলাম। রাতুলরা কি বাসা ছেড়ে গিয়েছে? সম্পাকে হাসি মুখে এগিয়ে আসতে দেখেই আমার সংশয় কেটে গেল। মেয়েটা আজ খানিকটা সেজেছে, বড় সুন্দর লাগছে ওকে। চকিতে একটা চিন্ত া খেলে গেল মাথায়, রু বেলের জন্য এই মেয়েটিকে ধরে রাখলে কেমন হয়। দু'টিকে বেশ মানাবে। মনে মনে হাসলাম। নিঃসঙ্গ দুঃখের পাথারে যে পথ খুঁজে ফিরছে তার এইসব সুখ কল্পনা সাজে না। সম্পা বলল, 'শৈবাল ভাই, আপনি সত্যিই আবার এলেন। আমার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে।'

'কি করব, তোমাকে আবার দেখতে ইচ্ছে হল যে আমার। ছোট বোন দুটোর সাথে তেমন খাতির নেই আমার। তোমার সাথে নিশ্চয় খুব খাতির হবে।'
সম্পা কলকলিয়ে হেসে উঠল। 'আমার সাথে সবার খাতির হয়ে যায়। ভেতরে আসুন না, ভাইয়া আজ বাসায় আছে।'
'না সম্পা, ভেতরে ঢুকব না। তুমি তোমার ভাইয়াকে একটু ডেকে দাও।'
'কেন ভেতরে এলে কি হবে?'
'আজ নয়, আরেকদিন যাব।'
সম্পা বিষণ্নভাবে বলল, 'আপনি একটু কেমন যেন। আপনার সাথে আমার তেমন খাতির হবে না।'
আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'হবে, দেখো।'
সম্পা কিছু বলল না, রাগী রাগী মুখ করে গেল। লক্ষ্য করলাম ছেলেমেয়েগুলো সবাই তীব্র কৌতূহল নিয়ে আমাকে দেখছে। সম্ভবত ওরা আমার পরিচয়টা জানে অথবা আন্দাজ করে নিয়েছে। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। রাতুলকে দেখে আমি ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। কল্পনার সাথে বাস্ত বের এত মিল থাকে কি করে? সেই দীর্ঘ দেহ, খাড়া নাক, ভাসা ভাসা চোখ, কোঁকড়া চুল! অবশ্য যতটা ভেবেছিলাম ছেলেটির চুল তার চেয়েও অনেক বেশি কোঁকড়া।
না, রাতুলকে সুদর্শন বলব না, কিন্তু ওর ভেতরে এক ধরনের নিরীহ আকর্ষণ আছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখল রাতুল। কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত । আমি হাসিমুখে ওকে ডাকলাম। 'রাতুল শোনো।'
ও লম্বা লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে এল। 'শৈবাল ভাই।'
' তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল, রাতুল।'
'শৈবাল ভাই, ঐ চিঠিগুলো আমার লেখা নয়।'
'আমি সেজন্যে আসিনি, রাতুল। অন্য একটি ব্যাপারে তোমার সাথে আলাপ করা প্রয়োজন।'
'ঠিক আছে, ভেতরে আসুন।'
'না। তুমিই বরং জামাটা পরে এসো। আমরা কোনো হোটেলে গিয়ে বসব। কি বলো?'
'আচ্ছা। আপনি একটু দাঁড়ান।'
পাতলা ভীড় দেখে একটা হোটেলে ঢুকলাম দুজন। রাতুল নিজেই পুরী চায়ের অর্ডার দিল।
'শৈবাল ভাই আপনি বোধহয় এর আগে একদিন এসেছিলেন?'
'হ্যাঁ। তুমি বাসায় ছিলে না।'
'আপনি কি আমাকে লিপির সম্বন্ধে কিছু বলবেন?'
'না। আমি তোমার এবং লিপির সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইব।'
'কি জানতে চান, বলুন।'
'কতদিন ধরে তোমরা দুজন দুজনকে চেনো?'
'প্রায় দশ-এগারো বছর। সেই স্কুল জীবন থেকে।'

'তুমি কি লিপিকে ভালবাস?'
'খুবই ভালবাসি ।'
'তাহলে ওকে বিয়ে করলে না কেন?'
'আমাদের আর্থিক অবস্থা তো বুঝতে পারছেন । ওকে বিয়ে করাটা কি সম্ভব ছিল?'
'কিন্তু প্রেমতো মানুষকে ভীষণ সাহসী করে তোলে । তোমরা কেন সাহসী হলে না?'
'শৈবাল ভাই, আপনি আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না । লিপির মধ্যে কোনো শঠতা নেই । ও আমাকেই বিয়ে করত, কোনো বাঁধাই মানত না । কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় ওকে এই যন্ত্রণার মধ্যে এনে ফেলতে চাইনি । ওদের সামাজিক প্রতিপত্তি উঁচু । এই বিয়ে হলে ওরা সবাই খুব দুঃখ পেতেন ।'
'কিন্তু এখন যে তোমরা দুজনে দুঃখ পাচ্ছ । আমার কথাটাই চিন্ত া করো । কি অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি আমি! লিপিকে দোষ দিতে পারি না, তোমাকে দোষ দিতে পারি না, তবে কি অপরাধটা আমারই?'
রাতুল দীর্ঘক্ষণ কিছু বলল না । 'শৈবাল ভাই?'
'বলো ।'
'আমরা দুজনই, আমি আর লিপি, একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি । আমাদের ভালবাসার গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের কারু রই কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না ।'
'কিন্তু তোমাদের ভুলের মাশুল কি আমি দেব, রাতুল?'
'কে দেবে জানি না, শৈবাল ভাই, তবে কাউকে না কাউকে তো দিতেই হবে । হয়তো আমিই দেব । সেটাই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হয় ।'
'আমাকে ভুল বুঝো না, রাতুল । আমি তোমাকে আত্মবিধ্বংসী কিছু করতে বলছি না । আমার মনে হয়, আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি তাহলে এর একটা স্বস্তি কর সমাধান নিশ্চয় বের করা সম্ভব ।'
রাতুল রহস্যময়ের মতো হাসল । 'এর কোনো বিকল্প সমাধান নেই, শৈবাল ভাই । আপনি অথবা আমি, দুজনের একজনকে সরে যেতে হবে । আমিই যাব । আজ নয় তো কাল । আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ।'
আমি রাতুলকে ফেলে এলাম সন্ধ্যার আলোকিত রাস্ত ায়, অনেক মানুষ, কিছু রিক্সার ভীড়ে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় । চমৎকার একজন পুরু ষ । ভালবাসার সরল স্বীকারোক্তিতে যার কণ্ঠ সামান্যতম কাঁপেনি, সমস্যার গভীরে ঢোকার যার প্রয়াস নেই অথচ সমাধান যার জানা ।
আমি লিপিকে দুঃখ দিতে পারি না, এই ভাসাভাসা চোখের ছেলেটিকেও কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে হয় না । তাহলে আমি কি করব? লিপিকে পরিত্যাগ করব? কোন অপরাধে? তার কাছে যখনই যে প্রয়োজন নিয়ে গেছি সে তো কখনো আমাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়নি । তার উপস্থিতি আমাকে প্রেরণা দেয়, তার উষ্ণতা সচলতা দেয় । লিপিকে আমি ছাড়তে চাই না । যদি লিপি নিজেই যেতে চায়, যাক । বাঁধা দেব না । লিপি কি যেতে চায়? লিপি এবং আমি পরস্পরের কাছ থেকে কত দূরে সরে গেছি! ভাবলেও অবাক লাগে । কতদিন হয় ওকে আমি স্পর্শ করি না । সারাদিনের ব্যবহারে যদিও বা কোনো জড়তা থাকে না কিন্তু

রাতে বিছানায় আমরা দুজন দুই জগতে চলে যাই। আমার প্রায়শই লিপিকে আদর করতে ইচ্ছে হয়, গভীর আবেগে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু কি এক অদৃশ্য প্রাচীর আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে। লিপিকে আমার তেমন কাছের মানুষ মনে হয় না, অপরিচিত একটি মেয়ে যেন মনের ভুলে আমার জীবনে চলে এসেছে। তার ভুলের সুযোগ নিতে আমার বিবেকে বাধে। মন্ত্রের অধিকারই সব নয়। যে দেহ আমাকে গ্রহণ করতে উন্মুখ নয় তাতে উপগত হতে আমার দ্বিধা হয়, ঘৃণা হয়।

কত রাত হল? সাইড টেবিলে ঘড়ি আছে, কিন্তু আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না। আমার ঘুম আসবে না। আজকাল প্রায়ই এমন হয়। ক্লান্ত শরীর, মনে হয় বিছানায় শুলেই ঘুমে ঢলে পড়ব, অথচ কিছুতেই নিদ্রা আসে না। এক এক করে নিস্তব্ধ নিশিপ্রহর কেটে যেতে থাকে, আমি জেগে জেগে পাহারা দিই। লিপি নিথর হয়ে শুয়ে আছে।
ও কি ঘুমিয়েছে? বুঝতে পারছি না।
ম্লান নীল আলোয় অদ্ভুত, সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। স্বপ্নলোকের রাজকন্যা মনে হচ্ছে। আমি আনমনে মৃদুকণ্ঠে ডেকে উঠলাম, 'লিপি'। লিপি নড়ে উঠতেই আমি সচকিত হয়ে উঠলাম, ও ঘুমায়নি। কি লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু এখন আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।
লিপি মাঝের অনেকখানি দূরত্ব অতিক্রম করে আমার খুব কাছে চলে এল। 'কিছু বলবে, শৈবাল?'
'তুমি ঘুমাওনি?'
'ঘুম আসছে না।'
আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লাম। এই মেয়েটির মনেও অনেক দুঃখ আছে, কেউ তা বোঝার চেষ্টা করে না। 'লিপি আজ রাতুলের সাথে দেখা হয়েছে।'
'কোথায়?' ফ্যাকাশে কণ্ঠে জানতে চাইল ও।'
'ওদের বাসায় গিয়েছিলাম।'
'কথা হল?'
'হল। অনেক কথা বললাম দুজনে। রাতুল খুব চমৎকার একটি ছেলে।'
'তোমার চেয়ে চমৎকার মানুষ নয়।'
'তবু তো তুমি ওকেই ভালবাস।'
'আমি তোমাকেও ভালবাসি।'
'আমি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লাম। লিপি নিজেও কি জানে, ও কাকে বেশি ভালবাসে? কিছু মানুষ বোধহয় আছে যারা অনেককে হৃদয় দিয়ে আপন করে নেয়। লিপি সেই ধরনের।
'লিপি, মজার ব্যাপার হয়েছে। কেউ একজন রাতুলের নাম করে আমাকে বেশ কয়েকটা চিঠি লিখেছিল। খুব রহস্যময় ব্যাপার। আমার তো মাথায়ই ঢুকছে না, এই ধরনের একটা বাজে রসিকতা কে করল? হাতের লেখাটাও অপরিচিত। রাতুলের ছোট বোন সম্পাকে চিঠিগুলো দিয়ে এসেছি। ও কিছু বলতে পারে কিনা দেখি।'

'হাতের লেখাটা কি মেয়েলী ধরনের?'
'ছেলেমেয়ের হাতের লেখার আবার আলাদা ধরণ আছে নাকি?'
'কেন থাকবে না। মেয়েরা হয় টেনে টেনে নয় গোটা গোটা অক্ষরে লেখে।'
'টানা টানা লেখা।'
'তাহলে বোধহয় কোনো মেয়েরই হবে।'
'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'
'মানে?'
'ওখানকারই একটা মেয়ে আছে রাতুলের জন্য পাগল। এটা তার কাজও হতে পারে।'
আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'কিন্তু আমার কাছে রাতুলের নামে চিঠি লিখে তার কি লাভ?'
'তা তো বলতে পারব না। তুমি সম্পার কাছে শুনো, ও হয়তো সব বলতে পারবে।'
'আচ্ছা, শুনবো।' মুখে বলতে হয় তাই বললাম, কিন্তু মনে মনে আমি তখন অন্য কথা ভাবছি। অপ্রত্যাশিতভাবে হলেও কি সহজে লিপির সাথে সখ্য হয়ে গেল। লিপি আমার কত কাছে সরে এসেছে, ওর শরীরের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি, গালে নরম চুলের ছোঁয়া পাচ্ছি। অনেক দিনের উপোস শরীর এবং মন যেন মাতাল হয়ে উঠছে। আমি সযত্নে লিপির শরীরে হাত রাখলাম, সাড়া দিল ও। একটু একটু করে আমাদের অভিমান ভেঙে যেতে লাগল, আমরা নতুন আঙ্গিকে পরস্পরকে আবিষ্কার করলাম।

ভালোই যাচ্ছে দিনগুলো। পরিস্থিতির সেই সংকটময় মুহূর্ত যেন পেরিয়ে যাচ্ছে। লিপিও অনেক সহজ স্বাভাবিক। আমি স্বস্তি বোধ করছি। হয়তো লিপি ধীরে ধীরে রাতুলকে ওর জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারবে, প্রেমিকের আসন থেকে বন্ধুর আসনে বসাতে পারবে।
রু বেল এখনো তেতে আছে; লিপিকে সুযোগ পেলেই যাচ্ছে-তাই ভাবে অপমান করে। ও শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সবকিছু নীরবে সহ্য করছে। আমি রু বেলকে বোঝানোর চেষ্টা করি, কিন্তু বড্ড গোয়ার ছেলে, কিছু শুনতে চায় না। মা বরাবরের মতোই চুপচাপ, প্রয়োজন ছাড়া পুত্রবধূর সাথে কথা বলে না। আমাকে ডেকে একদিন স্পষ্ট করে বলল, 'শৈবাল এখানে তোর যদি অসুবিধা হয়, তুই বউ নিয়ে অন্য বাসায় চলে যেতে পারিস।'
'তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছ মা?'
'না বাবা। বাসায় সবাই বৌমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি শাসন করতে পারি না! নিজের কাছেই খারাপ লাগে। তুই যদি যেতে চাস, তাহলে যেতে পারিস, আমাদের জন্য ভাবিস না।'
'লিপি এই বাসা ছেড়ে কোথাও যাবে না, মা।'
মা কিছু বলল না, বিষণ্ন ভঙ্গিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল।
বোন দুটি নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু তারাও ইদানীং লিপির সাথে অসদাচরণ করে। আমি আশায় বুক বেঁধে থাকি, সময়ের সাথে সাথে নিশ্চয় সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

অফিসে বেশ কাজের চাপ। দম ফেলার সময় নেই। ঘন ঘন টেলিফোন আসে। অধিকাংশই অফিসিয়াল কল। নানান কিসিমের পুরু ষ কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। এরই মাঝে হঠাৎ একটি মিষ্টি নারী কণ্ঠ শুনে বেশ অবাক হলাম। 'শৈবাল চৌধুরী বলছেন?'
'জি, আপনি কে?'
'আমাকে আপনি চিনবেন না, ধরে নিন আমি আপনার একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আপনাকে একটা তথ্য দিতে চাই। আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে।'
'আমার স্ত্রী? আপনি তাকে চেনেন?'
'হয়তো চিনি, হয়তো না। সেটা মোটেই গুরু ত্বপূর্ণ নয়।'
'আপনি কি বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন।'
'নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে কতটুকু খোঁজ রাখেন আপনি?'
'আপনিই কি সেই পত্রপ্রেরক?'
'হতে পারি। কিন্তু সেটা জানানোর জন্য ফোন করিনি। আপনি কি জানেন আপনার স্ত্রী তার প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে প্রায়ই মিলিত হয় তাদের মধ্যে অন্য ধরনের সম্পর্কও রয়েছে?'
'কি যা-তা বলছেন? কে আপনি?'
'যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনার স্ত্রীর উপর একটু নজর রাখুন। নিজেই সব জানতে পারবেন। রাখি, কেমন?'
'কিন্তু আপনি কে?'
ওদিক থেকে রিসিভার রাখার শব্দ হল। আমি হতভম্বের মতো বসে থাকলাম। ঐ মেয়ে যা বলল তা কি সত্য হতে পারে? অসম্ভব! লিপি কখনোই আমার সাথে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। ওর প্রতি এইটুকু বিশ্বাস আমার আছে। নিজেকে যতই প্রবোধ দেবার চেষ্টাই করি না কেন হৃদয়ের কোনো এক অজানা প্রান্তে সন্দেহের ছায়া পড়তে থাকে! লিপি রাতুলকে ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ওর জন্য এটা একেবারে অসম্ভব হয়তো নয়।
'ও, লিপি আমাকে আর কত কষ্ট দেবে?'
সন্দেহ বাতিকের চেয়ে অসুস্থ ব্যাপার সম্ভবত আর কিছু নেই। আমিও ক্রমাগত গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে যেতে থাকি। লিপি এমনিভাবে আমার সাথে প্রবঞ্চনা করছে, এই কথাটি আমি বিশ্বাস করতে চাই না। নিজের কাছে আমি প্রমাণ করতে চাই এই সন্দেহ অমূলক। মানবিকভাবে এতদিন যে সুস্থিরতা অনুভব করেছি ধীরে ধীরে তা যেন বা□ীভূতহয়ে যেতে থাকে, এক অন্ধ অস্থিরতা আমাকে আলিঙ্গন করে। আমি অশালীন কৌতূহলে লিপিকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকি, প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি স্থানে। এবং একদিন আমি রক্তিম ফুলে সুশোভিত এক কৃষ্ণচূড়ার নিচে রাতুলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি! সেই রাতুল, যাকে আমার ভালো লাগে, যার স্বচ্ছতা আমাকে আকর্ষণ করে। যার চুল অস্বাভাবিকরকম কোঁকড়া। লিপি কি অপরূপ ভঙ্গিতে হাস্যউদ্ভাসিত দুটি আয়ত চোখ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়। মিলনের সেই নিবিড়তম আলিঙ্গন মুহূর্তে আমি নিথর হয়ে যাই। ওরা পাশাপাশি বসে, ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে। ক্ষণিকের উন্মাদনায় অহেতুক দাপাদাপি করে, উন্মত্ত কপোতের মতো ঝলকে ঝলকে হেসে ওঠে। অবাক হয়ে অনুভব করি, আমার সমস্ত দুঃখ

এবং ঈর্ষাবোধকে জয় করে এক অনাবিল মুগ্ধতা স্থান করে নিচ্ছে, আমি যেন ঐ দুটি পরিণত বয়স্ক মানব-মানবীর মাঝে দুটি কিশোরীকে দেখতে পাই, ওরা স্কুল পালিয়ে ভীত কম্পিত পদক্ষেপে কোনো একটি কৃষ্ণচূড়ার নিচে এসে বসেছে। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হতে থাকে। নিজেদের খেলাঘরে দুটি নর-নারী স্বপ্নের কারাগারে আবদ্ধ হয়ে কি আনন্দে ছিল, আমি এক দৃষ্টিহীন দানব নিষ্ঠুর থাবায় সব ছারখার করে দিয়েছি।

এক সময় সেই কিশোর-কিশোরী হাতে হাত ধরে হাঁটতে থাকে, মিশে যায় অজস্র প্রেমিক-প্রেমিকার ভীড়ে। আমি এক অন্ধ আবেগে তাদেরকে অনুসরণ করি। তারা যে বাড়িটিতে ঢোকে আমি সেখানে কখনো যাইনি, কিন্তু সেটি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আছে। প্রেমের অবৈধ লীলাক্ষেত্রের একটি তীর্থস্থান এই বাড়ি। আমাকে অনেক পেছনে ফেলে, জনতার সমুদ্রে অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে তারা দুজন ভেসে যায় আনন্ত স্রোতে। আমি আর অপেক্ষা করি না। যতটুকু জানতে চেয়েছিলাম, যতটুকু দেখতে চেয়েছিলাম, সবইতো দেখা হল। নিজেকে বড় উদ্‌ভ্রান্ত মনে হয়, বর্জ্যদ্রব্য মনে হয়। কোথায় যাব, আমি, কার কাছে যাব? লিপির রয়েছে রাতুল। রাতুলের লিপি, আমার কেউ নেই, কি নিঃসঙ্গ আমি। আমার বিশুদ্ধতা আমাকে লোলজিহ্বা দেখিয়ে ব্যঙ্গ করতে থাকে। আমি অসংলগ্ন পদক্ষেপে মাঝ দুপুরের তীক্ষ্ণ রোদ পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে কতদূর হেঁটে যাই, কতদূর!

অবশেষে আমি রাতুলদের বাসায় যাই। দীনহীন দর্শন সেই বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি, এখানে কেন এলাম? উত্তর খুঁজে পেতে দেরি হয়। যখন খুঁজে পাই তখন সেটিকেও যথেষ্ট সঠিক বলে মনে হয় না। আমি কি দুঃখের উৎসেই শান্তি খুঁজছি? নাকি রাতুলের অন্যায়কে উদার উদাসীন্য দিয়ে ব্যঙ্গ করতে চাইছি? কিন্তু রাতুলকেই কেন আমার দোষারোপ করতে ইচ্ছেহয়? রাতুল যদি দোষী হয় তাহলে সেই একই অপরাধে লিপি অজস্র গুণ বেশি অপরাধী। অথবা হয়তো আমি সেই সুন্দর দর্শন অভিমানী মেয়েটিকে দেখতে এসেছি, যার পাশে মানশ্চক্ষে রু বেলকে দাঁড় করিয়ে একদিন অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম।

সম্পা আমাকে দেখে খুব মিষ্টি করে হাসে। ওর সরু কাঁধ বেয়ে ঝুলে থাকা লকলকে দুটি বেণী অপূর্ব ছন্দময়তায় দোল খায়। 'শৈবাল ভাই! আমার মন বলছিল আপনি আজ আসবেন।'

'তাই বুঝি? তোমার মন আর কি কি বলছিল?'

'আর কি বলবে?'

'আর কিছুই বলেনি?'

'উঁহু। আজ কিন্তু আপনাকে ভেতরে আসতে হবে। নইলে আমি খুব রেগে যাব।'

'ভেতরে যেতে পারি যদি কথা দাও নিজের হাতে আমাকে এক কাপ কড়া লিকারের চা বানিয়ে খাওয়াবে।'

'আপনাকে আমি দশ কাপ চা খাওয়াব। আপনি আসুন তো।'

ওদের ছোট্ট বসার ঘরে আমাকে একখানা বেতের চেয়ারে বসতে দেয় সম্পা। বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ের কৌতূহলী মুখ দরজা জানালায় উঁকি দেয়, সম্পা তাড়িয়ে দেয় ওদের।

'তোমার বাবা-মা বাসায় নেই সম্পা?'
'আমাদের তো বাবা নেই, বছর দশেক হল মারা গেছেন। মা একটু পাশের বাসায় বেড়াতে গেছেন। আপনি একটু বসেন, আমি আপনার চা নিয়ে আসি।'
সম্পা যতক্ষণে চা নিয়ে আসে ততক্ষণে আমি ওর ছোট দুটি ভাইয়ের সাথে আলাপ জুড়ে ফেলি। তাদের আলাপচারিতার বিষয়বস্তু বেশ ক্ষুদ্র, ফুটবল এবং ফুটবল। পৃথিবী থেকে কোনো কারণে ঐ খেলাটি উঠে গেলে এই ছেলে দুটোর আত্মহত্যা করা ভিন্ন গতি থাকবে না। সম্পা এই বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে কিন্তু তার দাপটই সবচেয়ে বেশি। ও ঘরে ঢুকেই দুই ফুটবল রসিককে ভাগিয়ে দিল। ' শৈবাল ভাই, আপনার চা নিন। চিনি বোধহয় একটু কম হয়েছে।'
আমি চায়ের কাপে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বলি, 'অপূর্ব।'
সম্পা হাসতে হাসতে বলে, 'যাহ্, মিছে কথা।'
'উঁহু, খুব সত্যি কথা।'
' শৈবাল ভাই, ঐ চিঠিগুলো কে লিখেছে আমি বের করে ফেলেছি।'
'তাই নাকি? কে বলত?'
'আপনি তো তাকে চিনবেন না। ওর নাম বীণা। আমার চেয়ে বছর চার-পাঁচের বড় হবে, এবার ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। আমাদের বাসার দুটো বাসা পরেই বীণা আপাদের বাড়ি। ওদের অবস্থাও আমাদের মতোই। বীণা আপা ভাইয়াকে খুব ভালবাসে। কিন্তু ভাইয়া তো ভালবাসে লিপি আপাকে, তাই চান্স পায়নি। চিঠিগুলো দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হল। গিয়ে চেপে ধরতেই সব বলে ফেলল।'
'ওর সাথে দেখা করা যায়, সম্পা?'
' কেন যাবে না। আপনি বললেই আমি এক দৌড়ে ডেকে আনতে পারি। কিন্তু ওর সাথে দেখা করে কি হবে?'
'ওকে আমি কিছু প্রশ্ন করব। তুমি বরং ওকে ডেকে নিয়ে এসো, অবশ্য ও যদি আসে।'
'আমি ডাকলে আসবেই। আমাদের দুজনার খুব ভাব।' সম্পা প্রায় দৌড়ে চলে যায়। আমি অধীর আগ্রহে বীণার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। প্রণয়ের ব্যর্থ পথে এই মেয়েটির অবস্থান কোথায় জানতে উদগ্রীবতা হয়ে আছি। অন্য একজনের দুঃখ আমার শোককে ঈষৎ তরল করে দেয়।
বীণা খুব সাধারণ দর্শন মেয়ে। তবে ওর চোখ দুটো ভারি সুন্দর, ডাগর ডাগর প্রাণবন্ত । আমার সামনে বসে প্রথমে খুব লজ্জিত হয়ে পড়ল। সম্পা হাসতে লাগল। 'বীণা আপা তুমি অত লজ্জা পাচ্ছ কেন? উনি তোমার সাথে এমনিই একটু কথা বলতে এসেছেন।'
আমি বললাম, 'হ্যাঁ বীণা, তোমার লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তোমার লেখা চিঠিগুলো পড়তে আমার খুব ভালো লাগত, তুমি আসলে চমৎকার চিঠি লেখো।'
বীণা একেবারে আরক্তিম হয়ে উঠল। 'না মানে...'
'বসো বীণা। তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে।'

বীণা জড়সড় হয়ে বসল। মেয়েটা অত্যন্ত লাজুক, ভালো করে আমার চোখের দিকে পর্যন্ত চাইতে পারছে না। 'আমি যা করেছি সে জন্যে আমি খুবই লজ্জিত। আমাকে মাফ করবেন শৈবাল ভাই।'

'উহু, তোমার ক্ষমা চাইবার কোনো দরকার নেই। তুমি বরং আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। দেবে?'

'জি, দেব।'

'তুমি কি রাতুলকে...'

'জি।'

'রাতুলকে সে কথা বলেছ?'

'চিঠিতে...'

'আমার কাছে ঐ চিঠিগুলো কেন লিখেছিলে বলতো? লিপির বিয়ের পর চেষ্টা করলে তুমি তো রাতুলকে সহজেই পেতে পারতে। আমার কাছে ওভাবে চিঠি লেখার তো কোনো দরকার ছিল না।'

'আমি... মানে রাতুল ভাইয়ের দুঃখ সহ্য করতে পারছিলাম না। অমন প্রাণবন্ত মানুষটা কেমন যেন লাশের মতো হয়ে উঠল। ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হত। আর সেজন্যেই আপনার উপর খুব রাগ হত। আপনিই তো ওকে কষ্ট দিয়েছেন।'

আমি অবাক দৃষ্টিতে মেয়েটাকে দেখি। 'তাহলে শেষ চিঠিতে তুমি অন্যরকম লিখলে কেন?'

'তখন আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। মনে হয়, হয়তো আমার জন্যেই আপনাদের সংসার ভেঙে যাবে।'

'তাই। টেলিফোন...?'

'জি। আমার এক বান্ধবীর বাসা থেকে। আমি লিপি আপাকেও ভয় দেখিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলাম।'

'মানে?'

'আপনি নিশ্চয়ই এতদিনে সব জানেন। আমি এটাই বন্ধ করতে চেয়েছিলাম।' বীণার কণ্ঠ বুজে এল। 'রাতুল ভাইকে আমি হাতের কাছে পেয়েও হারালাম। আপনি কেন লিপি আপাকে ধরে রাখতে পারলেন না?'

সম্পা বিস্মিত স্বরে বলল, 'বীণা আপা, কি বলছ তুমি?'

বীণা কাঁদতে লাগল, 'দেখুন শৈবাল ভাই, লিপি আপা অনেক বড়লোকের মেয়ে, রাতুল ভাইকে ও কখনো বিয়ে করত না। তাকে নিয়ে ও শুধু খেলাই করত। কিন্তু আমি অত ছলাকলা জানি না। রাতুল ভাইকে আমি চোখ বুজে বিয়ে করতে পারি।'

সম্পা বলল, 'বীণা আপা তুমি বাসায় চলে যাও।'

বীণা ওড়নায় চোখ ঢেকে আমার সামনে থেকে একরকম পালিয়ে গেল।

আমি বেশ বিমূঢ়বোধ করছি।

প্রেমের এই বিশাল আকৃতির ধারার সামনে ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর মতো আমার অবস্থান!

' শৈবাল ভাই!'

'বলো ।'
'মানুষের মনটা খুব অদ্ভুত জিনিস, তাই না?'
'মানুষের মনটা আসলে কি সম্পা? এতকাল বেঁচে আছি অথচ এই ব্যাপারটা আজও আমার মাথায় ঢুকল না ।'
' শৈবাল ভাই, আপনি কিন্তু আরেকটা কথা জানেন না । বীণা আপাকে আবার নেহাল ভাই, খুব ভালবাসেন । অনেক বড়লোকের ছেলে । বিয়ে করতেও চায়, বীণা আপা মোটেই পাত্তা দেয় না । চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আপনাকে এই নেহাল ভাই-ই একটা চিরকুট দিয়ে এসেছিল ।'
'কেন?'
'বীণা আপা করতে বলল, তাই । নেহাল ভাই বীণা আপার সব কথা শোনে । যা ভালো মানুষ ।'
'তোমার বুঝি খুব ভালো লাগে!'
'যাহ্, আমি এসব প্রেম-ট্রেমের মধ্যে নেই । ফালতু হুজ্জত । এর চেয়ে একা একা থাকা অনেক ভালো । আমি ঠিক করেছি পড়াশোনা করে একটা চাকরি নেব, কোনোদিন বিয়ে করবনা, মাঝে মাঝে অনেক দূরের জায়গায় ঘুরতে যাব । প্ল্যানটা সুন্দর না?'
'খুব সুন্দর । কিন্তু এই ধরনের প্লান প্রায়শ-ই সফল হয় না । তোমারটাও হবে না । তুমি এক সময় সুন্দর একটা ছেলেকে বিয়ে করবে এবং সুখে শান্তি তে সংসার করবে ।'
'না, কক্ষনো না । ছেলেরা খুব নিষ্ঠুর ।'
'না সম্পা, কথাটা ঠিক না । সব ছেলেই নিষ্ঠুর নয় । নেহালের মতো ভালো ভালো মানুষও আছে । তোমার ভাইয়াও চমৎকার একটি মানুষ ।'
সম্পা শুকনো গলায় বলল, 'আপনি ওদের সবার চেয়ে ভালো ।'
'কি করে বুঝলে?'
'আমি বুঝতে পারি ।'
রাতের নির্জন রাস্ত ায় আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ঐ কিশোরীর কথাগুলো বারংবার কানের পর্দায় আঘাত করতে থাকে, সে বুঝতে পারে আমি সবার চেয়ে ভালো ।
কি করে বোঝে?
সত্যিই কি আমি ভালো? অন্য অনেকের চেয়ে? নাকি আমি কাপুরু ষ? শক্তিহীন? ক্ষমতাহীন?
নিজের স্ত্রীকে শক্ত করে জাপটে রাখার মতো ঔদ্ধত্যও যে দেখাতে পারে না, সে কি উত্তম পুরু ষ হবার যোগ্য? কত অসংখ্য প্রশ্ন মনের কোণে ভীড় করতে থাকে, অথচ কোনোটিরই উত্তর জানা নেই ।
আমি রাতে বাসায় ফিরি না । নির্জন পার্কের সিক্ত সবুজ আলোআঁধারী ঘাসে শরীর পেতে ঘুমের তপস্যা করি । রাতুলকে ভুলে যেতে চাই, লিপিকে ভুলে যেতে চাই, পৃথিবীর সমস্ত অর্থহীন বেদনাকে ভুলে যেতে চাই ।
অথচ কিছু ভুলতে পারি না । বিনিদ্র রজনীর বিনিদ্র প্রহরী হয়ে ছটফট করতে থাকি ।

ছয়

লিপি

শৈবাল রাতে বাসায় ফেরেনি। কোথায় গেছে? আমাকে কিছু বলে যায়নি। বাসার কাউকে কিছু বলেনি। সাধারণত অফিস শেষে সোজা বাসায় ফিরে আসে, বিকেলের দিকে। আজ যখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, যখন শৈবাল ফিরল না, কোনো খবরও এল না, তখন মনে মনে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। এমনতো কখনো করে না। ও ক্লাবে যায় না, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আড্ডাও মারে না, হলে সিনেমা দেখতে যায় না, কোনো বান্ধবীও নেই যে তার সাথে ফস্টিনষ্টি করবে। এত সাদা মানুষ। ধীরে ধীরে রাত হল, আটটা, ন'টা, দশটা। আমি তটস্থ হয়ে পড়লাম। ওর কি কিছু হল? কোনো দুর্ঘটনা? মা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, আর থাকতে পারলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বৌমা, শৈবাল তো এখনো ফিরল না। তোমাকে কি কিছু বলে গেছে?'

'না, মা। ও তো এভাবে কোথাও যায় না।'

'আগে যেত না, এখন হয়তো যাচ্ছে। চারপাশে যা অশান্তি ।'

মা কি বলতে চান তা না বোঝার মতো বোকা আমি নই। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারি না। আজ দুপুরের কথা মনে পড়ে। রাতুলকে আমি পৌঁছে দিয়েছি স্বর্গের দুয়ারে। নিজেও কি তৃপ্ত হইনি?

জানি না।

রাতুল যখন আমার শরীরে দুরন্ত বালকের মতো খেলা করছে তখন আশ্চর্যজনকভাবে শৈবালের কথা মনে পড়ে যায়। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। অথচ তখন ফিরে আসার সময় নেই। উন্মত্ত এক স্রোত আমাকে ততক্ষণে নির্জীব করে দিয়েছে, পঙ্গু করে দিয়েছে। সব যখন শেষ হল, যখন রাতুল খুশি খুশি গলায় ডাকল 'লিপি'! তখন আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি, এ আমি কোথায় চলেছি?

রাতুল তার অকৃত্রিম ভালবাসায় আমাকে আবারও সুখের সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু আমি অশ্রু র অনাবিল উৎসে নিরন্ত র অবগাহন করতে থাকি ।
আমি কি পাপ করেছি?
ধর্মের কাছে নয়, একজন মানুষের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে?
মাঝ রাতেও যখন রাতুল ফিরল না তখন রু বেল পাগলের মতো বেরিয়ে গেল । পৃথিবীতে এই ছেলেটা একটিমাত্র মানুষকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সে তার ভাই । বাসায় থমথমে পরিবেশ । ননদ দু'টি তীব্র বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে অপমানিত করতে থাকে, মা অত্যন্ত রু ষ্ট মুখে বসে থাকেন ।
আমি ভীত চকিত হরিণীর মতো তাদের দৃষ্টির অন্ত রালে ছুটোছুটি করতে থাকি, কোথায় গেলে তুমি শৈবাল?
আমি গভীর ভালবাসা নিয়ে ওকে চিৎকার করে ডাকতে থাকি, যে ডাক শুধু আমার অন্ত রাত্মা শোনে, হয়তো শৈবালও শোনে, কিন্তু ও কোনো প্রত্যুত্তর দেয় না ।
আমি অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকি, অঝোর ধারায় । বাসায় ফোন করতে সাহস হয় না, আর কত মানুষের ধিক্কার আমাকে সহ্য করতে হবে?
রু বেল ফিরে আসে রাত দ্বিপ্রহরে । উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, অলস ক্লান্ত পদক্ষেপ । শৈবালকে পাওয়া যায়নি!
মা থানায় খবর দেন, হাসপাতালে খবর নেন, সম্ভাব্য আত্মীয়-স্বজনের বাসায় খোঁজ করেন, কিন্তু চারদিকে কি শূন্যতা ।
রু বেল হিংস্র দৃষ্টিতে আমাকে ভস্ম করতে চায়, ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে চায় । 'তুই, তোর জন্যই ভাইয়ার এই দশা । বেশ্যা কোথাকার! লজ্জা করে না মুখ দেখাতে?'
মা কঠিন গলায় বললেন, 'রু বেল, চুপ কর ।'
'না, কেন চুপ করব? তুমি জানো, বিয়ের পরও সেই রাতুল হারামিটার সাথে ওর সম্পর্ক আছে!'
'কি যা তা বলছিস তুই?'
'ও এসব কি বলছে, বৌমা?'
আমি কোনো উত্তর দিই না, দৌড়ে ওদের সামনে থেকে সরে আসি, আশ্রয় নিই সেই ঘরে, যে ঘরে শৈবাল আমাকে সম্রাজ্ঞীর স্থান দিয়েছে । জীবনে এত বেদনাবিধূর কান্না কখনো কাঁদিনি! অভিমান রাতুলের উপর, অভিমান নিজের উপর, অভিমান ওর উপর ।
কেন ও আমাকে এইভাবে হেয় করল । কেন নিজের হাতে প্রতিশোধ নিল না?

সকালে যখন ঘুম ভাঙে তখন অনেক বেলা । প্রখর রোদে চারদিক ঝক্‌ঝক্‌ করছে । গত রাতের কথা মনে পড়তেই বুকটা ধক করে ওঠে ।
শৈবাল কি ফিরেছে?
দ্রু ত দরজা খুলে বেরিয়ে আসি । নিচে নামি ।

না ও ফেরেনি। রু বেল আমাকে দেখেই চিৎকার করে ওঠে, 'ঐ যে, বেশ্যাটা এসেছে। যা, আমার ভাইকে যেখান থেকে পারিস খুঁজে নিয়ে আয়।'
আমিও ফুঁসে উঠি। 'তোমার ভাই ছোট মানুষ নয়। সে রাতে বাসায় না ফিরলে আমার কি করার আছে?'
'ফিরবে না কেন? আগে তো কখনো এমন করেনি! তোমার জন্যই ভাইয়ার মনের শান্তি নষ্ট হয়েছে। যাও, এই বাসা থেকে বেরিয়ে যাও তুমি।'
'আমাকে বের করে দেবার তুমি কে? শৈবাল যদি বলে তাহলেই আমি যাব। সম্পর্কটা আমার তার সাথেই।'
রু বেল সম্ভবত এতটা আশা করেনি। সে স্ত ম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে।
আমি ঘরে ফিরে আসি, দ্রু ত হাতে পোশাক পাল্টাই। হয়তো একজন এই বিপদের মুহূর্তে আমাকে সাহায্য করতে পারে, হয়তো নয়॥নিশ্চয় করবে। তাকে আমি চিনি, তার প্রতিটি অণু-পরমাণুকে চিনি।
মা বললেন, ' কোথায় যাচ্ছ, বৌমা?'
'ওকে খুঁজতে।'
'না ফিরলেই ভালো।' রু বেল বিড়বিড়িয়ে উঠল।
আমি সে কথায় কান দিলাম না। হনহন করে রাস্ত ায় নেমে রিকসা নিলাম। রাতুল মতিঝিলের এক অফিসে ক্ষণস্থায়ী একটা চাকরি পেয়েছে। ওকে পেতে হলে সেখানেই যেতে হবে।
অফিসটা খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগল। অফিসের খোঁজ যখন পেলাম তখন আবার রাতুলকে পেলাম না। একজন জানালো সে বাইরে কোথাও গেছে, ফিরতে ঘণ্টাখানেক। আমি অসহায়ের মতো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকি, শত শত লুব্ধ পুরু ষের দৃষ্টি আমাকে নানানভাবে লেহন করতে থাকে। দু-একটি সাহসী হাত খুব কাছ দিয়ে চলে যায়। আমি সে সব দেখেও দেখি না।
রাতুলকে আমার প্রয়োজন। সে আমার স্বামীকে খুঁজে দেবে। দিতেই হবে। এত কিছু দিয়েছি আমি তাকে, আমার জন্য এইটুকু সে করবে না? রাতুল আমাকে দেখে ভয়ানক আশ্চর্য হল। ওর সারা মুখে সারল্যের দীপ্তি খেলে গেল।
'কি ব্যাপার লিপি, এখানে?'
'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'
'আমার জন্যেই? তোমার মুখটা এমন শুকনো লাগছে কেন? কোনো অঘটন।'
'রাতুল, শৈবাল কাল সকালে বেরিয়ে গেছে। এখনো বাসায় ফেরেনি।'
'কি বলছ! উনি তো গতকাল বিকেলে আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার একটু পরেই চলে আসেন। তারপর বাসায় ফেরেননি?'
'না বাসায় ফেরেনি। কোনো সংবাদ দেয়নি। কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাসাতেও যায়নি। আমার খুব ভয় লাগছে রাতুল। তোমার কাছে আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। যেভাবে পারো ওকে ফিরিয়ে আনো। ওর কাছে অনেক অন্যায় করেছি, এবার প্রায়শ্চিত্ত করব।'

‘তুমি ভেব না লিপি। শৈবাল ভাইকে আমি খুঁজে বের করবই।'
হঠাৎ আমি রু বেলকে দেখতে পেলাম। ভিড় ঠেলে ঠেলে এক ক্রুদ্ধ হিংস্র নেকড়ের মতো ছুটে আসছে সে, তার বিশাল শরীরখানা যেন শক্তির আস্ফালনে ফেটে পড়ছে।
আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, ‘রাতুল, পালাও।'
‘ কেন, লিপি? কি হয়েছে?'
রু বেল তীরের মতো ছুটে আসছে। আমি নিজের শরীর দিয়ে রাতুলকে আড়াল করে দাঁড়ালাম। কিন্তু রু বেলের দানবীয় শক্তি আমার বন্ধনকে নিমেষে ছিঁড়ে রাতুলের মুখোমুখি দাঁড়াল সে। তার পাশে আমার হ্যাংলা পাতলা রাতুলকে একটি অসহায় শিশুর মতো দেখাচ্ছে। ও অবাক দৃষ্টি মেলে একবার রু বেল, একবার আমাকে দেখছে।
‘কে তুমি?'
‘তোর বাপ!' রু বেল পাগলের মতো রাতুলকে মারতে থাকে, সেই জনসমুদ্রের মাঝখানে; রাতুল দু'হাত তুলে সেই উন্মত্ত শক্তিকে বাধা দিতে চায়।
আত্মরক্ষা করতে চায়। কিন্তু ওর সমস্ত প্রতিবন্ধকতা তুলোর মতো উড়ে যায়। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ফুটপাতে পড়ে থাকে রাতুল।
রু বেল লাল দুই চোখ তুলে আমাকে বলে, ‘এই নে তোর নাগর। নে, কত প্রেম করবি কর।'
আমি নিচু হয়ে রক্তাক্ত রাতুলকেই জড়িয়ে ধরি, এই মানুষটি যে পরিপূর্ণভাবে আমার; এই দেহের প্রতিটি রক্ত কণার উপরেও যে আমার সমান অধিকার।
রাতুল অবসন্ন গলায় ডাকে, ‘লিপি! লিপি!'

সাত

শৈবাল

শেষরাতের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে ক্ষণিকের তন্দ্রা ছুটে গেল ।
অভ্যাসবশত চারপাশে তাকিয়ে লিপিকে খুঁজতে গিয়েই ভুলটা ধরা পড়ল ।
সোহরাওয়ার্দী পার্কের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছি আমি ।
কাল অনেক রাত পর্যন্ত এদিক-সেদিক ঘুরেছি, মানুষ দেখেছি । অসহায় নিরন্ন মানুষ । ভেবেছিলাম অন্যের দুঃখকে যদি অনুভব করার চেষ্টা করি, যদি অনুধাবন করতে পারি, তাহলে হয়তো নিজের হৃদয়ে জমে থাকা পুঞ্জ পুঞ্জ দুঃখের ভার অনেকখানি লাঘব হবে ।
হয়তো ভুলে যেতে পারব লিপিকে, রাতুলকে, তাদের অদম্য ভালবাসাকে । আমার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে ।
যতই রাত বাড়ছিল, যতই দুর্দশা পীড়িত মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল রাস্ত ায়-ফুটপাতে, পার্কে, ততই যেন আমি অধিকতর স্বার্থপর হয়ে উঠছিলাম, বারংবার নিজের পৃথক একটি সত্বাকে আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হচ্ছিলাম ।
অনেকগুলো অসহায় মুহূর্ত কাটিয়ে হঠাৎ বুঝেছিলাম, ইচ্ছে করলেই সব যন্ত্রণা ভোলা যায় না । সে জন্যে সময় চাই, চাই দীর্ঘদিনের কষ্টসাধ্য ব্যবধান । তখন কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করেছিলাম, ঘুম ঘুম একটা ভাবও এসেছিল ।

বেঞ্চিতে হাত-পা গুটিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলাম । খুব সঙ্গোপনে সবার দৃষ্টির আড়ালে অন্ধকারকে একটু একটু করে হটিয়ে দিচ্ছে আলোক, দিগন্তে র কৃষ্ণবরণ মেঘমালায় ফর্সা দ্যুতির ছটা ।
দু-একটা পাখি চঞ্চল বেগে নীড় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ঝঙ্কারে নৈঃশব্দকে খান খান করে ভেঙে দিচ্ছে ।
বাতাসের ভেলায় চেপে উড়ছে শুকনো পাতার ঝাঁক, ফুলের সৌরভ, উদ্ভিদের চাপা সোদা সোদা স্পর্শ । আমি অনেকদিন কোনো ভোর দেখিনি ।
আঁধার এবং আলোর সন্ধিস্থলে পারিপার্শ্বিকতার স্পর্শ, বর্ণ এবং সৌন্দর্যের যে অতুলনীয় সমাবেশ গড়ে ওঠে, তা বিস্মৃত হয়েছিলাম ।

স্মৃতির মণিকোঠরে নিষ্ঠুর এক কাঠঠোকরা তার ছয় চঞ্চুর ঠোকরে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে থাকে, জাগিয়ে দেয় সেইসব বিলুপ্ত অনুভূতিকে, লিপি নামের একটি মেয়ের কোমল স্পর্শে যারা আচমকা গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়েছিল।
যে সৌন্দর্য আমি মানুষের মাঝে খুঁজছিলাম, তাকে যেন ভিন্ন ইঙ্গিতে খুঁজে পেলাম প্রকৃতিতে, যে প্রকৃতিতে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, স্বার্থপরতার বন্য আদিমতা দিয়ে কলুষিত করা যায় না, যা ঐকান্তি কভাবে হৃদয়ের।

আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে থাকি! লিপি এবং রাতুলের প্রেম দীর্ঘদিনের। তাদের বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটি নিতান্ত ই একটি দুর্ঘটনা। আজো তারা পরস্পরকে ভালবাসে, গভীরভাবে ভালবাসে। এই অবস্থায় আমার কি করণীয়?
যেভাবে আছি সেভাবেই থাকব? লিপি আমার বিবাহিত স্ত্রী; সুতরাং ওর কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় নিজের প্রাপ্যটা বুঝে নিয়ে বাকীটুকু চোখ বুঝে সহ্য করে যাব?
সহ্য করতে পারব? উন্মত্ত কষ্টেরা কি আমার গভীরে তাদের সুদীর্ঘ ডানা মেলে ধরবে না? আমি তাহলে কি করব? ইচ্ছে হচ্ছে কর্কশ হুঙ্কারে ভোরের শান্ত ,্লিগ্ধ পৃথিবীকে ফালা ফালা করে দিয়ে জানতে চাই, বলে দাও, আমি কি করব?
মাথার মধ্যে একধারে বৈরাগ্য এবং হিংস্রতার আকুলি-বিকুলি চলে, কখনো মনে হয় সবকিছু নির্বিশেষে ত্যাগ করে যে শূন্যতায় অভিভূত হয়েছিলাম আবার সেখানেই নিঃশেষিত হয়ে যাই।
কখনো মনে হয় দাঁতালের নৃশংসতায় সব ছিন্নভিন্ন করে দিই, প্রতিশোধ নিই তাদের উপর যারা আমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে তীক্ষ্ণধার শূলের ডগায়।
আমি কি করব?
আমি চিরদিনই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। আমার মস্ত কের পরতে পরতে সুশান্ত তার যে ধ্বংসন্মুখ চেতনার সহবস্থান, তাকে কোনোদিনই প্রশ্রয় দিইনি, নিরন্ত র কঠিন যুক্তির আড়ালে লুকিয়ে রেখেছি। আজো জয় হল বিবেকের, বৈরারগ্যের। আমি ত্যাগের প্রস্তু তি নিলাম। যাকে পরিপূর্ণভাবে পেলাম না তাকে অনাবশ্যক অধিকারের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার কি অর্থ?
জানি না এই মুহূর্তে আমার মুখে, চোখে ত্যাগের অপূর্ব মহিমা খেলে যাচ্ছে কিনা, কিন্তু যদি হৃদয়ের কথা বলি, তাহলে অবশ্যই জানি সেখানে অনুভূতির দৈন্যতাই প্রকট হয়ে উঠেছে।
যাকে ভালবেসে গ্রহণ করা যায় তাকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করা মর্মান্তি ক যাতনার ব্যাপার। তবু জানি, আর কোনো উপায় নেই। লিপির মায়া আমাকে ত্যাগ করতে হবে।
আমি যথেষ্ট প্রশান্তি অনুভব করি।
কঠিন কোনো সমস্যার এত সহজ সমাধান থাকতে পারে, জানতাম না।

যা ঘটার তা হৃদয়ের গহীন প্রান্ত রে ঘটবে, পৃথিবীর মানুষ দেখবে সামান্যই, জানবে সামান্যই । হয়তো কালের স্রোতে স্মৃতিরা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ম্লান হয়ে আসবে, যেখানে নতুন মূলের অনুভূতিরা উজ্জ্বল আবেগে স্থান করে নেবে ।
আমি বাসায় ফিরতে থাকি ।
মা আঙ্গিনায় পায়চারি করছিলেন । আমাকে দেখেই ছুটে এলেন ।
কি আবেগ মধুর সেই ক্লান্ত , দুঃশ্চিন্ত াগ্রস্ত মুখখানি! আমাকে জড়িয়ে ধরলেন মা ।
তার স্বভাবজাত গাম্ভীর্যের মুখোশ উদ্বিগ্নতার বেদনাময় স্পর্শে ধোঁয়াটে হয়ে গেছে! তিনি অশ্রু সজল চোখ তুলে বললেন, 'খোকা এসেছিস!'
'হ্যাঁ, মা ।'
'কোথায় ছিলি সারারাত?'
'তেমন কোথাও না । ঘুরে বেড়ালাম ।'
'রাস্ত ায় রাস্ত ায়!'
'হ্যাঁ মা । তোমার মনে আছে মা, স্কুলে থাকতে আমি প্রায় এই রকম বেরিয়ে যেতাম, রাতে বাসায় ফিরতাম না । পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম কোথাও । ঘুম ভাঙলে আবার হাঁটা । কি যে একটা নেশা ছিল তাতে!
'যখন বাড়ি ফিরতাম তুমি পাগলের মতো আমাকে মারতে । আমি কিন্তু কাঁদতাম না, হাসতাম । আমি তো জানতামই ওগুলো তোমার ভালবাসার চিহ্ন ।'
'তুই এমন পাগল কেন বল তো? চল, ভেতরে চল ।'
'লিপি কি করছে মা?'
'বৌমা?'
'কি ব্যাপার মা? কিছু হয়েছে?'
'একটা অঘটন ঘটে গেছে বাবা । রু বেলটাকে তো চিনিস । ও এমন একটা কাজ করে বসবে ভাবতেও পারিনি ।'
'কি করেছে রু বেল?'
'আগে ভেতরে চল ।'

রু বেল ড্রয়িংরু মে বসে আছে । গম্ভীর থমথমে মুখ । আমি ভেতরে ঢুকতে চোখ তুলে চাইল ।
বোন দুটি ইতস্ত ত করে উঠে চলে গেল । সম্ভবত একটু পরে এখানে যে তিক্ত নাটকটি অভিনীত হবে সেখানে ওরা সশরীরে উপস্থিত থাকতে চায় না ।
মা বললেন, 'শৈবাল, বস ।'
আমি নিঃশব্দে বসে পড়লাম ।
'রু বেল, কি হয়েছে তোর ভাইকে বল ।'
'তুমি বলো ।'
'আমাকে কেন এই বিপদে ফেলছিস, বাবা । তুই নিজেই বল ।'

আমি বললাম, 'রু বেল কি হয়েছে?'
'ভাবী আজো আবার রাতুলের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল ।'
'কখন?'
'সকালে ।'
'বাসায় ফিরেছে?'
'না! সম্ভবত রাতুলকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে ।'
'মানে? কি যা তা বলছিস তুই?'
'আমি ওকে মেরেছি ভাইয়া ।'
'কি করেছিস?'
'পিটিয়ে তক্তা বানিয়েছি । নাক মুখ সব সমান করে দিয়েছি । পরের বৌয়ের সাথে প্রেম করার সখ একেবারে মিটিয়ে দিয়ে এসেছি ।'
'মা, কথাটা কি সত্য?'
'হ্যাঁ বাবা । ও আমাকে তাই বলেছে!'
আমি অনেকক্ষণ নির্বাক বসে থাকলাম । রু বেলের জেদ আমি জানতাম, কিন্তু তা যে এতখানি আগ্রাসী হয়ে উঠবে সেটা ভাবিনি । আঘাত করে যে প্রতিশোধ, তার মধ্যে তৃপ্তির চেয়ে নোংরামিটাই বেশি । আমি নিজে এই ব্যাপারটা কখনো সমর্থন করি না । কিন্তু রু বেলকে কে বোঝাবে? সম্ভবত ওর বিশাল শরীরের পর্বতপ্রমাণ ক্রোধই ওকে দিশেহারা করে তোলে, শরীরে উদ্ভূত অফুরন্ত শক্তির স্ফুরণ ওকে উন্মত্ত করে তোলে ।
আমি খুব ধীর গলায় বললাম, 'কাজটা তুই ভালো করিসনি, রু বেল ।'
'হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি ।'
'তুই লিপির পিছু নিয়েছিলি?'
'হ্যাঁ ।'
'লিপি তোকে বাঁধা দিতে চায়নি ।'
'চেয়েছিল, ধাক্কা দিয়েছিলাম একটা । কোথাও লাগেনি বোধহয় ।'
মা বললেন, 'এখন কি করবি, শৈবাল?'
আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লাম, 'সব ঠিক করে ফেলেছি, মা ।'
'কি ঠিক করেছিস?'
'লিপিকে ডিভোর্স করব ।'
'এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই?'
'না মা । অনেক ভেবেছি ।'
'লিপি রাজী হবে?'
'হবে মনে হয় । না হওয়ার তো কোনো কারণ দেখি না ।'
'ওর বাসার দিক থেকে যদি গোলমাল করার চেষ্টা করে?'
'তা করবে না । গোলমাল করেই বা কি হবে? লিপির উপরেই সব নির্ভর করছে ।'

রু বেল হঠাৎ আমাদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। অমন বিশাল শরীরের একটি ছেলে অঝোর ধারায় কাঁদছে, দৃশ্যটি দেখার মতো।
মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। 'কি হয়েছে রু বেল, কাঁদছিস কেন?'
'সবকিছু এরকম ওলোট-পালট হয়ে গেল কেন?'
'সে কথা আমি কি করে বলব, বাবা? আলাহকে মানি, হয়তো তিনি জানেন।'
মা হাসতে লাগলেন, 'যাকে এতো অপমান করলি তার জন্যই কাঁদছিস?'
রু বেল কোনো উত্তর দিল না, মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকল। আমি সেখান থেকে উঠে এলাম।
দরজার আড়ালে বোন দুটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমার চোখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারল না ওরা। আমি হাসার চেষ্টা করলাম।
'শেলী, নেলী, তোরা এত মন খারাপ করে আছিস কেন? দেখিস সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে!'
'তোমার কষ্ট হচ্ছে না, ভাইয়া?' দুজনারই চোখ ভিজে।
'হচ্ছে। কিন্তু কষ্ট এমন একটা জিনিস যা সহ্য করা যায়। আমি সহ্য করছি।'
সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে এলাম। মাঝের করিডোর পেরু লেই আমাদের ঘর, আমার এবং লিপির সাত মাসের সহাবস্থান।
ভাবতেও আশ্চর্য হই, মাত্র সাত মাসেই একটি সুখকর সহবাসের যবনিকাপাত হয়ে গেল! কত অজস্র স্বপ্ন মস্তি স্কে কুসুমিত হয়ে উঠেছিল, কত আনন্দ, মধুর পরিকল্পনা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিচ্ছিল দুটি অন্ত রে।
রাতুল নামের একটি অসহায় যুবকের দ্বিধাহীন প্রেম অনেকগুলো বিচিত্রবর্ণের অনুভূতির পরিণতিকে নিমিষে স্ত ব্ধ করে দিয়েছে। শুধুই কি রাতুলের প্রেম? লিপির নয়?
অথবা, রাতুলের কিংবা লিপির নয়, বরং প্রেম তার অবিনশ্বর রূপ নিয়ে আসন গেড়েছে দুটি নর-নারীর হৃদয়ে, আমার দুর্ভাগ্য যে এই নাটকে আমার কোনো ভূমিকা নেই।
প্রথম থেকে শেষ আমি সাধারণ একজন দর্শকের ভূমিকাতেই থেকে গেলাম।
দরজা ঠেলে কামরার ভেতরে ঢুকতে ভয় হল। এই দরজার সামান্য আড়ালের পেছনে লিপির যে সামান্য অস্তি ত্বের ছোঁয়া রয়েছে তাকে সহনীয় করে তুলতে পারব তো?
কামরায় পা বাড়ানোর সাথে সাথে যে দমকা বাতাস, তার সৌরভ দিয়ে একটি নারীর সুরভিত দেহকে স্মরণ করিয়ে দেবে, তাকে সহনীয় করে তুলতে পারব তো? কামরায় ঢুকে গভীরভাবে শ্বাস নিই। যেন লিপি নামের মেয়েটির শরীরের সমস্ত পরিত্যক্ত গন্ধ টেনে নিতে চাই নিজ অস্তি ত্বে।
চোখ বুলাই চারদিকে। পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা ঘর। এত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝেও নিজের কর্তব্য ভোলেনি লিপি, দগ্ধীভূত আবেগ ও সৌন্দর্যবোধকে নষ্ট করেনি। ড্রেসিং টেবিলে সারি সারি সাজিয়ে রাখা চিরু নী, কসমেটিকসের বাক্স, তেলের সুদর্শন শিশি, আলনায় ঝুলিয়ে রাখা দৃষ্টিনন্দন শাড়ীর ঝাঁক, বাউজ, ব্রা... কত পরিচিত এই অঙ্গন! কত ছোটখাটো অপ্রয়োজনীয় স্মৃতির বসবাস?

ঐ লাল জামদানীটার যেমন মধুর এক টুকরো ইতিহাস আছে। সামান্য অথচ সুন্দর। বোধহয় মাসতিনেক আগের ঘটনা। লিপির বান্ধবীরা সবাই মিলে পিকনিকে যাবে। লিপিকেও ধরেছে যাবার জন্য, তবে একা নয়, স্বামীসহ।
আমি প্রথম থেকেই গাই গুই করছি। ওর বান্ধবীগুলোকে তো চিনি, পাজীর পা ঝাড়া। পিকনিকে একাকী পেলে ফাজলামীর চোটে নির্ঘাত পাগল বানিয়ে ছাড়বে।
লিপিরও জেদ, যেতে হবে। আমি মনে মনে প্ল্যান আটলাম। বাইরে এমন ভাব, যাবোই তো। গোলমালটা বাঁধালাম আসল দিনে।
সকাল নটার দিকে রওনা দেবার কথা।
আমি ভোর ছটায় খানপাঁচেক ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানায়। যদি তুলতে পারে তো নিয়ে যাবে।
ঘুম ভাঙল রাতে। লিপির মুখ আষাঢ়ের গভীর কালো মেঘের মতো। 'শয়তান, ইতর, অভদ্র...'
আমি আড়মোড়া ভাঙি। 'কি ব্যাপার, আমাদের না আজ পিকনিকে যাবার কথা ছিল?'
জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমাকে ভস্ম করে লিপি। 'পিকনিক! ইচ্ছে হচ্ছে থাপ্পড় মেরে তোমার দাঁত ভাঙি। এভাবে কেউ কাউকে অপমান করে? ছি ছি!'
ব্যস, দুদিন কথা বন্ধ। হাজার সাধ্য সাধনাতেও কোনো কাজ হয় না। শেষে নীপাকে ফোন করলাম।
ও সব শুনে গম্ভরি গলায় বলল, 'শাড়ি!'
'শাড়ি!'
'আজ্ঞে হ্যা গো জামাইবাবু। আমার এই বোনটির শাড়ি সম্বন্ধীয় দুর্বলতা আছে। শাড়িতে যদি কাজ না হয় তাহলে আর কোনো কিছুতেই হবে না।'
'ঠিক ঠিক জানেন তো? শেষে আরেক বিপদে না পড়ি।'
নীপা কলকলিয়ে হেসে ওঠে। 'বিপদে পড়লেই বা! লিপি তো আর তোমাকে হালুম করে খেয়ে ফেলছে না!'
সেই শাড়িতেই শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার হল।
তবে সময় লাগল। প্রথমে তো সেটার দিকে ভালো করে তাকালো না পর্যন্ত । ঘণ্টাখানেক পরে আনমনে হাতড়াচ্ছে এমনি ভাব। তারপর শরীরেও চড়াল।
আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বলে বসলাম, 'অপূর্ব!' ব্যস অভিমানের উপর তিনপ্রস্থ লজ্জার রং চড়ল।
হাসি হাসি মুখে বলল, 'শয়তান!'

আমার এত খারাপ লাগছে কেন? মাত্র সাত মাসেরই তো সংসার? এমন কিছু বেশি নয়।
ইচ্ছে করলে লিপিকে ভুলে আবারও সংসার পাতা যায়।
সত্যি কি যায়?

মানুষের ক্ষমতা অপরিসীম। হয়তো সত্যিই একদিন জীবনের প্রথম নারীর স্পর্শ শরীর থেকে মিলিয়ে যাবে, মস্তি ষ্ক ধ্বংস করবে সুললিত প্রেমময় অনুরণন। হয়তো খুঁজে ফিরব দ্বিতীয় কোনো নারীর। তবু আমার খুব কষ্ট হচ্ছে

মৃত্যুর আগেও কি মানুষের এই রকম অনুভূতি হয়?

অথবা প্রতিটি প্রাণীর?

ভালবাসার কোনো কিছু ছেড়ে যাওয়াই কি যন্ত্রণার নয়, তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক?

আমি বিছানায় মুখ গুঁজে লিপির চুলের গন্ধ খুঁজতে লাগলাম। অনুভব করার চেষ্টা করলাম সেই দেহের অতুলনীয় স্নিগ্ধিতাকে। যার কোমল পরশ কত-কত রাতের গভীর নিঃসঙ্গ প্রহরে আমাকে স্বর্গের সুরভিত প্রান্ত রে পৌঁছে দিয়েছে, মর্তের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাকে কি সাবলীলতায় ম্লান করে দিয়ে অচেনা মায়ুর রাজ্যে আমাকে নিয়ে পেখম মেলেছে!

অশ্রু হীন রোদনে ভেঙে পড়লাম আমি। আর মাত্র কয়েকটি দিন। তারপরেই কি অতলান্ত নিঃসঙ্গতা গ্রাস করবে আমাকে। আতঙ্কজনক নিঃসঙ্গতা!

আট

লিপি

রাতুল রক্তাক্ত মুখ তুলে বলল, ‘ও কে লিপি?'
‘শৈবালের ছোট ভাই ।'
‘ও!'
‘রাতুল, তোমার কি খুউব খারাপ লাগছে?'
নাক দিয়ে ভীষণ রক্ত পড়ছে । এখনই একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার ।
রাতুল ভেজা গলায় বলল, ‘লিপি, আমার খুব খারাপ লাগছে ।'
আমি একটা খালি রিক্সার জন্য চারদিকে আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলাম । আমাদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা, যারা বিনে পয়সায় একটি রোমহর্ষক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল, তারা খুব কাতর মুখভঙ্গী করে যে যার পথে চলে যেত লাগল ।
আমি অসহায়ের মতো তাদের দিকে সাহায্যের জন্য চাইলাম, সেই চাহনী বিশেষ কোনো প্রাধান্য পেল না!
এমনি সময় একটি গাড়ি এসে আমাদের ঠিক পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল ।
সশব্দে দরজা খুলে যে ছেলেটি নেমে এল তাকে দেখে আমি পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ছাড়লাম ।
‘নেহাল!'
‘কি হয়েছে লিপি? রাতুল ভাইয়ের এ দশা কেন?'
‘পরে বলব নেহাল । আগে ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া দরকার । আমাদেরকে একটু পৌঁছে দেবে?'
‘নিশ্চয় । রাতুল ভাই,আমার কাঁধে ভর দিন ।'
মতিঝিলের ব্যস্ত সড়ক বেয়ে ছুটে চলেছে গাড়িখানা, আমি বারবার উদ্বিগ্ন চোখে রাতুলের উপর দৃষ্টি বোলাচ্ছি, এখনো প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে । গাড়ির মেঝেতে জমাট বাঁধছে গাঢ় লাল তরল রক্ত ।
আমার শরীর শিউরে উঠল ।
নেহাল পরিস্থিতির গুরু ত্ব বুঝেছে, সে যতটা সম্ভব ফাঁক-ফোঁকর তৈরি করে দ্রু ত সামনে যাবার চেষ্টা করছে, ঘন ঘন রাস্ত া বদল করছে ।
‘নেহাল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'
‘পুরানা পল্টনে আমার পরিচিত একজন ডাক্তার আছেন, তার কাছে ।'

'ওর নাক থেকে খুব রক্ত পড়ছে ।'
'ভয়ের কিছু নেই । এসে গেছি ।'
দুটো রিক্সাকে বিপজ্জনকভাবে পাশ কাটিয়ে ডানে মোড় নিয়েই ব্রেক কষলো গাড়িটা ।'
'নেহাল ঝটপট নেমে পড়ে রাতুলকে বের করল । 'লিপি, তুমি গাড়িতেই থাক ।'
'না, আমিও আসছি ।'
'না এলেই ভালো হত । স্টিচ দিতে হবে ।'
'তা হোক ।' আমি জেদ করে ওদের সঙ্গ নিলাম ।
প্রায় বিশ মিনিট পর ছাড়া পেল রাতুল । সব মিলিয়ে মোট দুটো স্টিচ দিতে হয়েছে । ঠোঁট, নাক বেঢপভাবে ফুলে আছে, কয়েকটা দাঁত নড়বড়ে হয়ে উঠেছে, সারা মুখে কালসিটের বেদনাদায়ক চিহ্ন ।
উদ্‌গত কান্না চাপতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলাম ।
নেহাল বলল, 'কোথায় যাবে, লিপি?'
রাতুলের দিকে তাকালাম ।
সে মুখে সিদ্ধান্ত হীনতা । 'নেহাল আমাদেরকে রমনা পার্কে নামিয়ে দেবে?'
'রমনা পার্কে! এখন?'
'হ্যাঁ ।'
'রাতুলের সাথে আমার কিছু কথা আছে ।'
'ও, আচ্ছা!' নেহাল স্টার্ট দিল ।
গাড়ি প্রেস ক্লাব ছাড়িয়ে শাহবাগের দিকে ছুটল । নেহালের চোখ ভিউ-মিররে । আমার সাথে চোখাচোখি হতেই মৃদু হাসল ।
'ঘটনাটা কি লিপি?'
'শৈবালের ছোট ভাই রু বেলের কাজ ।'
'রু বেল? চিনি । ভীষণ রাগী ছেলে ।'
'স্টিচগুলো কবে খুলতে হবে'
'কয়েকদিন পর কোনো ডাক্তারকে দেখাতে হবে । সম্ভবত সপ্তাহখানেক রাখতে হবে । শক্ত কিছু খাওয়া চলবে না ।'
রাতুল অবসন্ন ভঙ্গিতে বসে আছে, শিশুর মতো জড়িয়ে রেখেছে আমার হাত দু'খানা । যেন এই দুটি দুর্বল হাতের উপরেই ওর জীবন-মরণ নির্ভর করছে ।
ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশানে আমাদেরকে নামিয়ে দিল নেহাল । 'আমি কি অপেক্ষা করব, লিপি?'
'না না । তুমি কেন খামোখা অপেক্ষা করবে? রাতুলকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব ।'
'ঠিক আছে ।'
'তবে একটা কথা বলার ছিল, লিপি । আশা করি কিছু মনে করবে না ।'
'কি কথা?'
'তোমাদের এখন একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে । আর দেরি করাটা সমীচীন নয় ।'

'হ্যাঁ, নেহাল। আমাদেরকে এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'
'শৈবাল ভাইয়ের দিকটাও ভালো করে বিবেচনা করে দেখো। আবেগের বশে কিছু করে ফেলাটা ঠিক নয়।'
নেহাল দাঁড়াল না। ছোট করে হাত নেড়ে উন্মাদ গতিতে সামনের দিকে তেড়ে গেল।
রাতুল বিড়বিড়িয়ে বলল, 'অদ্ভুত ছেলে!'
'হ্যাঁ, অদ্ভুত!'
আমরা দুজন সেই জোড়া কৃষ্ণচূড়ার নিচে গিয়ে বসলাম। অনেক বছরের অনেক স্মৃতি বিজড়িত স্থান, হয়তো সব ঘটনা আজ মনে করতে পারব না।
একবারের কথা মনে পড়ে, তুচ্ছ একটি ব্যাপার নিয়ে দুজনের মনোমালিন্য হয়েছে।
কথা বন্ধ।
দেখা বন্ধ নয়। রোজ বিকেলে আমি এসে দাঁড়িয়ে থাকি, রাতুলও আসে, সেও দাঁড়িয়ে থাকে। কথা হয় না। কিন্তু এই নীরবতাও অস্বস্তি কর নয়। উপভোগ্য। আমি জানতাম, রাতুল আমার আগেই ভেঙে পড়বে।
তা-ই হল। সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়াল একদিন। অপরাধী মুখ। 'কথা বলবে না লিপি?'
'না।'
'যদি মাফ চাই?'
'আগে চাও!'
'আমার ভুল হয়ে গেছে।'
'হাত জোড় করো।'
'তুমি একটা কি, আচ্ছা, ঠিক আছে। এই হাত জোড় করছি। হল তো?'
'হল। যাও, দুটো আইসক্রিম নিয়ে এসো।'
এক দৌড়ে আইসক্রিম নিয়ে এল রাতুল।
সেই আইসক্রিম খুব মজার উপায়ে খাওয়া হল, আমার হাতেরটা ও খায়, ওর হাতেরটা আমি।
কত ছেলেমানুষী করেছি দুজন!
আরেকটি মেয়ের সাথে হঠাৎ বন্ধুত্ব হয়েছে ওর।
তার সাথে নিউমার্কেটে গেছে।
শুনেই শরীর তেতে উঠল।
ঠিক করলাম, শায়েস্তা করতে হবে।
বিকেলে এখানে আসতে বললাম ওকে।
আমি কিন্তু একা এলাম না। পাশের বাসার শফিককে ধরে নিয়ে এলাম। রাতুল দেখুক আমারও বন্ধুর অভাব নেই।
উফ্, সেদিন রাতুলের যা মুখ হয়েছিল না।
এই কাঁদে তো সেই কাঁদে অবস্থা।

আমি খুব গম্ভীর মুখে বললাম, 'রাতুল এর নাম শফিক ।'
শফিক দাঁত বের করে হাসল ।
রাতুল বলল, 'ও ।'
'জানো, শফিক খুব ভালো ফুটবল খেলে । কারাতে জানে ।'
'তাই নাকি?'
'হ্যাঁ । ফুটবল খেলে বেশ কয়েটা মেডেলও পেয়েছে ।'
'আচ্ছা!'
'তুমি তো আবার খেলাধুলা একদম পারো না ।'
'নাহ্ ।'
শফিক কুলকুলিয়ে হেসে ওঠে, আমি চিমটি কেটেও ওকে থামাতে পারি না । রাতুল একেবারেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় । সেই মুখ দেখে সব রাগ পানি হয়ে গেল । হাসতে হাসতে চোখে পানি এল । রাতুল ততক্ষণে ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে । গোমড়া মুখে ফিরতি পথ ধরল । শেষে অনেক সাধ্যসাধনা করে ফেরাতে হল ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি । মানুষের যদি স্মৃতি না থাকত তাহলে খুব ভালো হত, যন্ত্রণা অনেক কমে যেত । রাতুল বলল, 'কথা বলছ না কেন লিপি?'
'তুমিও তো বলছ না ।'
'আমার মুখে ব্যথা, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ।'
'ঠিক আছে । তাহলে আমি বলছি, তুমি শোনো । মাঝে মাঝে যখন প্রশ্ন করব, তখন উত্তর দেবে ।'
'আচ্ছা ।'
'নেহাল ঠিকই বলেছে, আমাদের এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে । তোমার-আমার ব্যাপারটা সবাই জেনে গেছে । হয়তো আমরা ভুলই করলাম । কি দরকার ছিল ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগানোর? তুমি কেন আমার সাথে দেখা করতে গেলে, রাতুল? সব কিছু ভালোই চলছিল । তুমি গিয়েই জট পাকিয়ে দিলে । বেশ গুছিয়ে ঘর-সংসার করছিলাম, হয়তো এভাবেই বছরের পর বছর কেটে যেত, মাঝে মাঝে নির্জনে তোমাকে মনে পড়ত, হয়তো আমার ছেলের নাম রাখতাম 'রাতুল' । আমি চাপা নিঃশ্বাস ছাড়ি । 'আমরা খুব ভুল করেছি, রাতুল ।'
রাতুল উদাস গলায় বলল, 'হ্যাঁ, খুব ভুল করেছি ।'
'প্রথম থেকেই ।'
'হ্যাঁ, সেই প্রথম থেকেই ।'
'এখন কি করা যায়, বল তো?'
'জানি না । তুমি বলো ।'
'আমি যদি শৈবালকে ডিভোর্স করি, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'
'করব ।'

‘তাতে কি লাভ হবে? নিজের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখছ না তুমি? তোমার মায়ের স্কুলের চাকরি এই বছরেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর থেকে তোমার উপরেই সম্পূর্ণ সংসারের দায়িত্ব পড়বে। তার মাঝে আমার গুরু -দায়িত্ব কি তুমি নিতে চাও? সেই ওজন বইতে পারবে?'

রাতুল অসহায়ের মতো তাকালো। ‘পারব না?'

‘কি করে পারবে? তোমার এত ছোট চাকরি। অতগুলো ভাই-বোনকে পড়িয়ে মানুষ করতে হবে, বোনদের বিয়ে দিতে হবে, কত খরচ, আমার মতো আরেকটা ঝামেলা বাড়ানো কি তোমার ঠিক হবে?'

রাতুল উদ্‌ভ্রান্তে র মতো মাথায় হাত বোলায়। ‘এত কিছু তো আমি ভাবিনি, লিপি।'

‘কেন ভাবনি? যদি আমাকে বিয়ে করো তাহলে তুমি শুধু আমাকেই পাবে, আমার বাবার ধন-সম্পদের কানাকড়িও তোমার হবে না, কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করবেন। আমি নিজেও বড়লোকের মেয়ে, অন্যরকম জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত । আমার এত খরচ তুমি কি করে বইবে?'

‘বড় কোনো চাকরি খুঁজব। রাত জেগে জেগে লিখব। আজকাল লেখালেখি করে প্রচুর টাকা-পয়সা পাওয়া যায়।'

‘কিন্তু তুমি তো এখনো নিতান্ত ই অখ্যাত লেখক। তোমার লেখার দাম কেউ দেবে না। বিখ্যাত হতেও তোমার অনেক সময় লাগবে। তত দিন?'

‘চাকরি পাব না একটা, ভালো কোনো চাকরি?'

‘আমি কি করে বলব? তুমিই বলো।'

রাতুল পরিশ্রান্ত ভঙ্গিতে নেতিয়ে পড়ে। ‘আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। কি করব আমি?'

‘ সেটাও কি আমি বলে দেব?'

‘এতদিন তো তুমিই বলে দিয়েছ। আজ কেন বলবে না?'

আমি চেপে রাখা দীর্ঘনিঃশ্বাস অনেকটা সময় দিয়ে ছাড়ি। রাতুল আমার হৃদয়টাকে পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু বোঝেনি কতটা সামগ্রিকতা নিয়ে পেয়েছে। ও আমাকে বিশ্বাস করে বলতে পারল না, লিপি, যা হয় হবে। আমি আর ভয় পাই না। আমরা দুজন মিলে ঠিকই সব ব্যবস্থা করে ফেলব। না, রাতুলের ভেতরে সেই আস্থাশীলতা নেই, সেই দৃঢ়তা নেই। ওর দেখা পৃথিবী শুধুই কল্পনার, স্বপ্নের, বাস্ত বতার কোনো কুটিল স্পর্শ সেখানে পড়ে না। ও বোঝে না, জোর করে হলেও অনেক কিছু আদায় করে নিতে হয়। রূঢ় বাস্ত বতা আমাদের তাই শেখায়। রাতুল পার্থিবতার কিছুই শেখেনি। আর যাই হোক ওর হাত ধরে নির্দ্বিধায় শৈবালের মতো একজন মানুষকে আঘাত দিয়ে ঘর ছাড়া যায় না। রাতুল আমার কাছে বার বার হেরে যাচ্ছে, ওর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। রাতুল কি কোনোদিনই কারো কাছেই জিতবে না? চিরকাল কোমল একটি অন্ত র নিয়ে মাথা নিচু করে ঘুরে বেড়াবে? কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তু ত করে নিলাম।

‘আমি যা বলব তুমি শুনবে?'

'শুনব ।'
'আমার মনে হয়, আমাদের আর দেখা না হওয়াই ভালো । আমি বিবাহিতা, আমার স্বামী আছে, তার প্রতি কর্তব্যও আছে । তাকে দুঃখ দিয়ে তোমার প্রেমে বুঁদ হয়ে থাকলে আমার নিজের জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে । তুমি কি তাই চাও?'
'নাহ্ । তা কেন চাইব?'
'তুমি কি চাও আমি শান্তি তে থাকি?'
'হ্যাঁ ।'
'তুমি চাও আমি নিরু পদ্রবে থাকি?'
'চাই ।'
'তাহলে আমার সাথে আর দেখা করতে চেয়ো না । যদি আমাকে মনে পড়ে তাহলে স্মৃতিতে খুঁজে নিও, বাস্ত বের আমিকে দেখতে চেয়ো না । মনে থাকবে কথাটা?'
রাতুল দীর্ঘক্ষণ পরে বলল, 'থাকবে ।'
আমি ওর চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে সান্ত্বনার বাণী শোনাই । 'ভেঙে পড়ো না, রাতুল । পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে যা ইচ্ছে তাই করা চলে না । এখানে সমাজ আছে, অর্থনৈতিক চাপ আছে, পারিবারিক আশা-নিরাশার দোলা আছে । শুধু নিজের সুখের জন্য তুমি তোমার মা, ভাই-বোনদেরকে অসহায় অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেলতে পার না । তোমার সামনে এখনো অনেক কাজ বাকী । আমার কথা বুঝতে পারছ?'
'পারছি ।'
'যদি কখনো আমার সাহায্যের দরকার হয়, জানাবে । প্রেমিকা নয়, বন্ধু হয়ে আসব আমি । জানাবে তো?'
'জানাব ।'
আর কি বলব? বলতে ইচ্ছে হচ্ছে অনেক কিছুই, কিন্তু সেই না বলা কথাগুলো কোনো নির্দিষ্ট ভাবধারায় আবদ্ধ না থেকে দ্রু ত ছুটতে শুরু করেছে অনুভূতির অজানা রাজ্যে । অনেক হাতড়েও তাদেরকে খুঁজে পেলাম না ।

মধ্যাহ্নের তপ্ত রোদ তার রু ক্ষতা ছড়িয়ে দিতে দিতে ঈষৎ কোমল হয়ে আসছে । মৃদু দু-এক ঝলক বাতাসের ছুটোছুটি, স্থির পত্রগুচ্ছ আচমকা ধ্বনির স্ফুরণ॥বড় ভালো লাগছে । মুহূর্তগুলো বিদায়ের, কিন্তু আবেগময়, ভালো লাগার ।
রাতুল মৃদুস্বরে বলল, 'চলো, বাড়ি যাই ।'
'চলো ।'
রিক্সা যখন কাঁঠাল বাগানে ওদের ভাঙা গেটের সামনে থমকে দাঁড়াল তখন রাতুল কাঁদছে । চুপিচুপি । আমি দেখেও না দেখার ভান করেছি । বিদায়ের মুহূর্তকে অনর্থক অসময় করে ব্যথা বাড়িয়ে কি লাভ?
রাতুল সজল চোখেই বলল, 'ভেতরে আসবে না, লিপি?'
'না রাতুল ।'

'মায়ের সাথে দেখা করবে না?'
'তাকে আমার শ্রদ্ধা জানিও ।'
'সম্পাদের সাথে?'
'এখন নয়! ওদের আমার স্নেহ দিও ।'
রাতুল আমার হাত ধরল, কি অনন্ত অধিকারে! আমি শিহরিত হলাম । এই অধিকারের বন্ধন শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ল তবে!
'লিপি, তাহলে এই আমাদের শেষ দেখা?'
'নাহ্, শেষ হবে কেন? নিশ্চয় আমাদের দেখা হবে । কিন্তু তখন আমরা বন্ধু হব । তাই না?'
'হ্যাঁ । হয়তো তাই ।'
'হয়তো? হয়তো!' আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি । 'যাই, রাতুল ।'
'আর কিছু বললে না, লিপি?'
'চোখের পানি মুছে ফেল । পুরু ষদের কাঁদতে নেই । তাদেরকে অহঙ্কারী হলেই সবচেয়ে সুন্দর দেখায় । তুমিও দাম্ভিক হয়ে ওঠো । এমন দিন যেন আসে, যেদিন আমি গর্বভরে সবাইকে বলতে পারব, এই মানুষটিকে আমি চিনতাম, এ আমার খুব আপন কেউ ।'
রাতুল বৃষ্টিঝরা রোদ্রের মতো হাসতে লাগল । 'সত্যিই বলবে তো?'
'সত্যিই বলব । যাই ।'
আমার রিক্সা ফিরতি পথ ধরে । আমি পিছু ফিরে চাই না । কি দেখব সে তো জানি । রাতুল তার হ্যাঙলা পাতলা দীর্ঘ শরীর এবং এক মাথা ভয়ঙ্কর কোঁকড়ানো চুল নিয়ে অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিতে ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে রেখে আমাকে অনুসরণ করছে, ওর চোখের কোণে সদ্য শুকিয়ে যাওয়া অশ্রু র চিহ্ন ।
বিদায়, রাতুল!

নয়

লিপি

লিপি বাসায় ফিরল বিকেলে। ফিরতে তার ভয় করছিল তবু সে ফিরল। যেখানে ফেরার অধিকার আছে সেখানে সে কেন যাবে না? রু বেল গেটে দাঁড়িয়েছিল, তাকে অনেক সহজ সুন্দর দেখাচ্ছে। শান্ত গলায় বলল, 'ভাবী, ভাইয়া ফিরেছে।'

লিপি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বিশালদেহী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকল। এমনটি সে আশা করেনি, তার ধারণা ছিল বাসায় ফিরলেই রু বেল নোংরা ভাষায় আক্রমণ করবে। ছেলেটির এই ভদ্র ব্যবহারে তার চোখ ভিজে উঠল। সে মাথা নিচু করে ঢুকল। মা বারান্দায় বসেছিলেন, একবার চোখ তুলে তাকে দেখলেন, কিছু বললেন, না। লিপি দ্রু তপায়ে দোতালায় উঠে এল।

শৈবাল বিছানায় শুয়ে ছিল, তাকে অদ্ভুতরকম প্রশান্ত দেখাচ্ছে। দু'চোখের দৃষ্টিতে বাউলের উদাসীনতা। লিপিকে দেখে স্মিতভাবে হাসল। 'ফিরতে এতো দেরি করলে!'

'সব শুনেছো?'

'শুনেছি। কেমন আছে রাতুল?'

'ভালো। বেশ রক্ত পড়েছে। বাসায় পৌঁছে দিয়ে এসেছি।'

'রু বেল এমন একটা কাজ করবে আমি কল্পনাও করিনি। আমি ওকে খুব বকেছি।'

লিপি বিহ্বল দৃষ্টিতে শৈবালকে দেখছিল। গতকাল সকালে যে মানুষটি বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, এ যেন সে নয়। পরিবর্তনটুকু সে ধরতে পারছে না, কিন্তু অনুভব করতে পারছে। কিছু একটা ঘটছে এই বাড়িতে, যা সে এখনো জানে না। তার ভয় ভয় করতে লাগল। শৈবালকে এতো শান্ত দেখাচ্ছে কেন? রু বেল কেন অতো ভালো ব্যবহার করল? মায়ের চোখেও কেন কোনো বিতৃষ্ণা দেখা যায়নি? সে কাঁপা গলায় জানতে চাইল, 'গতরাতে কোথায় ছিলে?'

'কোথাও না। ঘুরে ঘুরে রাতের ঢাকা শহরটা দেখলাম। বিশ্বাস করো লিপি, কাল যা যা দেখেছি সে সব এতো গভীরভাবে কখনো দেখিনি, অনুভব করিনি। রাস্ত ায়, ফুটপাতে, পার্কের বেঞ্চিতে, ডাস্টবিনের পাশে, কোথায় নেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা মানুষ? খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, কুকুরের মতো বেঁচে আছে। অজস্র মানুষ, অজস্র। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। জানো লিপি, ঐ সব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি তোমার কথা ভুলে গেলাম, রাতুলের কথা ভুলে গেলাম, অর্থহীন ঈর্ষার যন্ত্রণা ভুলে গেলাম। স্পষ্ট অনুভব করলাম, অনেক অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে, সাংসারিক কিছু ছোটখাট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে মেতে থাকার চেয়ে বড় বোকামী আর কিছু নেই।'

লিপি দ্বিতীয়বারের মতো ভয় পেল। 'কি করতে চাও তুমি?'

'বলব লিপি, সব বলব। তুমি আগে সুস্থির হয়ে বস। এসো, আমার পাশেই বসো। পিজ।'

লিপি যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে যায়, প্রায় নিঃশব্দে বসে পড়ে। তার ায়ু ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে ওঠে, হৃদয় শংকিত, সতর্ক রূপ ধারণ করে। সে যেন বুঝতে পারে শৈবাল তাকে কি বলবে। সব কি শেষ হতে চলেছে?

'লিপি।'

'বলো ।'
'একটা কথা তোমাকে আজ পর্যন্ত একবারও বলিনি । আমি তোমাকে ভালোবাসি । সত্যিই ভালোবাসি ।'
'জানি, শৈবাল ।'
'আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই ।'
'জানি ।'
'পৃথিবীতে একমাত্র রাতুল ছাড়া তোমাকে আর কেউ সুখ দিতে পারবে না । এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই ।'
'আমি রাতুলকে বিসর্জন দিয়ে এসেছি, শৈবাল!'
'হয়তো মুখে বলছো, হৃদয় থেকে দাওনি । তোমাদের দুজনকে একসাথে দেখেছি আমি । তোমাদের সৃষ্টি হয়েছে পরস্পরের জন্য ।'
'কোথায় দেখেছ?'
'গতকাল আমি তোমাদেরকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছি । তোমাদের প্রতিটি নড়াচড়া পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি । আমার খুব অনুশোচনা হচ্ছিল, নিজের অজান্তে ই আমি একটা বিরাট অন্যায় করেছি ।'
লিপি ফিসফিসিয়ে বলল, 'এখন কি করতে চাও?'
'তোমাদের প্রেমের পূর্ণতা দিতে চাই ।'
'তুমি আমাকে ডিভোর্স করবে?'
'কাজটা আমরা সমঝোতামূলকভাবে করব । অবশ্য প্রথমে কিছুদিন সেপারেশনে থাকতে হবে ।'
'আমি যদি তা না চাই ।'
'আর জটিলতা বাড়িও না, লিপি । আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি । বিশ্বাস করো, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না ।'
'আমি ক্ষতির কথা বলিনি । আমি আরেকবার চেষ্টা করতে চাই ।'
'কোনো লাভ নেই । রাতুলকে তুমি ভুলতে পারবে না । রাতুলের স্মৃতি স্বপনে-জাগরণে তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে ।'
লিপি নিঃশব্দে শৈবালকে দেখতে থাকে, এত কাছের একজন মানুষ দূরে দূরের কেউ হয়ে যাবে, ভাবতে তার কষ্ট হয় ।
'এমন হবে আমি বুঝতে পারিনি, শৈবাল । বুঝলে নিশ্চয় বিয়েতে রাজী হতাম না! আমি ভেবেছিলাম, হয়তো নতুন করে জীবন শুরু করতে পারব ।'
'আমি তোমাকে দোষ দিই না । তোমার মন যা বলেছে তুমি তাই করেছ । মাঝ থেকে আমি দুঃখ পেয়েছি ।'
'তুমি কি এইভাবে প্রতিশোধ নিতে চাও?'
'একে কি প্রতিশোধ বলা যায়? আমি জানি না । হয়তো তাই । কিন্তু এভাবে আর চলে না । তুমি তৈরি হয়ে নাও । আমি তোমাকে বনানীতে পৌঁছে দিয়ে আসব ।'

'আমি বাবা-মার ওখানে যেতে চাই না ।'
'কেন?'
'আমার জন্য তাদের অনেক সম্মান হানি হয়েছে । নতুন করে তাদেরকে কোনো ঝামেলায় ফেলতে চাই না ।'
'তাহলে কোথায় যাবে?'
'কি করে বলব? তুমি যেতে বলছ, তুমিই ব্যবস্থা করে দাও ।'
শৈবাল হেসে ফেলল । 'আচ্ছা ঠিক আছে, সে দায়িত্ব আমার । তবে তার আগে রাতুলের সাথে কথা বলতে হবে ।'
'রাতুলের সাথে কথা বলার কোনো দরকার নেই । আমি নিজ দায়িত্বে থাকতে চাই ।'
'পাগলামী করো না । ঢাকা শহর ভালো জায়গা নয় । এখানে একটা মেয়ে একাকী বাস করতে পারে না ।'
'তাহলে আমাকে যেতে বলছ কেন?'
'তোমার ভালোর জন্যে ।'
'আমি যেতে চাই না ।'
'দুঃখ পেয়ো না লিপি, কিন্তু তবু তোমাকে যেতে হবে । আমি তোমাদের দুজনের সংসার সাজিয়ে দেব, রাতুলের চাকরি জোগাড় করে দেব, তোমার কোনো অসুবিধে হতে দেব না ।'
'আমি তোমার দয়া চাই না ।'
'দয়া নয় একে বলে কর্তব্য ।'
'আমি তোমার কিছু নেব না ।'
'নিতে না চাইলে নেবে না । প্রিয়জনের পাশে থেকে সংগ্রাম করাও মধুর । আমি আজই রাতুলের সাথে কথা বলব ।'
'রাতুল যদি রাজী না হয়? এর আগে একবার দায়িত্বের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ও ।'
শৈবাল মৃদু হাসল । 'ভুল করেছিল । রাতুল আর কখনো বাস্ত ব থেকে পালিয়ে বেড়াবে না । অনেক কিছু শিখেছে ও ।'
লিপি ক্লান্ত স্বরে বলল, 'এছাড়া আর কোনো উপায় নেই?
'না ।'
'কি করবে বলে ভেবেছ?'
'একটা বাসা ঠিক করব । সেখানেই থাকবে তুমি । রাতুল তোমার দেখাশোনা করবে । ডিভোর্সের জন্য কিছু সময় প্রয়োজন । ডিভোর্স হয়ে গেলে তোমরা বিয়ে করবে, অবশ্য সেটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার । ডিভোর্স পর্যন্ত আমি তোমাদের সমস্ত খরচ বহন করব ।'
লিপি একখানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল । 'শৈবাল, তোমাকেও আমার এটা কথা বলার আছে ।'
'বলো ।'
'রাতুলকে যেভাবে বাসি হয়তো তোমাকে সেভাবে নয়, তবু তোমাকে আমি ভালবাসি । দূরে থাকলেও তোমার কথা আমার মনে পড়বে ।'
'আমিও তোমাকে ভুলব না ।'

'রাতুলের ওখানে কখন যাবে?'
'এখন ।'
'আমাকে কখন যেতে হবে?'
'সম্ভবত কাল ।'
'ও!' লিপি অবসন্ন ভঙ্গিতে বাথরু মে ঢোকে । সেখানে সে মুখে আঁচল চেপে অনেকক্ষণ কাঁদে ।
শৈবাল নিচে নেমে দেখল মা, ভাই-বোনরা তার জন্যেই অপেক্ষা করছে । এরা সবাই লিপির উপর অসন্তু ষ্ট ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে কাউকেই সুখী মনে হচ্ছে না । মা বললেন, 'ওকে সব বলেছিস?'
'হ্যাঁ, মা ।'
'কি বলল?'
'ওর আর বলার কি আছে ।'
'কান্নাকাটি করছে না তো?'
'সম্ভবত করছে । তুমি একটু ওর কাছে যাবে, মা?'
'না বাবা । আমার এখন যাওয়া ঠিক হবে না । আমি বরং বেয়াই সাহেবকে একটা খবর দিই ।'
'দরকার নেই । লিপি ওর বাবা-মাকে কিছু জানাতে চায় না । অন্ত তপক্ষে এখুনিই না ।'
'তাই কি হয়, বাবা? ওরা যে আমাদেরকে দোষী করবেন ।
'তা করু ন । তুমি ফোন করো না । এই ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও ।'
মা ম্লান মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, তুই যা ভালো বুঝিস কর ।'
সম্পা আজ শৈবালের সাথে কথা বলল না । ভেজা কণ্ঠে তার ভাইকে ডেকে দিল, শৈবালকে বসতেও বলল না । শৈবাল এই মিষ্টি অবহেলাটুকু উপভোগ করল । রাতুল তাকে দেখে ক্ষত-বিক্ষত মুখে হাসল । 'আসুন শৈবাল ভাই, ভেতরে আসুন । বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'
'রাতুল, তোমার সাথে কথা আছে ।'
'শৈবাল ভাই, আপনার ভাইয়ের ব্যবহারে আমি কিছু মনে করিনি । এটাই স্বাভাবিক ছিল ।'
'অন্য কথা আছে, রাতুল ।'
'বাইরে আসতে হবে ।'
'হ্যাঁ । এখানে সব কথা বলা যাবে না ।'
রাতুল প্যান্ট-শার্ট পরে বেরিয়ে এল । 'চলেন যাই ।'
সম্পা দরজার আড়াল থেকে বলল, 'শৈবাল ভাই, আমি আপনার উপর রাগ করেছি ।'
'কেন জানতে পারি?'
'আপনি আমার সাথে কথা বললেন না কেন?'
'কই আমিতো কথা বলেছি, তুমিই বলো নি ।'
'বলিনি বেশ করেছি । আপনার ভাই আমার ভাইয়াকে মারল কেন?'

‘ওকে আমি খুব বকেছি ।'
শৈবালরা যখন চলে যাচ্ছে তখন সম্পা পিছু ডাকল ।
‘শৈবাল ভাই ।'
‘বলো ।'
‘আমি আপনার উপর রাগ করিনি ।'
‘জানি,' শৈবাল হাসতে লাগল ।

তারা দু'জন হাঁটতে হাঁটতে একটি আলো-আঁধারীর মোড়ে এসে দাঁড়াল । ‘শৈবাল ভাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন । আপনার প্রতি ভীষণ অবিচার করে ফেলেছি । আর নয় । আমি কাল সকালেই ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি । যতদিন না নিজেকে শক্ত করতে পারব ততদিন ফিরব না ।'
‘তোমার যাওয়া হচ্ছে না, রাতুল ।'
‘মানে?'
‘তুমি চলে গেলে লিপির কি হবে?'
‘কি বলছেন আপনি?'
‘আমি লিপিকে মুক্তি দিচ্ছি, রাতুল । লিপিকে সব বলেছি । ও আপত্তি করেনি । এখন তোমার উপরেই সব নির্ভর করছে ।'
‘আমার উপর! আমি কি করব!'
‘তুমি কি লিপিকে বিয়ে করতে চাও?'
‘হ্যাঁ, তা চাই । যদি লিপি তাই চায় ।'
‘তুমি ভালো করেই জানো লিপি কি চায় । জানো না?'
‘জি, জানি ।'
‘লিপি ওর বাবা-মার কাছে ফিরতে চায় না । আমি ওর থাকার জন্য একটা বাসা ঠিক করে দেব । ডিভোর্স না হওয়া পর্যন্ত ওর দেখাশোনা করার দায়িত্ব তোমার । কি, পারবেনা?'
রাতুল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল । ‘লিপির জন্য আমি সবকিছু করতে পারি ।'
‘ভালো । তুমি আগামীকাল সন্ধ্যায় চৌরাস্ত ার মোড়ে থাকবে । লিপিকে নিয়ে আমি ওখানে যাব । তারপর তোমাদের দুজনকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমার ছুটি । অবশ্য কালকের মধ্যেই বাসা জোগাড় করা সম্ভব হবে কিনা জানি না । তবে চেষ্টা করব । তুমি কিন্তু জায়গামতো থাকবে ।'
‘ওকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসা যায় না?'
‘এখনই নয় । ডিভোর্সের পরে । আর হ্যাঁ, তোমার জন্য একটা ভালো চাকরির অফার আছে । আমিই ব্যবস্থা করেছি । যদি করতে আপত্তি না থাকে তাহলে একদিন আমার অফিসে চলে এসো । লিপি আমার অফিসের লোকেশন জানে । যাক সেসব, আমাকে এখন যেতে হবে । আর হ্যাঁ, রু বেলের হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ।'
রাতুল ঝট্ করে শৈবালের হাত চেপে ধরল । ‘শৈবাল ভাই, আপনি এত কিছু কেন করছেন?'

‘এটা আমার একটা জেদ। আমি দেখতে চাই কতদিন তোমরা পরস্পরকে এমনি পাগলের মতো ভালোবাসতে পারো। বিশ্বাস করো, যেখানেই থাকি, তোমাদের দুজনার প্রতিটি খবর আমি রাখব। সুতরাং, যদি জিততে চাও, তোমাদের ভালবাসা হারিয়ে ফেল না। যদি হারাও, আমার তীব্র ঘৃণায় আমি তোমাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেব।' শৈবাল বড় বড় পদক্ষেপে হাঁটতে থাকে। রাতুল পিছু ডাকে না তার দু'চোখ অশ্রু সজল হয়ে পড়ে।

শৈবাল গভীর রাতে বাসায় ফেরে। লিপি তার জন্য জেগে বসেছিল। খোলা চুল এবং শুকনো মুখে তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। শৈবাল মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল।
‘খেয়েছ, শৈবাল?'
‘নাহ্। ক্ষিদেও নেই।
‘আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। চলো না দুজনে এক সাথেই খাই।'
‘তুমি খাওনি এখনো?'
‘না। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'
‘তাহলে তো খেতেই হয়।'
খাবার টেবিলে তারা দুজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো কথা বলে, হঠাৎ হঠাৎ হেসে ওঠে, দু-একটি সুখময় স্মৃতিচারণ করা হয়, অদ্ভুত সৌহার্দ্যপূর্ণ কিছু মুহূর্ত।

আকাশে ঝিলমিলে জ্যোৎস্না। তাকালেই হৃদয় আনমনা হয়ে পড়ে। নতুন কিছু করতে ইচ্ছে করে। ঘুম আসতে চায় না। শৈবাল এবং লিপি দীর্ঘক্ষণ জোছনার সমুদ্রে নিঃশব্দে অবগাহন করে। রাত গভীরতর হয়, ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা চিৎকার তীব্রতর হয়, বাতাসে শীতল স্পর্শ ভেসে আছে।
‘লিপি!'
‘বলো।'
‘আমরা মাঝে মাঝে দেখা করতে পারি না?'
‘তুমি না চাইলেও আমি করব।'
‘রাতুল কিছু মনে করবে না?'
‘উহুঁ। ও তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে।'
‘রাতুলকে বলো, ওকেও আমি খুব পছন্দ করি।'
‘ও জানে।'
অনেকক্ষণ কোনো কথা হয় না। শৈবালের শীত-শীত লাগছে সে উঠে পড়ল। ‘লিপি, ভেতরে চলো। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।'
‘তুমি যাও। আমি আরেকটু বসব।'
‘লিপি, আমার উপর কোনো রাগ নেই তো?'
‘তুমি আমাদের পৃথিবীর মানুষ নও, শৈবাল। তোমার উপর রাগ করা যায় না। দুঃখ একটাই, তোমার মতো একজন ভালো মানুষের জীবনটা নষ্ট করে দিলাম।'

‘বাজে কথা বলো না। তুমি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছ, অনেক কিছু শিখিয়েছ। পৃথিবীতে আমার মা ছাড়া এত ঋণী আর কারো কাছে হইনি।
‘আমার উপর তোমার ঘৃণা হয় না?'
‘কই না তো।'
লিপি সেই উচ্ছল জোৎস্নায় নেয়ে নেয়ে নিঃশব্দে অশ্রু ফেলতে থাকে, কেন তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। কিন্তু তার মনটা অনেক হালকা হয়ে যেতে থাকে।

দশ

লিপি

ব্যালকনিতে বসে অনেক রাত পর্যন্ত নীরবে অশ্রু ঝরালাম। শৈবাল শুতে ডাকল কয়েকবার, কোনো জবাব দিলাম না। অজস্র চিন্তার জট পাকিয়ে গেছে, কিছুতেই সেই জটিলতার স্খলন করতে পারছি না। কি করব আমি? রাতুল এতকাল আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে, আমি কার কাছে খুঁজব? কি আশ্চর্য এক দ্বিধায় ভরে গেছে আমার জীবন। যখন রাতুলকে জড়িয়ে ধরতে চাই তখন শৈবাল তার সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে

জড়িয়ে ধরতে চায়, যখন রাতুলকে বিসর্জন দিয়ে আসি তখন শৈবাল মুক্তির স্বপ্ন দেখায়! আমি কি করব?

রাতুলের কাছে কি আর ফেরা যায়? ওকে নিয়ে আর কত খেলা চলবে? আর কতবার ঐ স্বাপ্নিক মানুষটা জয়-পরাজয়ের অমোঘ দোলায় দুলবে? বারবার আমি তাকে বাস্ত বতার দোহাই দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আবার ফিরে যাচ্ছি তারই কাছে। বেঁচে থাকা ভালবাসার মাঝে মরিচীকার মতো অহর্নিশি ছুটে ফিরছি ঠিকানার খোঁজে।

একটি শান্তি ময় সংসারের বড় সখ ছিল আমার। মনে পড়ে রাতুলের মায়ের অফুরন্ত ভালবাসার কথা, ওর ভাই-বোনদের দুষ্টুমিভরা 'ভাবী' ডাক। আমার খুব ভালো লাগত। মনে হতো যেন এমন একটি সহজ সাধারণ গৃহেই আমার সব স্বপ্ন বন্দী হয়ে আছে। কতদিন ভার্সিটি ফাঁকি দিয়ে ওদের বাসায় চলে গেছি, সম্পাদের সাথে কত আবোলতাবোল গল্পে মেতেছি, আগামী দিনের পরিকল্পনা করেছি। ও বাড়ির কারু র কোনো সন্দেহ ছিল না যে আমি ওদেরই একজন হব, কোনো একদিন। সন্দেহ আমার ছিল না। কত সহজে আমরা সবাই একটি পরিবারের মতো হয়ে যাই! এবং কত সহজে পর হয়ে যাই! নিয়তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোচড় আমাদেরকে আচমকা ভিন্ন গতি দেয়, ভিন্ন স্রোতে ছুঁড়ে ফেলে।

আমি শৈবালকেও পেয়েছি, যতটা আন্ত রিকভাবে পাওয়া সম্ভব তার পূর্ণতা নিয়েই। এক অপরিচিত মানুষের এই আকস্মিক ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ করে, উতলা করে। রাতুল যেন হঠাৎ করেই ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। মাত্র কয়েকটি মাসের সংসার, অথচ কত হাসি-কান্নার অতীত বিজড়িত!

মনে পড়ে, এক রাতের কথা বাসায় সেদিন শুধু আমি আর শৈবাল! মায়েরা গেছেন বেড়াতে। পরদিন ফিরবেন!

আমরা দুজন ড্রয়িংরু মে গল্প করছি, অপ্রয়োজনীয় সব কথাবার্তা দুমুখী, দু-একটি চটুল বার্তা। হঠাৎ পাগলের মতো ব্যবহার করতে শুরু করল শৈবাল। কখনো বাচ্চা মানুষের মতো লাফাচ্ছে, কখনো মুখ ভেঙচে অদৃশ্য কাউকে ভেঙচি কাটছে, মাঝেমাঝে বিশ্রী ভাষায় খিস্তি খেউড় করে উঠছে। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে ওর নাম ধরে ডাকলাম। তীক্ষ্ণস্বরে শব্দ করে হাসতে লাগল ও। আমি দিশেহারার মতো টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালাম, ঠিক তখনই স্বাভাবিক গলায় হেসে উঠল ও।

'এই লিপি, খুব ভয় পেয়েছ?'

'মানে, তুমি ঠাট্টা করছিলে?'

'পরিপূর্ণভাবে।'

'একে ঠাট্টা বলে!'

'অতি বিশুদ্ধ ঠাট্টা।'

আমি ঠাস করে গালে একটি চড় বসিয়ে দিলাম। 'আমার সাথে আর কোনোদিন এইরকম ঠাট্টা করবে না।' এর পরের দৃশ্যে আমি বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছি, ও আমার রাগ ভাঙাবে। পাক্কা দুদিন কথা বন্ধ। শেষে একখানা শাড়ি নিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত দেখাতে

দেখাতে হাজির। শাড়িটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেললাম। শাড়ি দিলেই সাত খুন মাফ। এইরকম বাজে রসিকতা কেউ নিজের স্ত্রীর সাথে করে? এমন ভয় পেয়েছিলাম?

তিন দিনের দিন বিশাল এক কেক নিয়ে হাজির, শুভ জন্মদিন। এই তথ্য ও কোত্থেকে জোগাড় করল কে জানে? কিন্তু তারপর আর রাগ থাকে না। কেকের অর্ধেকটাই গেল রু বেলের পেটে। এমন পেটুক। শৈবাল খেলই না। কেক দেখলেই নাকি ওর বমি আসি, খাওয়া তো দূরের কথা।

এমনি আরো কত ঘটনা! প্রতিটি দিনই জন্ম দিয়েছে দু-একটি স্মৃতির, আঁচড় কেটেছে হৃদয়ে কোনো না কোনো পৃষ্ঠায়! একটি কান্নাজড়ানো দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি। আশ্চর্য হলেও সত্য আমাদের মধুচন্দ্রিমা পর্যন্ত হয়নি। বিয়ের পরদিনই শাশুড়ির ভীষণ জ্বর, তাকে এভাবে ফেলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, সুতরাং স্থগিত হয়ে গেল। পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে মাসখানেক লেগে গেল। ঠিক যখন শৈবালের ছুটি শেষ। এক্ষুনিই আর ছুটি পাওয়ার আশাও নেই। ঠিক হল প্রথম বিবাহবার্ষিকীর পর পরই মধুচন্দ্রিমায় যাবো আমরা। প্রথম বিবাহ বার্ষিকী!

আমার নীপা আপুর কথা মনে পড়ল। ও তো সবই জানে। রাতুলের কথা জানে, শৈবালের কথা জানে, আমার কথাও জানে। ওকে কি সব খুলে বলব? জানতে চাইব, এখন কি করব? আমি উঠে পড়ি। রাত দুটো বাজে। নীপা আপু ঘুমাচ্ছে। এত রাতে ওকে জাগানো ঠিক হবে না। তবু আমি টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালাম। রিঙের পর রিঙ বেজে চলেছে, কেউ ধরছে না; যখন ক্রাডলে রিসিভার রাখব বলে ভাবছি তখন ওপাশ থেকে নীপা আপুর ঘুমজড়ানো গলা শুনলাম। 'হ্যালো?'

'আমি, নীপা আপু 'লিপি'।'

'লিপি! কিরে, এত রাতে?'

'তুই ঘুমুচ্ছিলি?'

'না, ঐসব করছিলাম,' ঘুম ঘুম কণ্ঠেই হেসে উঠল ও। 'কি হয়েছে তাই বল।'

'শৈবাল আমাকে সেপারেশনে যেতে বলছে।'

'কেন? হঠাৎ এমন কি হল?'

'যা হবার সবই হয়েছে। আমি কি করব বুঝতে পারছি না।'

'না বোঝার কি আছে? সেপারেশনে চলে যা।'

'তুই বুঝতে পারছিস না, শৈবাল আমাকে ভালবাসে।'

'ভালবাসে তো যেতে বলছে কেন?'

'রাতুলের সাথে আমার মাঝখানে খানিকটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেজন্য এই বাসার সবাই খুব অশান্তি তে আছে। শৈবাল এসব সহ্য করতে পারছে না।'

'তোকে আমি আগেই সাবধান করেছিলাম। তখন কানে নিস নি। এখন আবার আমার কাছে কেন?'

'নীপা আপু, পিজ কিছু একটা বুদ্ধি দে। আমার ভীষণ একা একা লাগছে।'

‘অত ভেঙে পড়ছিস কেন তুই? শোন, যা জানতে চাই ঠিক ঠিক উত্তর দে। তুই যদি থেকে যেতে চাস, তাহলে শৈবালের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?'
‘আমি না চাইলে ও আমাকে কোনো কিছু করতেই বাধ্য করবে না।'
‘রাতুল কি তোকে বিয়ে করবে?'
‘ যে কোনো মুহূর্তে।'
‘তুই কি চাস? শৈবালকে না রাতুলকে?'
‘জানি না নীপা আপু। তুই বলে দে, আমি কার কাছে যাব?'
‘আমি কি করে বলব রে পাগলী? এটা তোর সিদ্ধান্ত । তোকেই এটা ভেবে চিন্তে নিতে হবে। আমি যা বলব তুই কেন করতে যাবি।'
‘তবু তুই বল। পিজ।'
নীপা আপু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। ‘লিপি, তোকে একটা বুদ্ধি দিই! তুই ওদের দুজনকেই ভালবাসিস, ঠিক না?'
‘হ্যাঁ।'
‘কাকে বেশি?'
‘রাতুলকে।'
‘আর শৈবাল?'
‘ওকে দুঃখ দিতে চাই না। কোনো অবস্থাতেই না। রাতুল ছাড়া এত মূল্য আমাকে আর কেউ দেয়নি।'
‘তাহলে এক কাজ কর, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে যা। কোনো দুঃশ্চিন্ত া করবি না, রাতুল বা শৈবাল কাউকে নিয়ে ভাববি না, গভীরভাবে ঘুমানোর চেষ্টা করবি। দরকার হলে ঘুমের বড়ি খা।'
‘কেন!'
‘আগে শোন পুরোটা। প্রায় দশ বারো ঘণ্টা গভীরভাবে ঘুমিয়ে ঠিক যখন তোর ঘুম ভাঙবে, সেই মুহূর্তে দুজনার যার কথা আগে মনে পড়বে তার কাছেই যাবি। কি বলেছি বুঝতে পারছিস?'
‘কিন্তু এটা তো জুয়া হয়ে গেল?'
‘জীবনের সবকিছুই তো জুয়া রে! তুই দ্যাখ, ভেবেচিন্তে কত কাজ করি আমরা, তার ক'টাই বা হিসেব মতো ঘটে?'
আমি ক্লান্ত স্বরে বললাম, ‘ কোনো যুক্তিতর্কের মধ্যে যাব না বলছিস?'
‘হ্যাঁ, ঠিক তাই।'
‘যদি কারো কথাই মনে না পড়ে?'
‘পড়বে। যে কোনো একজনের কথা মনে পড়বেই। হয় রাতুলের নয়তো শৈবালের। এখন যা, তিনটে ট্যাবলেট খেয়ে বিছানায় শুয়ে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনতে থাক। ঘুম এসে যাবে।'
আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস ছাড়লাম, ‘নীপা আপু!'

‘বল ।'
‘বাবা-মাকে কিছু বলিস না ।'
‘ঠিক আছে, বলব না । কিন্তু বাবা-খুব দুশ্চিন্ত ায় আছেন তোর জন্যে । কি হল আমাকে জানাস ।'
‘জানাব ।'
আমি তিনটে ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম । পাশেই শুয়ে আছে শৈবাল । ঘুমিয়েছে? বুঝতে পারলাম না । বোঝার চেষ্টাও করলাম না । এখন আমি ঘুমাতে চাই । গভীর ঘুম । ঘু-উ-ম!

এগারো

শৈবাল

আজকের সন্ধ্যাটা এত তাড়াতাড়ি চলে এল! আমার বিশ্বাস হতে চায় না । মনে হচ্ছে এতগুলো ঘণ্টা মাত্র কয়েক মিনিটেই পেরিয়ে এসেছে । আর কিছুক্ষণ মাত্র, তার পরেই লিপি চলে যাবে । আমার সাত মাসের সংসার! আর সংসার! লিপিকে দিয়ে শুরু করেছিলাম, লিপিই শেষ । ওর মতো মেয়েও যদি কপালে না সয়, তাহলে সেই কপাল বাঁধার সাধ্য আর কার হবে? বাগানে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে আমি চকিতে দোতলায় তাকাই । আমাদের ঘরে আলো জ্বলছে । লিপি বিদায়ের প্রস্তু তি নিচ্ছে । আমার অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে । একবার মনে হচ্ছে সব ছেড়েছুঁড়ে লিপিকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাই, যেখানে পৌঁছানোর সাধ্য

রাতুলের কোনোদিনই হবে না, আবার মনে হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মহৎ কাজটা করছি। এতটা উদারতা, নমনীয়তা আর কে দেখাতো?
মা এবং রু বেল বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি হাসিমুখে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। 'লিপি তৈরি হয়েছে।'
'আমাকে তুই মাফ করিস, শৈবাল। তুই এত দুঃখ পাবি আমি বুঝতে পারিনি।'
'ছিঃ, মা। কি যা-তা বলছ? মানুষকে চলতে হয় পরিস্থিতি বুঝে। হৃদয় নির্ভর হয়ে চলতে গেলে আজকালকার দুনিয়ায় টিকে থাকা যায় না। রু বেল, তুই গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে আয় তো। এবার রওনা দেওয়া উচিত। রাতুল ওদিকে অপেক্ষা করছে।'
'বাবা, তুই চাইলে এখনো না হয় থাক। চেষ্টা করলে সবকিছু মেনে নেয়া যায়।'
'মা, নিজেকে অপরাধী ভেব না। যা করছি, আমি ভেবে চিন্তে ই করছি। ঝোঁকের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি।'
মা ব্যথিত মুখে চুপ করে গেলেন। তার প্রচণ্ডরকম কষ্ট হচ্ছে। এই কোমলমনা ছেলেটিকে সেই ছোটবেলা থেকেই বড় বেশি আদরে বুকে জড়িয়ে আছেন তিনি। কখনো ভাবেননি, সেই ছেলের জীবনের সবচেয়ে বেদনাবিধুর ক্ষণটিতেও তাকেই সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। তিনি সহজে কাঁদেন না। কিন্তু এখন কাঁদতে লাগলেন।
রু বেল দ্রু তপায়ে ফিরে এল। 'ভাইয়া, তুমি জলদি উপরে যাও। ভাবী দরজা খুলছে না।'
'কি বলছিস!'
'তাড়াতাড়ি যাও। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'
আমি উন্মাদের মতো ছুটতে থাকি। আমার হৃৎপিণ্ড অস্বাভাবিকভাবে দাপাদাপি করতে থাকে। না, না, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমি প্রবলভাবে দরজায় ধাক্কা দিই। দরজা খুলে যায়। রক্তজবার মতো রক্তিম দু'চোখ তুলে লিপি বলল, 'শৈবাল আমি যাব না। তুমি রাতুলকে ফিরে যেতে বল।'
'না লিপি, এখন আর তা হয় না।'
'আমি যাব না, শৈবাল। আমাকে অযথা জোরাজুরি করো না।'
'তুমি রাতুলের কাছে যেতে চাও না?'
'না।'
' কেন?'
'তোমার জন্য।'

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো লিপিকে দেখতে থাকি। ওর সুন্দর মুখখানিতে অপরূপ এক প্রভাব খেলে যেতে দেখি, যা আমাকে বিশ্বাস যোগায়। আশ্বাস দেয়। 'রাতুলকে কি বলব লিপি।'
'বলো তার লিপি মারা গেছে।'
'ও বিশ্বাস করবে?'
'করবে।'

চৌরাস্ত ার মোড়ে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে সে রাতুল নয় । আমি অবাক চোখে চারদিকে আঁতিপাতি করে খুঁজতে থাকি । আমার বিশ্বাস হয় না যে রাতুল আসেনি । সেই নিঃসঙ্গ ছেলেটি সাবলীল পদক্ষেপে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় ।

'আপনি শৈবাল ভাই?'

'জি । আপনি...'

'আমাকে রাতুল ভাই পাঠিয়েছেন ।'

' কোথায় রাতুল?'

'তিনি আসেননি । কিছুক্ষণ আগে বীণার সাথে তার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়েছে । বীণাকে তো আপনি চেনেন ।'

'হ্যাঁ, চিনি । কিন্তু আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না...'

'শুধু বীণার জন্যই লিপির সুখের সংসার ভেঙে যাচ্ছে । রাতুল ভাই তখন ওকে বিয়ে করতে রাজী হন । কারণ সেক্ষেত্রে লিপির সাথে তার আর কোনো সম্পর্ক হতে পারে না ।'

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না । এমন একটি ঘটনার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না । ছেলেটি বলল, 'আপনার সাথে লিপির আসার কথা ছিল । ও আসেনি কেন?'

'লিপি যেতে চায়নি ।'

'তাই!' এবার ছেলেটি অবাক হয় । 'যাক্, আশা করি এবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে । আপনাদের জন্য আমার শুভ কামনা থাকল । আমি চলি তাহলে ।'

'একটু দাঁড়াও । তোমার নামটা জানা হয় নি ।'

' নেহাল । আপনি আমার নামটা নিশ্চয় শুনেছেন?'

'শুনেছি ।'

নেহাল অদ্ভুত এক টুকরো হাসি দিল । 'যাই ।' সন্ধ্যার ঝলকিত প্রাঙ্গণ বেয়ে ছেলেটি অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় হেঁটে যেতে থাকে ।

.

বারো

নেহাল

পেয়ারে বিশ্রী সুরে ওটাওয়ান বাজছে। ভল্যুমটা কমিয়ে দিল নেহাল। একটা সিগারেট ধরাল ও। সোফায় বসে কয়েকবার পাফ্ করল সিগারেট। গানটা একটুও ভালো লাগছে না ওর। উঠে গিয়ে ক্যাসেটটা বদলে দিল ও।

দাঁড়িয়ে থেকে শুনল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আচমকা ফুল ভল্যুম দিল। বন্ধ রু মের ভেতর বিস্ফোরিত হল নব্বই ওয়াটের ডেক সেটটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল নেহাল। কিছুই ভালো লাগছেনা ওর। কিছু ভালো না লাগা নাকি এক ধরনের অসুখ।

ছটফট করতে করতে আবার উঠে দাঁড়াল ও। পাওয়ার অফ করে দিয়ে ক্যাসেটটা হাতে নিল। দেখল কয়েক মুহূর্ত।

তারপর ফ্লোরে আছড়ে ভেঙে ফেলল। বড় বড় টুকরোগুলো জুতোর হিলের নিচে পিষে অস্থির হয়ে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে নব মুচড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ও।
ডাইনিং স্পেস ক্রস করে মায়ের রু মে ঢুকল।
একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন মা। নেহালকে দেখে মুখ তুলে চাইলেন একবার।
তারপর জানালা পথে দৃষ্টিটা মেলে দিলেন দূরে।
'মা?'
'বল।'
'কিছু টাকা হবে?'
'কত?'
'শ' পাঁচেক।'
'এত টাকা দিয়ে কি করবি তুই?'
'কিছু না।'
'তোর বাবা বারণ করেছে তোকে টাকা দিতে।'
নেহাল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। মা চোখ থেকে চশমা খুলে সামনের টেবিলে রেখে বললেন, 'রাগ করিস না, বাপ। আমার কী করার আছে বল।'
নেহাল প্যান্টের দু' পকেটে হাত ভরে বলল, 'আমার কোনো ফোন এলে বলবে রাত দশটার পর রিং করতে।'
'আবারও বাইরে যাচ্ছিস?'
'আমার ভালো লাগছে না, মা। কিছুই ভালো লাগছে না, ঘরে বসে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব একদম।'
মা বেশ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ' তোর কি হয়েছে, আমাকে বল।'
'আমি জানি না।'
'এটা কোনো উত্তর হয়নি। মন খারাপ হবার তো একটা কারণ থাকবে অন্ত ত।'
'আমি যাই মা।'
'টাকা নিবি না?'
'দেবে?'
'হ্যাঁ। আমার নিজের টাকা থেকে দিচ্ছি। তোর বাবা শুনলে আমাকে বকবে। তুই লক্ষ্মী বাপ, আর ওসব খাবি না।'
'ঠিক আছে খাব না, কত দিচ্ছ তুমি'
'দুশো।'
'মাত্র দুশো?' হাসল নেহাল। এগিয়ে গিয়ে মার দু'কাঁধে হাত তুলে বলল, 'পিজ, পাঁচশো টাকা দাও মা। তোমার সব কথা শুনব তাহলে। লক্ষ্মী মা, বলো দেবে না?'
নেহালের শার্টের একটা হাতা গুটিয়ে দু'ভাজ করে ওপরে তুলে দিলেন মা।

'আচ্ছা, দিচ্ছি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আটটায় ফিরবি। আর কখনো হট লিকার খাবি না। তোর বাবা শেষবারের মতো ওয়ার্ন করেছে। এরপর ক্ষমা করবে না।'
নেহাল চুপ করে থাকল। বাবার রাগী মুখটা চোখের সামনে ভাসছে ওর। মামাকে একবার ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন তিনি। অপরাধটা তেমন কিছু ছিল না। বারণ সত্ত্বেও সিগারেট স্মোক করেছিলেন মামা। সিগারেট জিনিসটা দু'চোখে দেখতে পারেন না বাবা। তাঁর আশে-পাশে বসে কেউ সিগারেট জ্বাললে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যান।
আলমিরা খুলে একটা পাঁচশ টাকার নোট বের করলেন। নেহাল নোটটা মানি ব্যাগে চালান করে টেবিলের ওপর থেকে চশমাটা তুলে পরিয়ে দিল মাকে। 'তুমি আমার শেষ আশ্রয়, মা। দ্যাটস হোয়াই আই লাভ ইউ সো মাচ!'
রাস্ত ায় বেরিয়ে এসে ডানে-বাঁয়ে রিকশা খুঁজল নেহাল। ফাঁকা রাস্ত া। অগত্যা পায়ে হেঁটেই মেইন রোডের দিকে এগোলো ও।
কোনো কাজ নেই। নষ্ট করে ফেলার মতো অনেক সময় পড়ে আছে সামনে। মা'কে কথা দিয়েছিল আটায় ফিরবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখ এটাই, নেহাল কখনো কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না।
এই একটা আশ্রয় এতই নিরাপদ যেখানে থেকে যথেষ্ট প্রশ্রয় না পেলে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত হয়তো।
হাত তুলে একটা রিকশা দাঁড় করাল ও। কিছু না বলেই উঠে বসল। রিকশাঅলা গামছায় মুখ মুছে বলল, 'কই যাইবেন?'
'নর্থ সাউথ রোডে। লোন-স্টারের সামনে নামব।'
'দশ টাকা লাগবে।'
'আচ্ছা যাও।'
চলতে শুরু করল রিকশা। জিনসের জ্যাকেটের জায়ান্ট পকেটে হাত ভরে পাঁচশো পঞ্চান্নের প্যাকেট বের করল নেহাল।
তাজা নতুন প্যাকেট। সেলোফেন রেপার ছিঁড়ে একটা সিগারেট বের করল ও।
লোন স্টারের সামনে আট-দশটা গাড়ি কার-পার্কে দাঁড়িয়ে। রিকশার ভাড়া দিয়ে মানি ব্যাগটা হিপ পকেটে রেখে এগোল নেহাল।
এন্ট্রান্সের ভেতরে পা রাখতেই রিসিপশনিস্ট এসে ওকে একটা খালি টেবিল দেখিয়ে দিল। ভেতরে কম পাওয়ারের দামী ঝাড় বাতি জ্বলছে। সবকিছু রহস্যময় আর স্বপ্নীল লাগছে।
নেহাল এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার সরিয়ে বসল। মেন্যু দিয়ে গেল ওয়েটার। কার্ডটা না দেখেই মুখ তুলে তাকালো নেহাল ওয়েটারের দিকে। 'কি, চলছে?'
'রেমি মার্টিনি।'
'ঠিক আছে, দিতে থাক। প্রতি পনেরো মিনিট পর পর দেবে।'
দু'মিনিটে প্রথম ড্রিঙ্কটা সার্ভ করল ওয়েটার। একটা সিগারেট জ্বেলে লাইটারের আলোয় ঘড়ি দেখল নেহাল।
বিকেল চারটা।

ঠিক পাঁচটায় বেরিয়ে এল নেহাল। সিগারেট ধরা হাতটা একটু একটু কাঁপছে ওর। বাইরে কি সুন্দর বাতাস। ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে ওর কপাল থেকে ঘাম মুছে নিচ্ছে ঝিরঝিরে বাতাস। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর।

রিকশাঅলাকে শের-এ-বাংলা নগর যেতে বলল ও। হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে আরেকটা সিগারেট জ্বাললো। মুখ থেকে ধোঁয়া কেড়ে নিচ্ছে বাতাস। ভীষণ ভালো লাগছে এখন। মনে হচ্ছে বেঁচে থাকাটা অনেক সুখের। নেহালের চোখজোড়া চিক চিক করতে করতে জলে ভরে গেল। ইচ্ছে করেই চোখজোড়া মুছল না ও। ভীষণ ভালো লাগছে ওর। কান্নার ভেতরও এক ধরনের সুখ আছে।

ঝাপসা চোখে নেহাল এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ওর হাতের সিগারেটের মাথায় লম্বা ছাই জমেছে।

গ্রীন লীফের সামনে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হৈ-চৈ করছে। একটা মেয়ে আইল্যান্ড থেকে নেমে রিক্সা খুঁজছে। মেয়েটা দেখতে অনেকটা বীণার মতো।

নেহাল এবার পকেট থেকে রু মাল বের করে চোখ মুছল। তারপর ধীরে ধীরে সিগারেটের ছাঁই ঝেড়ে আবার তাকালো মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা এখন সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট একটা মুহূর্ত। তবু নেহাল বুঝতে পারল মেয়েটার দৃষ্টিতে ওকে অপছন্দ করার কোনো লক্ষণ নেই।

ঠিক যেন বীণার ডুপিকেট এই মেয়েটা। তবু চির অচেনা।

নেহালের একবার ইচ্ছে করল মেয়েটাকে গিয়ে বলে, 'তুমি দেখতে ঠিক আমার এক বান্ধবীর মতো।'

কিন্তু নেহাল ভাবনাটা শেষ করবার আগেই দেখল রিকশাটা গ্রীনলীফ পেরিয়ে গেছে।

নেহালের আবার মন খারাপ হয়ে গেল। ওর হাতটা আবার একটু একটু কাঁপতে লাগল। বাতাসে ওর চুল উড়ছে।

এসময় আরেকটা মেয়েকে দেখে চমকে উঠল নেহাল। কি আশ্চর্য! ঠিক বীণার মতো দেখতে আরেটা মেয়ে। একাকী হাঁটছে।

নেহাল রিকশা থেকে নেমে পার্কের দিকে এগোলো। আর কি আশ্চর্য, প্রতিটি মুখকেই এখন বীনার মতো লাগছে।

প্রতিটি মানুষই যেন বীণা হয়ে উঠেছে, চারপাশে এসে ভিড় করছে। তবে কি নেহাল হ্যালুসিনেশনে ভুগছে?

একটা ঘরের ভেতর দিয়ে মৃত্যুর দিকে ধেয়ে যাওয়া।

যার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যায় একটি জীবন কাল। মানুষ মুখোমুখি হয় কিছু অনিবার্য পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে।

তার ভেতরেই গড়ে ওঠে পরস্পরের প্রতি চাওয়া-পাওয়ার আকুতি। কেউ পায়, কেউ পায় না।

যারা পায় তাদের ভেতরটা হয়তো আর খালি থাকে না ।
কিন্তু যারা পায় না, তাদের বুকের ভেতর ধীরে ধীরে একটা স্থান বাতাস-শূন্য হয়ে পড়ে ।
সেখানে গিয়ে জমা হতে থাকে দীর্ঘশ্বাসের নীল যন্ত্রণা ।